سِــلاَحُ الْــمُــؤْمِــنِ

ছিলাহুল মু'মিন

(মু'মিনের হাতিয়ার বা অস্ত্র)

محمّد ابو يوسف

মুহাম্মাদ আবূ ইউছুফ

SILAHUL MUMIN

By

Muhammad Abu Yusuf

The best book for Dua'. Usually all special Dua' Prayed in Arabic by all U'lama and Elders in the work of Dawah and Tablig all over the World alongwith about 250 verses (Ayah) from the Holy Quran on **Tawhid, Kudrah, Resalah, Akherah and Dawah (Tablig)**

প্রকাশকের আরয

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! আল্লহ্ ছুব্‌হা-নাহু ওয়া তাআ'লার অশেষ মেহেরবানীতে ছিলাহুল মু'মিন (মু'মিনের হাতিয়ার বা অস্ত্র) কিতাবটি বের করা সম্ভব হলো।

সব ধরনের খাছ খাছ, বিশেষ বিশেষ দুআ' বা মুনাজাত সম্বলিত কিতাব এটাই প্রথম। যত প্রকারের খাছ খাছ দুআ' বা মুনাজাত আমাদের মাথার তাজ সম্মানিত উ'লামায়ে কিরাম ও আকাবিরীন হযরতগণ (বড়রা) করে থাকেন তার প্রায় সবগুলোই এ কিতাবের মধ্যে রয়েছে।

এমন এমন দুআ' বা মুনাজাত এ কিতাবের মধ্যে স্থান পেয়েছে যা অনেক খাছ খাছ দুআ'র কিতাবের মধ্যে নেই। খাছ খাছ দুআ' বা মুনাজাতগুলো ছাড়াও এ কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদ, আল্লহ্ তাআ'লার ওয়াহ্‌দানিয়াত ও কুদরত, রিছালাত, আখিরত, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইবলীছ শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ ও প্রায় দুইশত পঞ্চাশটি আয়াত তরজমা সহ স্থান পেয়েছে। ভাষা জ্ঞানজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি হেতু প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সুহৃদয় পাঠকবৃন্দের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞজনের পরামর্শ পেলে ইনশা-আল্লহ্ ছুব্‌হা-নাহু ওয়া তাআ'লা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রইলো।

কিতাবটির প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা বিভিন্নভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আল্লহ্ তাআ'লা তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরতে উত্তম বদলা দান করুন।

আল্লহ্ ছুব্‌হা-নাহু ওয়া তাআ'লা তাঁর অশেষ মেহেরবানী ও করুণার দ্বারা সকল মুছলমান নর-নারীকে এই কিতাবের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আ-মীন! ছুম্মা আ-মীন!!

আরযগুজার

মুহাম্মাদ আবূ ইউছুফ

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا،مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ،وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ،اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ،مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدٰى وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا○

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লহ তাআ'লার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর ভরসা করছি। আমরা আমাদের মানসিক প্ররোচনা এবং কর্মের অনিষ্ট থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাই। আল্লহ তাআ'লা যাকে সৎপথে রাখেন, তাকে কেউ পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সৎ পথে আনতে পারে না। আমরা আরও সাক্ষ্য দেই যে, আল্লহ তাআ'লা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের সরদার, আমাদের বন্ধু, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম তাঁর বান্দা ও রছূল। তাঁকে আল্লহ তাআ'লা সত্যের সুসংবাদদাতা ও মিথ্যার ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে ক্বিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লহ তাআ'লা ও তাঁর রছূলের আনুগত্য করে, সে হিদায়াত লাভ করে এবং যে নাফরমানী করে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে; আল্লহ তাআ'লার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লহ তাআ'লা তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী সহচরদের (সাহাবীগণের) উপর অসংখ্য ছলাত, ছালাম (শান্তি) ও বরকত বর্ষণ করুন।"

দুআ'র গুরুত্ব, ফজীলত ও আদাব ঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লহ ছুব্হা-নাহু ওয়া তাআ'লার জন্য যার করুণা অসীম, রহমত অফুরন্ত। তিনি তাঁর বান্দাগণকে না চাইতেই অগণিত নেয়ামতসমূহ দান করে রেখেছেন। তার পরেও তিনি চান যে তাঁর বান্দাগণ তাঁর গায়েবী অসীম ভান্ডার থেকে যার যা প্রয়োজন, যার যা দরকার তা যেন তারা চেয়ে নেয়। আল্লহ ছুব্হা-নাহু ওয়া তাআ'লা আমাদেরকে দুনিয়াতে অতি অল্প সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন। অল্পদিন পরেই আমাদেরকে আমাদের আসল বাড়ী আখিরতে অনন্ত অসীম কালের জন্য চলে যেতে হবে। আমাদের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন ও চিরস্থায়ী আখিরতের জীবন যাতে সুখময় হতে পারে তার জন্য আল্লহ ছুব্হা-নাহু ওয়া তাআ'লা আমাদেরকে দুআ'র মত এক মহা দৌলত দান করেছেন। বান্দা যাতে দুআ'র দ্বারা লাভবান হতে পারে, দুআ' করতে ভুলে না যায় তার জন্য স্বয়ং তিনি কালামে পাকের মধ্যে একাধিকবার নির্দেশ দান করেছেন। হযরত আবু হুরয়রহ্ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু থেকে বর্ণিত যে নবী করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেনঃ আল্লহ তাআ'লার ইরশাদ এই– أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ ○

অর্থাৎ "আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্পর্কে ধারণা রাখে। আর যখন সে আমাকে ডাকে (আমার নিকট দুআ' করে, আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে), তখন আমি তার সাথে থাকি।" (বুখারী শরীফ, আল আদাবুল মুফরদ) এক হাদীছে হুযূরে পাক ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছালাম বলেনঃ দুআ' করা হুবহু ই'বাদাত করা। অতঃপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ কুরআন পাকের এই আয়াত পেশ করেনঃ আল্লহ তাআ'লা বলেন– اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ "হে আমার বান্দাগণ তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব, তোমাদের ডাক শুনব, তোমরা আমার নিকট দুআ' কর আমি তোমাদের দুআ' কবুল করব।" (মুসনাদে আহ্মাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, হিসনে হাসীন, নাসায়ী) সুতরাং অলী-আল্লহ, গুনাহগার, নিকটবর্তী, দূরবর্তী আল্লহ তাআ'লার নিকট তার আশা পূরণের জন্য এবং আবশ্যকতার জন্য দুআ' করা, প্রার্থনা করা একান্ত কর্তব্য। আল্লহ তাআ'লা আরও বলেনঃ

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ ○

অর্থাৎ "হে রছূল আর যখন আমার বান্দা আমার বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আপনি বলে দিন যে আমি (আমার বান্দার) অতি নিকটে। যখন সে আমাকে ডাকে (আমার নিকট দুআ' করে) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই, উত্তর দেই। (অর্থাৎ তার দুআ' আমি কবুল করে থাকি)। সুতরাং (হে আমার বান্দাগণ) তোমরা সকলে আমার নিকট দুআ' কর, প্রার্থনা করো।" দয়ার নবী ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেনঃ

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ-

অর্থাৎ "দুআ' ইবাদাতের মগজ স্বরূপ।" (তিরমিযী শরীফ)

তিনি আরও বলেনঃ اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ-

অর্থাৎ "দুআ' মু'মিন বান্দার জন্য হাতিয়ার বা অস্ত্র স্বরূপ।" (হাদীছ) যেমন শক্তিশালী অস্ত্রের সামনে কোন শত্রু আসতে সাহস পায় না অথবা এলেও টিকতে পারে না ধূলিসাৎ হয়ে যায় ঠিক তদ্রুপ মু'মিন বান্দার শক্তিশালী দুআ'র সামনে কোন অসুবিধাই আসতে পারে না আর আসলেও খোদার হুকুমে টিকতে পারে না। হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম আরও বলেনঃ

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ-

অর্থাৎ "নিশ্চয় দু'আ (মানুষকে ঐ সমস্ত বালা মুছিবতে) উপকার প্রদান করে যা নাযিল হয়ে গিয়েছে অথবা যা এখনও নাযিল হয়নি সুতরাং হে আল্লহর বান্দাগণ! তোমাদের কর্তব্য আল্লহ তাআ'লার নিকট দুআ' করা।" (তিরমিযী শরীফ)

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَّسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهٖ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا (ترمذى)

অর্থাৎ "হযরত ছালমান ফারছী রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের প্রভু বড় বিনয়ী বা লজ্জাশীল এবং দয়ালু। তাঁর বান্দা যখন দু'হাত তুলে দুআ' বা প্রার্থনা করে তখন আল্লহ্ তাআ'লা তাঁর বান্দার হস্তদয়কে খালি প্রত্যাবর্তন বা ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।"(তিরমিযী শরীফ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَّسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ لَهٗ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهٗ-(بخارى)

অর্থাৎ "হযরত আবু হুরয়রহ্ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছালাম বলেছেনঃ যখন রাত্রি এক তৃতীয়াংশ থাকে তখন প্রত্যেক রাত্রিতে আল্লহ তাআ'লা দুনিয়ার আস্‌মানে (প্রথম আস্‌মানে) অবতরণ করে তার বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে (প্রাতঃকাল পর্যন্ত) বলতে থাকেন– কেউ আছে কি যে আমার নিকট দুআ' করে, প্রার্থনা করে; আমি তার দুআ, প্রার্থনা কবুল করি; কেউ আছে কি যে আমার নিকট কিছু চায় আর আমি তাকে তা দান করি; কেউ আছে কি যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেই।" (বুখারী শরীফ)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهٖ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهٖ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ- (مسلم)

অর্থাৎ "হযরত আবু দারদা রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ এক মুছলমান এর দুআ' তার অপর মুছলমান ভাই-এর জন্য তার অনুপস্থিতে (আল্লহ্ তাআ'লার দরবারে) কবুল বা গ্রহণীয় হয়ে থাকে। (যে মুছলমান তার ভাই-এর জন্য দুআ' করে) তাঁর মাথার নিকট একজন ফেরেস্তা দুআ'র সময় নিয়োজিত থাকেন; আর যখনই সে তাঁর ভাই-এর জন্য দুআ' করে তখনই সেই নিয়োজিত ফেরেস্তা ঐ দুআ'র উপর আমীন বলেন এবং এও বলেন যে, তোমার জন্যও এর সদৃশ বা অনুরূপ হোক (অর্থাৎ তুমি তোমার মুছলমান ভাই-এর জন্য যা কিছু ভাল, মঙ্গল কামনা, প্রার্থনা করছ আল্লহ তাআ'লা সে জিনিস তোমাকেও দান করুন!)" (মুছলিম শরীফ)

এই হাদীছের মর্মানুযায়ী উ'লামায়ে কিরম ও বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, তোমার নিজের দুনিয়া ও আখিরতের কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে আগে তুমি ঐ জিনিস তোমার অন্য মুছলমান ভাই এর জন্য কামনা কর তাহলে ঐ জিনিস আল্লহ্ তাআ'লা তোমাকে আগেই দান করবেন।

مَنْ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ-

"অর্থাৎ যার জন্য দুআ'র দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ যাকে দুআ' করার তাওফীক দান করা হয়েছে) তার জন্য রহমতের ও কবুলিয়াতের দরজাও খুলে দেয়া হয়েছে।" (তিরমিযী শরীফ) এই জন্য উ'লামায়েকেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে তোমরা দুআ' করতে ভগ্নোৎসাহ হোওনা; কেননা দুআ' করে কেউই বিনষ্ট হয় না। তাকদীরের লিখন শুধু একমাত্র দুআ'ই খণ্ডন করতে পারে তা ব্যতীত অন্য কিছুই তাকদীরের লিখন খণ্ডন করতে পারে না (হাদীছ)। হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম উম্মতকে দাওয়াত আর দুআ' এই দুই মস্ত বড় হাতিয়ার দিয়ে গিয়ে ছিলেন। উম্মত যতদিন এই দুই হাতিয়ারকে ধরে রেখেছিল ততদিন দুনিয়াতে কোন শক্তিই উম্মতের কোন ক্ষতি করতে পারেনি, কোন অসুবিধাও উম্মতের কোন ক্ষতি করতে পারেনি, আবার আমাদেরকে চেষ্টা, পরিশ্রম ও মেহেনত করে ঐ দুই জিনিসের অধিকারী হতে হবে। হক্কের দাওয়াত দেনেওয়ালা বনতে হবে এবং দুআ' করনে ওয়ালাও বনতে হবে। দুআ' করার দ্বারা বান্দা যেমন লাভবান হয় তদ্রুপ দুআ' না করার কারণে বান্দা ক্ষতিগ্রস্তও হয়।

مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ-

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লহ তাআ'লার নিকট দুআ' করে না (প্রার্থনা করে না, কিছু চায় না) আল্লহ তাআ'লা তার উপর অসন্তুষ্ট হন, রাগান্বিত হন, তাকে গজব দান করে থাকেন।" (তিরমিযী শরীফ) এখন কুরআন ও হাদীছের দ্বারা বুঝা গেলো যে, দুআ' না করে আমাদের কোন উপায় নেই, যাবতীয় মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য যেমন দুআ' করতে হবে তদ্রুপ অমঙ্গল থেকে, বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্যও আমাদেরকে দুআ'র ইহ্‌তিমাম করতে হবে। আর দুআ' না করে চুপ চাপ বসে থাকা তাতেও আল্লহ তাআ'লা নারাজ। দ্বীনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু শিক্ষা করাই হলো ইলমে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আর আ'মাল করা ই'বাদাতের অন্তর্ভুক্ত। আমরা না শিখলে আ'মাল করবো কি ভাবে? আগে আমাদরেকে শিখতে হবে পরে সাথে সাথে আ'মালও করতে হবে। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব সব কিছুই শিখতে হবে এবং সবকিছুই আ'মাল করতে হবে। দ্বীনের প্রতিটি জিনিস সাহাবায়ে কেরাম রদিইয়াল্লহু তাআ'লা

আ'নহুম আজমাঈন পালা ক্রমে শিখতেন এবং ঘরে যেয়ে সাথে সাথে বিবি বাচ্চাদেরকেও শিখাতেন। ঘরের বিবি বাচ্চাগণও বড় জওক ও শওকের সাথে, বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে শিখতেন ও আ'মাল করতেন যার ভূরি ভূরি ঘটনা ও প্রমাণ কিতাবের মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে হযরতজ্বী হযরত মাওলানা ইউছুফ সাহেব রহমাতুল্লহ্ আ'লাইহি তাঁর অমর গ্রন্থ হায়াতুস সাহাবার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বীনের প্রতিটি জিনিস জানার জন্য, শিখার জন্য, আয়ত্ব করার জন্য এবং সর্বশেষে আ'মাল করার জন্য আমাদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ থাকতে হবে। সাথে সাথে ঐ অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ ঘরের বিবি বাচ্চার মধ্যে, সাথীদের মধ্যে তথা পুরো উম্মতের মধ্যে পয়দা করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে যাতে আমাদের জীবনের একটা মুহূর্তও যেন বেকার না যায়; দ্বীনের ছোট বড় কোন বিষয়ে যেন কানাআ'ত না আসে, অল্পে তুষ্টি না আসে, কানাআ'ততো দুনিয়ার ব্যাপারে কিন্তু আখিরতের ব্যাপারে, দ্বীনের ব্যাপারে কোন কানাআ'ত নেই। যা শিখেছি যা আ'মাল করছি তার উপর কোন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কখনও কানাআ'ত করতে পারে না। কারণ দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা করার জন্য তাকীদ এসেছে

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ-

হাদীছ ঃ অর্থাৎ "হে আমার উম্মতগণ তোমরা শৈশব শয্যা হতে মৃত্যু পর্যন্ত ইলমে দ্বীন হাছিল করতে থাক।" দ্বীনের বিষয়ে যে কোন জিনিস জানা বা শিক্ষা করাই হলো ইল্মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কানাআ'ত করার অবকাশ কোথায়? যারা এই হাদীছের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁরাতো আজীবন দ্বীনের প্রতিটি বিষয় শিখা শিখানোর মধ্যে ও আ'মালের মধ্যে কাটিয়ে দি য়েছেন তার পরেও শিখা শিখানোর ও আ'মাল করার প্রবল পিপাসা তাঁদের কোনদিন মেটেনি। বর্তমান জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ আ'লিম ও বুজুর্গ শাইখুল হাদীছ হযরত হাফিজ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহির নাম কে না জানেন, যিনি বর্তমান জামানার রমযান মাসে ৬২ (বাষট্টি) বার কুরআন খতম দিতেন, দিনে এক খতম, রাত্রে এক খতম, তারাবীর নামাজে এক খতম ও পুরা রমজানে আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এক খতম এই মোট ৬২ (বাষট্টি) খতম। এহেন আ'লিম ও বুজুর্গের জীবন চরিত্রের মধ্যে লিখা রয়েছে যে তিনি যখন সাহারানপুরে ঘরে দস্তরখানে খানা খেতে বসতেন তখন নিজের দু'হাতে কিতাব খুলে খাওয়ার সময় টুকুতেও কিতাব দেখতে থাকতেন এবং বর্তনের ও দস্তরখানার খানা ঘরের লোকেরা তাঁর মুখে তুলে দিতেন। তারপর তিনি খানা চিবিয়ে খেতেন কিন্তু কিতাবের থেকে হাত এবং নজর হটিয়ে খানার প্রতি নজর ও হাত বাড়াননি। তাঁর জীবনীর মধ্যে আরও

লিখা আছে যে, তিনি সময়ের হেফাজতের জন্য রাত্রে মাত্র দু আড়াই ঘন্টা এবং দুপুরে আধা ঘন্টা বা পৌণে এক ঘন্টা ঘুমাতেন। দিবা রাত্রে একবার মাত্র আহার করতেন ফলে পেশাব পায়খানা কম হওয়ারই কথা তা সত্তেও আক্ষেপ করে বলতেন যে হায়! পেশাব পায়খানা যদি করা না লাগত তাহলে ঐ সময়টুকুতে আখিরতের আরও কিছু কামাই করা যেত। এই ফিতনা ফাসাদের যুগেও এভাবেই আমাদের আকাবেরীন হযরতগণ সময়ের হিফাজত কিভাবে করতে হয় তা করে দেখিয়ে গিয়েছেন। নিজের সময় থেকে নিজেই ধার নিয়েছেন সেই হিসেবে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কোথায় ব্যয় হচ্ছে তা একবার সকলের ভেবে দেখা দরকার। হযরত শাইখুল হাদীছ ছাহেবের দাদীজান অর্থাৎ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইল্‌ইয়াছ ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহির আম্মাজান মুহতারামা বিবি ছফিয়্যা খুব উঁচু স্তরের হাফিযা ছিলেন। বিবাহের পর প্রথম পুত্র হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া ছাহেব রহমাতুল্লহ্ আ'লাইহির জন্মের পর দুধের সময় তিনি ক্কুরআন হিফ্য করেন। ইয়াদ এত সুন্দর ছিলো যে, সাধারণ হাফিয তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারতো না। প্রতি রমযান মাসে দৈনিক এক খতম ও অতিরিক্ত দশ পারা ক্কুরআন তিলাওয়াত করা তাঁর নিয়ম ছিলো। এভাবে প্রতি রমযানে তাঁর চল্লিশ খতম কুরআন পড়া হতো। তিলাওয়াতের সময় হাতে কোন না কোন ঘরের কাজ চালিয়ে যেতেন। এ ছাড়াও দৈনিক এক লম্বা চওড়া অযীফাও পাশাপাশি আ'মাল করতেন যার পূর্ণ বিবরণ মাওলানা মুহাম্মাদ ইলইয়াছ (রহঃ) ও তাঁর দ্বীনী দাওয়াত নামক কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর থেকে বুঝা যায় যে, এ যুগের একজন মহিলার মধ্যে দ্বীনী ই'লমের তথা ঈমান ও আ'মালের কি পরিমাণ তলব বা পিপাসা ছিলো, সময়ের কদর ও হিফাজাত কি পরিমাণ ছিলো। সেই তুলনায় আমরা নারী-পুরুষ আজ কোথায় আছি!

যারা আমরা এখনও দ্বীনের বিভিন্ন লাইনে দুর্বল রয়েছি তাঁরা যদি এখনও শিখার জন্য ও আ'মালের জন্য পাকা নিয়ত করি এবং চেষ্টার মত চেষ্টা, মেহনত ও ফিকির করি তাহলে ইন্‌শাআল্লহ তাআ'লা এখনও বহু কিছু আমরা শিখতে শিখাতে ও আ'মাল করতে পারব। আ'ম লোকেরত কোন কথাই নেই, খাছ লোকেরাও দুআ'র প্রতি যতটা মনোযোগ দেয়ার কথা ছিল ততটা দিতেছেন না। নিত্য প্রয়োজনীয় দুআ' ও খাছ খাছ দু'আ শিখার জন্য ও আ'মালের জন্য আমাদের খাছ সময় ব্যয় করা ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন কৃষি, চাকুরী, ব্যবসা, হাট বাজার, চলা ফিরা, উঠা বসার মাধ্যমে বিশেষভাবে খেয়াল না করার কারণে যে সময়টুকু নষ্ট হয়ে যায় সে সময়টুকুতে যদি আমরা দুআ' শিখা ও আ'মাল করার ব্যাপারে যত্নবান হই তবে এখনও অনেক কিছু শিখা শিখান ও আ'মাল করা যেতে

পারে। বিশেষ করে যারা ছেলে বেলায়, বাল্যকালে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করতে পারেননি তাঁরা যদি বয়স বেশী হওয়ার পরেও এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও শিখা শুরু করেন, তবে তাঁদের জন্যও হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম খোশখবরি শুনিয়ে গিয়েছেন। সেটা হলোঃ

مَنْ لَّمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ صَغِيْرًا فَطَلَبَهٗ كَبِيْرًا فَمَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا-

হাদীছঃ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি বাল্যকালে ই'লমে দ্বীন (অর্থাৎ ই'লমের যে কোন বিষয়ে হোক না কেন) শিক্ষা করতে পারেনি পরে বয়স্ক হয়ে উক্ত ইলম শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছে অতপর (ঐ শিক্ষা অবস্থায়) মৃত্যু বরণ করেছে, সে শহীদের দরজা (শহীদের মর্তবা) লাভ করবে।" সুতরাং আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করতে থাকতে হবে, অবহেলা করা যাবে না, কখনও গাফেল থাকা যাবে না। হাদীছ শরীফের মধ্যে আরও এসেছে যখন কেউ এই নিয়তে ই'লমে দ্বীন শিক্ষা করবে যে নিজেও ঐ ই'লম অনুযায়ী আ'মাল করবে এবং অন্যের নিকটও পৌঁছাবে তখন কাল ক্বিয়ামতের ময়দানে ঐ ব্যক্তির মধ্যে এবং নবীদের মধ্যে মাত্র একটি দরজা পার্থক্য হবে। হাদীছ শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছেঃ

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

অর্থাৎ "জ্ঞাত ই'লম অনুযায়ী আ'মাল করলে আল্লহ তাআ'লা তাকে অজ্ঞাত ই'লম সমূহেরও উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।" সুতরাং দ্বীন সংক্রান্ত ই'লম, দু'আ কালাম যার যতটুকু জানা আছে যখনই তার উপর আ'মাল করতে থাকবে তখনই তাঁর জন্য গায়েবী ই'লম, যাকে ই'লমে লাদুন্নী বলা হয় এই ই'লমে লাদুন্নীর মহাসৌভাগ্যের দরজা তাঁর জন্য খুলে দেয়া হবে। দুআ' ইবাদাতের মগজ, ইবাদাতের আসল বস্তু, মু'মিনের হাতিয়ার বা অস্ত্র, এমনকি তাকদীরের পরিবর্তনে সাহায্যকারী তথা যাবতীয় কল্যাণের চাবি কাঠি সেহেতু আমাদের আসল মুরব্বী আল্লহ ছুব্হা-নাহু ওয়া তাআ'লা ও তাঁর রছূল ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম ক্বুরআন ও হাদীছে পাকের মধ্যে যেসব দুআ' শিক্ষা দান করেছেন সে সব দুআ' গুলি আমাদের বিশেষ গুরুত্বের সাথে শিখতে হবে এবং সাথে সাথে আ'মালও করতে হবে। সাধারণ দুআ'গুলি যা দৈনন্দিন কাজের সময় বা আগে পিছে পাঠ করতে হয় সেগুলি যে কোন ছহীহ্ কিতাব থেকে ছহীহ্ শুদ্ধ ভাবে সকলকে শিখে নিতে হবে এবং খাছ খাছ দুআ'গুলি যা বিভিন্ন কিতাব থেকে যথা হায়াতুস্ সাহাবা, রিয়াদুস সলেহীন, ফাজাইলে আ'মাল, হিসনে হাসীন, শরহে এহইয়াহ্, মুনাজাতে মাকবুল, বয়ানুল ক্বুরআন, ও অন্যান্য হাদীছের কিতাব থেকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে

সেগুলো আমাদেরকে ছহীহ্ শুদ্ধ করে প্রথমে শিখতে হবে এবং সাথে সাথে আ'মালও করতে হবে। উপরোক্ত কিতাবসমূহে অনেক ক্ষেত্রে একই প্রকার দুআ' কয়েকটা রয়েছে কিন্তু যে সব দুআ'গুলো আমাদের উ'লামায়ে কেরাম ও আকাবিরীন হযরতগণ (বড়রা) সব সময়ে করে থাকেন কেবল সেগুলোই বেশীর ভাগ এই কিতাবে নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় হযরতজ্বী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহি হিজরী ১৩৮৫ সনে, ইংরেজী ১৯৬৫ সালে দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের পূর্বে ভারতের মুরাদাবাদের আখেরী ইজতিমায় আরবীতে যে লম্বা দুআ' করে ছিলেন সে দু'আ হুবহু সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা তাঁর জীবনীর মধ্যে ও অন্যান্য বহু কিতাবে ছাপানো হয় যার প্রায় সব দুআ'গুলোই এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষ করে ১০ নম্বর থেকে ৭০ নম্বর পর্যন্ত দুআ'গুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ আবার এ গুলোর মধ্যে ৩৭ নম্বর থেকে ৪০ নম্বর পর্যন্ত দুআ'গুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সব দুআ'গুলো আমাদের সকলের সব সময় আ'মাল করা একান্ত কর্তব্য। সকলের শিখার ও অন্যকে শিখানোর সুবিধার জন্য আমরা সব দুআ'গুলো ভাগ ভাগ করে নম্বরওয়ার সাজিয়েছি। এসব দুআ' গুলোও তৃতীয় হযরতজ্বী হযরত মাওলানা এনামুল হাছান ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহি হায়াতে থাকা কালীন হিজরী ১৩৮৬ সন থেকে ১৪১৫ সন পর্যন্ত (ইংরেজী ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত) প্রতি বৎসর হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের ইজতিমার শেষে দুআ' বা মুনাজাতের দিন দুআ' করতেন।

দুআ' যে কোন ভাষাতে করলে চলে কিন্তু নিয়ম হলো মানুষ যে দেশে বাস করে সেই দেশের বাদশার ভাষা বা সরকারের ভাষাতেই যাবতীয় দরখাস্ত ও প্রার্থনা করে থাকে ঠিক তদ্রুপ আল্লহ তাআ'লা যিনি সকল বাদশাহদের বাদশাহ যার জান্নাতের ভাষা আরবী, যার সর্ব শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীর ভাষাও আরবী, আমাদের উচিত আমাদের দরখাস্তগুলো, আমাদের আকুল আবেদন নিবেদনগুলো অর্থাৎ দুআ'গুলোও যেন সরাসরি জান্নাতের ভাষা, কুরআনের ভাষা, নবীর ভাষা তথা আরবী ভাষাতে আল্লহ রব্বুল আ'লামীনের দরবারে পেশ করা।

ক্বুরআন ও হাদীছে পাকের অনেক আরবী শব্দ তরজমা ছাড়াই হুবহু বাংলা ভাষাতে ব্যবহার করা হয়। সে সব ক্ষেত্রে সকলের উচিত প্রতিটি মূল আরবী শব্দ আরবী কায়দা, আরবী নিয়মে পড়া ও উচ্চারণ করা, চাই অন্য ভাষাতে যে ভাবেই লেখা হোক না কেন। আরবী ভাষা যেহেতু আল্লহ ছুব্হা-নাহু ওয়া আআ'লার ভাষা সেহেতু আরবী ভাষা হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাষা, ধনী ভাষা, ভাষার দিক থেকে অন্য কোন ভাষা থেকে কোন বিষয়ে কোন কিছু ধার নেয়ার প্রয়োজন করে না বরং বিশ্বের অন্য

সকল ভাষা হলো গরীব ভাষা, দরিদ্র ভাষা, দুর্বল ভাষা তাই অন্য ভাষা অন্যের সাহায্য ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অচল। মূল আরবী ভাষার প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য শুধু উচ্চারণ ও পড়ার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে যাকে আরবী ক্বাওয়াইদ বা তাজবীদ ও তারতীল বা ই'লমে ক্বিরত বলা হয়। ঐ কাওয়াইদ অনুসারে প্রতিটি অক্ষর ও শব্দের শুদ্ধভাবে ছিফ্‌ত্‌ বা গুণসহ উচ্চারণ করতে হবে। নচেৎ কখনও কোন অক্ষরের বা শব্দের উচ্চারণ ঠিকই হবে না। আরবী ভাষায় কয়েকটি অক্ষর রয়েছে যাদের উচ্চারণ সব সময় পোর বা মোটা হবে কখনও কোন অবস্থাতে বারীক বা পাতলা হবে না। সেগুলোকে হুরূফে ইস্তি'লা বলে যথা خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ এগুলো মোট সাতটি এ ছাড়াও শুধু اَللّٰهُ আল্লহ শব্দের লাম অক্ষরকেও যখন তার ডান পার্শ্বের অক্ষরে যবর বা পেশ হবে তখন ঐ লামকেও পোর বা মোটা করে পড়তে হবে এবং যখন যের হবে তখন বারীক বা পাতলা করে পড়তে হবে। আর ر 'র' অক্ষরের উপর যখন যবর বা পেশ হবে তখন ঐ ر 'র' অক্ষরকে পোর বা মোটা করে পড়তে হবে এবং যখন যের হবে তখন বারীক বা পাতলা করে পড়তে হবে। এখন সর্বমোট এই নয়টি অক্ষরকে পোর বা মোটা করে পড়তে হবে। পোর বা মোটা করে পড়ার অর্থ হলো যখন এ অক্ষর গুলোর উপর যবর হবে তখন উচিত ছিল 'আ' কার যুক্ত করে পড়া কিন্তু তা হবে না বরং 'অ'কার বিশিষ্ট করে পড়তে হবে বা উচ্চারণ করতে হবে। যথা 'আল্লাহ' না 'আল্লহ', 'আল্লাহুছছামাদ' না 'আল্লহুছছমাদ', 'রাদিইয়াল্লাহু' না 'রদিইয়াল্লহু', 'রাছূলুল্লাহ' না 'রছূলুল্লহ', 'ছাল্লাল্লাহু আ'লাইহিওয়া ছল্লাম' না 'ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম', 'বিছমিল্লহ্‌' না 'বিছমিল্লাহ্‌', 'লিল্লহি' না লিল্লাহি', 'আখেরাত' না 'আখিরত', 'দু রাকাত' না 'দু রকাত'। আরবী যেরের উচ্চারণে কখনও 'এ' 'ে' কার হবে না, 'এ', 'ে' কারের স্থলে 'ই', 'ি' কার হবে এবং 'ই' 'ি' কার পড়তে হবে। পেশের বেলায় কখনও 'ও', 'ো' কার হবে না, 'উ', 'ু' কার হবে এবং 'উ', 'ু' কার পড়তে হবে অর্থাৎ 'উ', 'ু' কার উচ্চারণ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, এ কিতাবে এবং আমাদের প্রকাশিত সকল কিতাবের মধ্যে যতদূর সম্ভব এ বিষয়গুলো মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে।

এগুলো হলো শুধু মাত্র সামান্য কয়েকটি উদাহরণ, এ ছাড়া বাকী সব নিয়ম রয়েই গিয়েছে সুতরাং ই'লমে ক্বিরতের যাবতীয় নিয়ম কানুন পূর্ণভাবে আয়ত্ব করা ছাড়া কখনও কেউ মূল আরবী শব্দ হুবহু অন্য কোন ভাষাতে সঠিকভাবে না লিখতে পারবেন,না পড়তে পারবেন। মূল আরবী শব্দ হুবহু বাংলা বা অন্যকোন ভাষাতে কে কি ভাবে লিখলেন, সেটা বড় কথা নয় বরং মূল আরবী শব্দ আরবীতে কিভাবে আছে এবং কি নিয়মে সেটা উচ্চারণ করতে হবে সেটাই হলো বড় কথা, ইনশাআল্লহ তাআ'লা

ঐ নিয়মগুলো অর্থাৎ ই'লমে ক্বিরত আয়ত্ব থাকলে আর কোন অসুবিধা হবে না। মূল আরবী শব্দ যে ভাষাতে যে ভাবে লিখা থাকুক না কেন পড়ার সময়ে পড়নেওয়ালা প্রতিটি অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ ঠিকই ছহীহ শুদ্ধ করে করতে পারবেন তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

দুআ' কবুল হওয়ার কতিপয় সংক্ষিপ্ত নিয়ম কানুন ঃ

১। কামাই হালাল হওয়া চাই। ২। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা চাই অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের হক আদায় করে করা চাই। ৩। দুআ'র পূর্বে পাকছাফ হয়ে, অজু করে, কেবলা মুখী হয়ে, দ্বীনতা, হীনতা, বিনয় ও প্রবল আশা ও ভয়ের সাথে ক্রন্দনের ভানের সাথে দুআ' শুরু করা। ৪। প্রথমেই দুআ', প্রার্থনা শুরু না করা বরং শুরুতে হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ, আল্লহ তাআ'লার প্রশংসা ও ইছতিগফারের সাথে এবং শেষেও দরূদ ও প্রশংসার সাথে হওয়া চাই। কারণ, হযরত আলী ও হযরত ওমর রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহুমা হতে বর্ণিত যে, প্রতিটি দুআ' আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে যতক্ষণ না হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লাম ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর দরূদ পড়া হয়। তাছাড়াও এক হাদীছে এসেছে রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লহ তাআ'লা তাঁর উপর দশটা রহমত নাযিল করবেন, তাঁর দশটা গুনাহ মাফ করবেন, দশটা নেকী তাঁর আ'মাল নামায় লেখা হবে এবং জান্নাতে তাঁর দশটি দরজা বুলন্দ হবে। হাদীছে পাকের মধ্যে আরও এসেছে যে ব্যক্তি নবীয়ে করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর একবার দরূদ শরীফ পড়বে, আল্লহ তাআ'লা ও তাঁর ফেরেশতাগণ ৭০(সত্তর) বার তাঁর জন্য রহমতের দুআ' করবেন। সকল দুআ'র শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করলে উভয় দরূদের মাঝে যা কিছু দুআ' করা হয় তা ইন্‌শাআল্লহ তাআ'লা অবশ্য কবুল হয়ে থাকে। এই জন্য দুআ'র শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করা চাই। ৫। আল্লহ তাআ'লার ৯৯ (নিরানব্বই) ছিফতী নামের মধ্যে বিশেষ বিশেষ নাম গুলো যতদূর সম্ভব একবার পড়ে দু'আ আরম্ভ করা। ৬। বিশেষ বিশেষ দুআ' একাধিকবার বলা (যথা তিনবার, পাঁচবার, সাতবার ইত্যাদি)। ৭। নাছোড় বান্দা হয়ে দুআ' করা। ছোট বাচ্চা যেমন তার মায়ের কাছ থেকে কোন জিনিস নেয়ার জন্য তার মায়ের কাপড় শক্ত করে ধরেতো আর ছাড়ে না যতক্ষণ তার জিনিস তার মা তাকে না দেয়। ৮। দুআ'র মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের হিদায়াত ও উম্মতের হিদায়াতের জন্য দুআ' করা। পরে নিজের, মাতা পিতা, পরিবার পরিজন ও উম্মতের দুনিয়া ও আখিরতের সমূহ কল্যাণের জন্য দুআ' করা। ৯। দুআ' করার সময় নতজানু হয়ে বসা, দু' হাতের

তালু মেলে রাখা, বুক পর্যন্ত উচু রাখা, মধ্যম আওয়াজে করুণ স্বরে দুআ' করা, প্রতিটি মূল দু'আর পর সকলে মৃদু আওয়াজে আমীন, আমীন বলা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু থেকে বর্ণিত যে নবী করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেনঃ আল্লহ্ তাআ'লার কাছে হাত তুলে হাতের তালু সামনে রেখে দুআ' করো হাত উল্টা করে নয়। দুআ' শেষে উত্তোলিত হাত মুখমণ্ডলে বুলিয়ে নাও। (আবু দাউদ, মাআ'রেফ) আবু যুহায়র নুমায়রী রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বর্ণনা করেনঃ এক রাত্রিতে আমরা রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম এর সাথে বের হয়ে জনৈক আল্লহ ভক্ত ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করছিলাম। লোকটি অত্যন্ত মিনতি সহকারে আল্লহ তাআ'লার কাছে দুআ' করছিল। রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম দাঁড়িয়ে তার দুআ' ও আল্লহ্ তাআ'লার দরবারে তার কাকুতি মিনতি শুনতে লাগলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেনঃ যদি সে দু'আর সমাপ্তি ঠিকঠাক মত করে এবং মোহর ঠিকমত লাগায় তবে যা সে চেয়েছে, তার ফয়সালা করিয়ে নিয়েছে। আমাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলোঃ হুযূর ঠিকঠাক মত সমাপ্তি এবং সঠিক মোহর লাগানর নিয়ম কি? রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেনঃ শেষে আমীন বলে দু'আ সমাপ্ত করা। (আবু দাউদ, মা'আরেফ) ১০। মু'মিন বান্দা খাঁটি দিলে যে কোন সময় দুআ' করলে আল্লহ তাআ'লা তা কবুল করে থাকেন। তথাপি কতিপয় খাছ দিন, খাছ সময় ও খাছ স্থান রয়েছে, যে দিনে, যে সময়ে, যে স্থানে বান্দা যে দুআ'ই করে তাই কবুল হয়ে যায়। যথা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে, শুক্রবার দিনে, রমযান মাসে দিনে ও রাত্রে, হজ্বের দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্বের তারিখে, শেষ রাত্রে, আজানের সময়, আজান ও ইকামতের মাঝে, নামাজের পর, কুরআন খতমের পর, যখন অনেক সংখ্যক মু'মিন মুসলমান, ঈমানদার বান্দাগণ দ্বীনের ফিকিরে, দ্বীনের খিদমতে একত্রিত হন অর্থাৎ ইজতিমার সময়, রহমতের বৃষ্টিপাতের সময়, ছফরে ও আল্লহ তাআ'লার রাস্তায় থাকাকালীন, হজ্বের সফরে ১৬টি (ষোলটি) স্থানে দুআ' কবুল হয়ে থাকে। যথাঃ ১। বাইতুল্লহর উপর নজর পড়লে ২। মাতাফ ৩। মোলতাজাম ৪। মীজাবে রহমত ৫। জমজম ৬। মাকামে ইব্রাহীম। ৭। ছাফা ৮। মারওয়া। ৯। মাছয়া (মধ্যস্থান) ১০। কাবা ঘরের ভিতর। ১১। হাতীমের মধ্যে ১২। রোকনে ইয়ামনী ও হাজরে আছওয়াদের মধ্যে ১৩। আরাফায় ১৪। মুজদালেফায় ১৫। মিনার ময়দানে ও মিনার মসজিদে ১৬। কঙ্কর মারার স্থানে।

যখন আল্লহ তাআ'লা তাঁর মেহেরবাণীতে হজ্বে যাওয়ার তাওফীক দান করবেন তখন যাওয়ার পূর্বে দুআ' কবুলের স্থানগুলি জেনে নিতে হবে এবং এই কিতাবও সাথে নিয়ে যাওয়া যাতে প্রয়োজনবোধে দু'আ

কবুলের স্থান সমূহে যাবতীয় দুআ' গুলি করা যায়। বিপদগ্রস্ত ও পীড়িত লোকের দুআ', ছেলেমেয়ের জন্য মা বাপের দুআ', মুছাফিরের দুআ' এক মুছলমান যখন অন্য মুসলমানের জন্য অসাক্ষাতে দুআ' করে তখন আল্লহ তাআ'লা দুআ' কবুল করে থাকেন। ১১। সুখের সময় যারা দুআ' করেন তাঁদের দুআ' দুঃখের সময় অধিক কবুল হয়ে থাকে। মু'মিন বান্দা যা দুআ' করে তাই কবুল হয়ে থাকে। কবুল হওয়ার অর্থ হলো ঠিক যা চায় তাই পায় অথবা তাঁর উপর ফয়সালাকৃত কোন বালা মুছিবত ঐ দুআ'র বদৌলতে তুলে নেয়া হয় অথবা যা চায় তা আখিরতের জন্য জমা করে রাখা হয়। যদি কখনও কোন দুআ' কবুল হতে দেরী হয় তাতে মন খারাপ করতে নেই। দুআ' করা বন্ধ করতে নেই বরং দুআ' চালিয়ে যাওয়া চাই কারণ বহু দুআ' বিলম্বেও কবুল হয়ে থাকে যা কিনা উ'লামায়ে কিরমের ও বুজুর্গানে দ্বীনের বহু পরীক্ষিত।

দুআ' শিখা শিখান ও আ'মাল করার বিষয়ে কতিপয় জরুরী কথা ঃ

দুআ' সাধারণত আমরা দু'ভাবে করে থাকি। এক হলো ইনফিরদী দুআ' আর এক হলো ইজতিমায়ী দুআ' অর্থাৎ একাকী ব্যক্তিগতভাবে দুআ' করা আর সমষ্টিগতভাবে, সম্মিলিতভাবে দুআ' করা। যখন নিজে একা একা দুআ' করা হবে তখন যতদূর সম্ভব মনের যত চাহিদা, কামনা, বাসনা, প্রার্থনা রয়েছে সব কিছু চাওয়া, সব কিছু দুআ' করা অর্থাৎ লম্বা দুআ' করা যার মধ্যে সব রকমের দুআ' বা মুনাজাত চলে আসে। নিজের ব্যাপারে সময়ের কোন প্রশ্ন নেই যত লম্বা করা যায়, যতক্ষণ পারা যায়, যত কিছু আরবীতে দুআ' জানা আছে সব কিছু একের পর এক পেশ করে প্রাণ ভরে দুআ' করা চাই। আরবীতে জানা মত যত দুআ' আছে সে গুলি শেষ হয়ে গেলে নিজের ভাষায়, মাতৃভাষায় অথবা যে কোন ভাষায় যে কোন জায়েজ দুআ' যা মনে চায় খুব দুআ' করা। তবে একাকী দুআ' করার সময় লক্ষ্য রাখা যাতে কারো কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। যথা নামাজের, ঘুমের বা অন্য কোন কাজের। নিজের ইনফিরদী দুআ' যতদূর নির্জনে করা যায় ততই ভাল। যখন দুআ' ইনফিরদী না হয়ে ইজতিমায়ীভাবে হবে তখন সময়ের প্রতি ও মজমার প্রতি লক্ষ্য রেখে দুআ' করা। ইজতিমায়ী দুআ' এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে সকলের বিরক্তির কারণ না হয়ে উঠে। পূর্বের থেকে জেনে নেয়ার চেষ্টা করা যে লোকেরা খুশী খুশী কতক্ষণ বরদাস্ত করতে পারবে। সাধারণত ছোট মজলিসে ছোট দুআ' এবং বড় মজলিসে বড় দুআ'ই হয়ে থাকে। তথাপি প্রয়োজন বোধে কোন্ মজলিসে কতক্ষণ দুআ' হলে ভাল হয় তা পূর্বের থেকে একটু জানা থাকলে ভাল হয়। আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সব ধরণের দুআ' করাই শিখিতে হবে যাতে সকলেই সব ধরনের দুআ'ই করতে পারি। সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্তভাবে দুআ' করা শিখতে হবে এবং অন্যকে

শিখাতে হবে। সংক্ষিপ্ত মানে দু' তিন মিনিটের মধ্যে অথবা চার, পাঁচ মিনিটের মধ্যে মূল মূল দুআ' গুলো বিশেষভাবে হিদায়াতের দুআ'গুলো ও সমূহ কল্যাণের দুআ'গুলো শিখতে হবে। এরপর বিস্তারিত দুআ'র প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। যাতে আরবী দুআ'ই পনের বিশ মিনিট পর্যন্ত অথবা আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত করা যায়। আমরা সুবিধার জন্য এখানে দরূদে ইব্রাহীম যা নামাজের মধ্যে পড়া হয় ও দরুদে নাজিয়া পর পর সাজিয়েছি। সংক্ষিপ্ত সময়ে শুরুতে দরূদে ইব্রাহীম এবং লম্বা দুআ'তে শুরুতে দরূদে ইব্রাহীম এবং শেষে দরূদে নাজিয়া পাঠ করার অভ্যাস করা। দরূদের পর আছমাউল হুছনা এবং ঐ সমস্ত খাছ খাছ সংক্ষিপ্ত জিকির ও দুআ' গুলো সাজানো হয়েছে যা দুআ' কবুলের অনুকূলে পড়া হয়ে থাকে। এরপর হিদায়াতের দুআ' গুলো এবং পরিশেষে অন্যান্য বিস্তারিত দুআ' গুলো একত্রিত করা হয়েছে। শিখার সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট হিদায়াতের দুআ' গুলো সর্বাগ্রে শিখতে হবে এবং অন্যকে শিখাতে হবে। এরপর ইন্‌শাআল্লহ তাআ'লা সব দুআ'গুলোই আস্তে আস্তে শিখতে হবে এবং আ'মাল করতে হবে। শিখার সহজ ও উত্তম নিয়ম হলো দুআ'গুলো শিখার জন্য প্রথমে খাছ ভাবে কিছু সময় ব্যয় করা যাতে সব দুআ' গুলো মুখস্ত হয়ে যায়। যদি খাছ ভাবে সময় দেয়া সম্ভব না হয় তবে উঠা, বসা, চলা ফিরার মধ্যে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস পরমায়ুর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ঐ সময়ের মধ্যে একটা একটা শব্দ করে, একটা একটা দুআ' করে সব দুআ গুলো শিখে নেয়া চাই। যিনি শিখার জন্য পাকা নিয়ত করবেন, চেষ্টাও করবেন আর সব দুআ' গুলো যাতে অতি সহজে শিখতে পারেন ও আ'মাল করতে পারেন তাঁর জন্য দয়াময় আল্লহ তাআ'লার নিকট দিল দিয়ে দুআ'ও করবেন, তার জন্য শিখা ও আ'মাল করা ইন্‌শাআল্লহ তাআ'লা অতি সহজ হয়ে যাবে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের হাতে অনেক সময় থাকে বিশেষ করে কোন কিছু শিখা শিখানোর ব্যাপারে। মেয়েরা খাছ সময় ব্যয় করা ছাড়াও ঘরের কাজের মধ্যে বিশেষ করে রান্নার সময়, বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর সময় ও ঘরের অন্যান্য কাজ কর্মের সময় হাতে কাজ করবে আর মুখে একটা করে দুআ' শিখতে থাকবে ও বাচ্চাকে, অন্যকে শিখাতে থাকবে। পুরুষ হোক বা ঘরের মেয়েরা হোক প্রথম প্রথম যার যতটুকু দুআ' শিখা হবে ততটুকু কম পক্ষে রোজানা একবার আ'মাল করা চাই। মূল মূল সব দুআ' গুলো যখন শিখা হয়ে যাবে তখন রোজানা কম পক্ষে সকলেই একবার সব দুআ'গুলো আ'মাল করা চাই। কারণ যাবতীয় দুআ' গুলোর মধ্যে নিজের পরিবার পরিজনের এবং পুরো উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরতের সমূহ কল্যাণের আকুল আবেদন নিহিত রয়েছে। আমাদের চির দুশমন নফছ ও শয়তান কখনও এটা চায় না যে আমরা সকলে দুআ'

করার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হই, তাই সে বিভিন্ন অজুহাতে যথা ব্যস্ততা, সময়ের অভাব, এখন না তখন ইত্যাদি ভাবে দুআ' করা থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই সকল দুআ' গুলোর জন্য যদি দৈনিক আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিটও লাগে তথাপি দিবা রাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এতটুকু সময় বের করা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়! সবচেয়ে উত্তম হলো রোজানা তাহাজ্জুদের পর পারলে সব খাছ খাছ দুআ'গুলো একবার একাধারে পুরা করে নেয়া। তা না হলে ফজরের আজান ও ইকামাতের মধ্যে লম্বা সময় পাওয়া যায়। আজানের আগে বা আজানের সাথে সাথে উঠলে হাতে বেশ সময় পাওয়া যায়। এর পর বাদ ফজর থেকে শুরু করে নাস্তার পূর্ব পর্যন্ত অথবা নাস্তার বাদে কাজ-কর্মে যাওয়ার পূর্বে সময় বের করার চেষ্টা করা। যাদেরকে আল্লহ তাআ'লা তাঁর খাছ মেহেরবাণীর দ্বারা তাদের সময়ের মালিক তাদেরকেই বানিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ যাদেরকে অন্যের চাকুরী বা গোলামী করতে হয় না তাদের সময় নেই বলে কোন ওজর আপত্তিই থাকতে পারে না। তাঁরা সকালে দুনিয়ার কাজ কর্ম শুরু করার পূর্বেই অন্যান্য আ'মালের সাথে সাথে দুআ'র আমালটিও করে নিবেন। খাছ খাছ সব দুআ'গুলো শেষ না করে যেন দুনিয়ার কোন কাজে হাত না দেন। কিছু দিন দুআ'গুলো করা একবার শুরু করলেই তখন এই দুআ'গুলোর তাছির ও বরকত ইন্‌শাআল্লহ তাআ'লা নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। আর যদি কোন কারণ বশতঃ একবারে লম্বা সময় বের না করা যায় তা হলে কয়েক বারে হলেও যেমন প্রতি নামাজের আগে ও পরে অথবা শুইবার পূর্বে কোন প্রকার সময় নষ্ট না করে কয়েক দফায় সমস্ত দুআ'গুলো দিবা রাত্রের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একবার যেন আদায় হয়ে যায়। সব সময় যে হাত তুলে দুআ' করতে হবে এমন নয় বরং হাত তুলা ছাড়াও বসে বসে বা চলতে চলতে, চুপে চুপে দুআ' করা যায়। আমরা দুআ' শিখার ব্যাপারে এবং দুআ' করার ব্যাপারে বড় কমজোর, বড় দুর্বল। একেতো নিজে শিখার ব্যাপারে অলসতা করি আবার নিজের শিখা থাকলেও, জানা থাকলেও অন্যকে শিখানোর ব্যাপারে তেমন খেয়াল করি না। ফলে দুআ'র ব্যাপারে সকলে ব্যাপক ভাবে উপকৃত হতে পারি না। এই জন্য সকলেরই উচিত একে অন্যকে শিখানো, শিখার জন্য উৎসাহিত করা। বিশেষ করে দ্বীনের লাইনে যাদেরকে আল্লহ তাআ'লা বড় করেছেন, পুরান করেছেন, জিম্মাদারী দিয়েছেন তাদের সব সময়ে খেয়াল রাখা দরকার যে ঘরের লোকেরা, সহকর্মীরা, সাথীরা, ছাত্ররা, নতুনেরা সকল খাছ খাছ দুআ' গুলো জানে কি না, শিখছে কিনা, আ'মাল করে কি না। আল্লহ তাআ'লা আমাদের ঐ সব আকাবিরীন হযরতগণকে দুনিয়া ও আখিরতের উত্তম জাঝায়ে খাইর দান করুন যাদের কাছে আসার সাথে সাথে বড় আদর ও পিয়ার মহব্বত করে জিজ্ঞাসা করেন আমরা

হিদায়াতের খাছ খাছ দুআ' গুলো শিখেছি কি না, জানি কি না, মেহেনতের সাথে সাথে আ'মালও করি কি না, আবার অন্যকে শিখাই কি না, শিখালে এ পর্যন্ত কতজনকে শিখিয়েছি ইত্যাদি, ইত্যাদি। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ যে, আল্লহ তাআ'লা মেহেরবাণী করে আমাদের মত গুনাহগারদের জন্য এই ফিতনা ফাছাদের যুগেও এই ধরনের আকাবিরীন হযরতগণের দ্বারা আমাদের তা'লিম ও তরবিয়তের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের যাঁদেরকে আল্লহ তাআ'লা এখনও হায়াতে রেখেছেন তাঁদের হায়াতের মধ্যে আল্লহ তাআ'লা বরকত দান করুন এবং যাঁদেরকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন তাঁদের কবরকে আল্লহ তাআ'লা নূরের দ্বারা ভর্তি করে দেন। আমীন! ছুম্মা আমীন! দিলের জজবা, অন্তরের অদম্য উৎসাহ ও আগ্রহ থাকবে যে নিজে সব খাছ খাছ দুআ'গুলি শিখি এবং দুনিয়ার সব মানুষকে ঐ সব দুআ' গুলি শিখাই। কিন্তু যেহেতু আমরা সব দিক থেকে দুর্বল তাই অন্যকে শিখানোর দিক থেকেও দুর্বল। এই সর্বপ্রকার দুর্বলতার মধ্যে আজ থেকে আর একটা দুর্বল নিয়ত ও দুর্বল চেষ্টা আমরা করি সেটা হলো যে সরাসরি আমি নিজে জীবনে কমপক্ষে এক হাজার লোককে এই দুআ'গুলি শিখাব এবং প্রত্যেককে শিখানোর সাথে সাথে যাকে শিখাব তাকেও বলব সেও যেন জীবনে কমপক্ষে এক হাজার লোককে শিখায়। এভাবে যদি সকলেই নিয়তও করি চেষ্টাও করি তাহলেওতো এক এক জনের ভাগে আ'মালনামায় খোদা চাহেনত আখিরতের কামাই এর বিরাট এক অংশ হাছিল করা যেতে পারে।

দুআ' করার ব্যাপারে আরও একটা বিশেষ জরুরী কথা হলো আমরা সকল দুআ' গুলি যেন ছহীহ্ শুদ্ধভাবে করার চেষ্টা করি। কারণ আরবী দুআ'র আলফাজগুলো যদি ছহীহ্ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা না হয়, পড়া না হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে মানে পরিবর্তন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিরই সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রতিটি দুআ' নিজে নিজে ছহীহ্ শুদ্ধভাবে যদি কেউ শিখতে চাই, পড়তে চাই আর তার দ্বারা দুআ' করতে চাই তাহলে তাকে অবশ্য অবশ্য তাজবীদ ও তারতীলের সাথে দুআ'গুলো পড়তে হবে ও করতে হবে। কারণ আরবীতে যাবতীয় দুআ'গুলোই বিশেষভাবে ক্বুরআন ও হাদীছ শরীফ থেকেই এসেছে সুতরাং ক্বুরআন শরীফ ছহীহ শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য যেমন তাজবীদ ও তারতীলের যাবতীয় নিয়ম কানুনের সাথে পড়া শর্ত ও জরুরী ঠিক তদ্রুপ যাবতীয় দুআ' কালাম গুলো ছহীহ শুদ্ধ করে পড়তে হলে তাজবীদ ও তারতীলের সাথে পড়া অবশ্য জরুরী। তাজবীদ ও তারতীলের যাবতীয় নিয়ম গুলো জানা না থাকলে কখনও কেউ ছহীহ শুদ্ধ ভাবে না ক্বুরআন শরীফ পড়তে পারবে আর না কোন দুআ' কালাম পড়তে পারবে বা করতে পারবে।

তাজবীদ ও তারতীলের কেবল দু'চারটা বা দশ বিশটা নিয়ম কানুন জানা থাকলে বা মশ্‌ক থাকলে ক্বুরআন পাক বা দুআ' কালাম ছহীহ শুদ্ধ ভাবে পড়া যায় না। কুরআন পাক ছহীহ শুদ্ধ করে পড়তে হলে অবশ্য অবশ্য তাজবীদের যাবতীয় নিয়ম কানুন গুলো উত্তম রূপে জানাও থাকতে হবে আবার মশ্‌ক বা আয়ত্বও থাকতে হবে নচেৎ কিছু কিছু জানি আর কিছু কিছু পারি এর দ্বারা কাজ হয় না। দুনিয়ার কোন জিনিস কিছু কিছু জানার দ্বারা আর কিছু কিছু পারার দ্বারা কোন কাজ হয় না এ কথায় সকলে একমত কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে দ্বীনের যে কোন ব্যাপারে কিছু পারার উপর, কিছু জানার উপর আমরা বড় খুশী হয়ে যাই, বড় সন্তুষ্ট হয়ে যাই। পুরা জিনিস জানারও প্রয়োজন মনে করি না, যখন মানুষের দিলের মধ্যে আখিরতের দৃঢ় ইয়াক্বীন থাকবে তখন দ্বীনের প্রতিটি জিনিস সুন্দর থেকে সুন্দর করার পিছে সে উঠে পড়ে লেগে যাবে। কারণ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস সুন্দর হয়ার মধ্যে দুনিয়াদারেরা বড় লাভ দেখে, বড় কামাই মনে করে, আর দুনিয়ার জিনিস খারাপ হয়ার মধ্যে দুনিয়াদারেরা বড় ক্ষতি দেখে, বড় লোকসান দেখে সুতরাং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসকে সুন্দর থেকে সুন্দর করার জন্য ঘরের সকলে তৈরী, সকলে উঠে পড়ে লেগে যায় কিন্তু যেহেতু আখিরতের দৃঢ় ইয়াক্বীনের অভাবের কারণে দ্বীনের ছোট বড় যাবতীয় জিনিস গুলো আখিরতের জিনিস গুলো আর সুন্দর করার প্রয়োজন মনে করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গাইবের উপর, আখিরতের প্রতিটি ঘাটির উপর অর্থাৎ কবর, হাশর,মিজান, ছিরত, জান্নাত, জাহান্নামের উপর নিজের চোখে দেখার মত, বরং নিজের চোখে দেখার চেয়েও বেশী বিশ্বাস না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ আখিরতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে পারবে না। বড় ডাক্তারের কথা, বিশেষ কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের কথা মানুষ নিজের চোখে দেখার চেয়েও বেশী বিশ্বাস করে থাকে। ঠিক তেমনি প্রতিটি প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লহ তাআ'লার কথা ও তাঁর রছূলের কথাকে, খবরকে, নিজের চোখে দেখার চেয়েও বেশী বিশ্বাস করতে হবে। যারা তা করবে না তারা ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবে আখিরতকে তারা কোনদিন জীবনের উদ্দেশ্যে বানাতে পারবে না। মুগাইইবাতের প্রতিটি জিনিসের উপর তথা গাইব ও আখিরতের প্রতিটি ঘাটির উপর যাদের এখনও দৃঢ় বিশ্বাস হয়নি তথা নিজের চোখে দেখার মত বিশ্বাস হয়নি তাদের উচিত "নাস্তিক দর্শন" কিতাবটি একাধিকবার পাঠ করা যে কিতাবের মধ্যে গাইবের প্রতিটি জিনিসের জলন্ত প্রমাণ দান করা হয়েছে। আল্লহ্ তাআ'লার রছূল ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম কছম খেয়ে, শপথ করে বলেছেন যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, ভোগ-বিলাস, ভাল-মন্দ সব কিছু হলো ফোটা বরাবর আর আখিরতের সুখ-দুঃখ,

ভোগ-বিলাস, ভাল-মন্দ সব কিছু হলো সমুদ্র বরাবর। আখিরত জীবনের উদ্দেশ্য না হওয়ার কারণে, দ্বীনের প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে কিছু জানি আর কিছু পারি এর উপর সকলে বড় সন্তুষ্ট, বড় ইতমিনান। এই জন্য দুআ' করা থেকে পুরা ফায়দা নিতে হলে, পুরা লাভবান হতে গেলে প্রতিটি দুআ' তাজবীদ ও তারতীলের সাথে পাঠ করতে হবে। যারা এখনও তাজবীদ ও তারতীলের নিয়ম কায়দা গুলো শিক্ষা লাভ করিনি তারা আর সময় নষ্ট না করে মেহেরবানী করে আজই কোন উপযুক্ত ক্বারী ছাহেবের কাছে যেয়ে বিশেষ গুরুত্বের সাথে শিক্ষা করা শুরু করে দেই এবং নিয়মিত চেষ্টা পরিশ্রম ও মেহেনত করে আয়ত্ব করে ফেলি। তাতে পুরা কুরআন তিলাওয়াতও ছহীহ্ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং যাবতীয় দুআ' কালামও ইনশাআল্লহ তাআ'লা ছহীহ্ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যাদেরকে আল্লহ তাআ'লা তাঁর খাছ মেহের বানির দ্বারা দ্বীনের মেহেনতের সাথে, নবীওয়ালা ও সাহাবীওয়ালা মেহেনতের সাথে তথা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহেনতের সাথে সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছেন, তাঁদের বিশেষভাবে তাজবীদ ও তারতীলের সাথে ক্কুরআন পাক শিক্ষা করা চাই, যাবতীয় দুআ' কালাম গুলো তাজবীদ ও তারতীলের সাথে হওয়া চাই। কারণ মালফুজাতের মধ্যে বড় হযরতজ্বী হযরত মাওলানা ইলিইয়াস ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহি বলেছেন যে সকল মেহেনতকারীকে জমাত থেকে ঘরে ফিরার পর পৃথক ভাবে সময় ব্যয় করে সকলেই যেন তাজবীদ ও তারতীলের সাথে ক্কুরআন পাকের তিলাওয়াত শিক্ষা লাভ করে। তাজবীদ প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ শুদ্ধভাবে ক্কুরআন শরীফ পাঠ করা যা হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লাম হতে নকল হয়ে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। (বিস্তারিত মালফুজাত ২০২ নম্বর দেখুন) কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বহু মেহেনত করনেওয়ালা বহুদিন থেকে কুরবানী ও মেহেনত করে চলেছেন কিন্তু তাজবীদের ব্যাপারে এত দুর্বল এত দুর্বল যে না নিজের তিলাওয়াত ছহীহ্ শুদ্ধ আছে, না ঘরের বিবি বাচ্চার তিলাওয়াত ছহীহ্ শুদ্ধ আছে। তার একমাত্র কারণ হলো গাফলতি বা অলসতা ও অবহেলা যার ফলে নিজের না তিলাওয়াতের উন্নতি হয়েছে না দুআ' কালাম ছহীহ্ শুদ্ধ ভাবে পড়ার কোন উন্নতি হয়েছে। অথচ এত বড় বুজুর্গের দিলের তামান্না বরং পরক্ষভাবে নির্দেশও বটে অথচ তার প্রতি আমাদের কোন খেয়ালই নেই যার ফলে এই কমিগুলো রয়ে গিয়েছে। এই জন্য একটু বিবেক ও বুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিটি মেহেনতকারীর উচিত যে অনতিবিলম্বে আজই তাজবীদ সহকারে তিলাওয়াত ও দুআ' পাঠ করার পাকা নিয়ত করে মেহেনত শুরু করে দেয়া। ইন্‌শাআল্লহ তাআ'লা যদি কেউ রোজানা মাত্র এক ঘন্টা সময় ব্যয় করে তাহলে এক মাসই যথেষ্ট, চল্লিশ দিনই যথেষ্ট,

দু'চার ছয় মাসই যথেষ্ট অথবা এক বৎসরই যথেষ্ট তাজবীদের মত তাজবীদ আয়ত্ব করার জন্য, তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত শিক্ষা করার জন্য; আর মাত্র এক বৎসরের মধ্যে যদি কেউ তাজবীদের মত এক মহা দৌলত আয়ত্ব করতে পারে তবে বলতে হবে এক অমূল্য সম্পদ, অমূল্য দৌলত অতি সস্তায় লাভ করলো। তাজবীদ ও তারতীলের সাথে অর্থাৎ ই'লমে ক্বিরতের সাথে ছহীহ্ শুদ্ধভাবে ক্কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার জন্য তাজবীদ ও ই'লমে ক্বিরতের উপর ছোট বড় অনেক কিতাব রয়েছে যার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ "তাছহীহুল ক্কুরআন" চটি কিতাবটি ই'লমে ক্বিরতের লাইনে অতি উত্তম ও সহজ কিতাব। যার মধ্যে ই'লমে ক্বিরতের প্রতিটি নিয়ম কানুন বিস্তারিত ভাবে উদাহরণসহ অতি সহজ ও সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা কিনা আজ পর্যন্ত অন্য কোন কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়নি বললেই চলে। সকলের উচিৎ সেখান থেকে যাবতীয় নিয়মগুলো সুন্দরভাবে আয়ত্ব করা এবং ভাল কোন ক্বারী ছাহেবের নিকট ভালভাবে চেষ্টা পরিশ্রম ও মেহেনত করে এমনভাবে মশ্‌ক বা আয়ত্ব করে নেয়া যাতে ছোট বড় কেন একটা নিয়মের মধ্যে কোন প্রকার কমি বা দুর্বলতা না থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ হাজারো ইংরেজী বা অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা, ভাইএরা চেষ্টার মত চেষ্টা পরিশ্রম ও মেহেনত করে এমন সুন্দর তাজবীদ ও তারতীলের সাথে ক্কুরআন পাকের তিলাওয়াত ও ছহীহ শুদ্ধ করে প্রতিটি দুআ' শিখেছেন যা শুনলে সকলের দিল খুশিতে ভরে যায় যে, হ্যাঁ, তিলাওয়াত এ রকমই হওয়া উচিত, দুআ' ও দুআ'র আলফাজ গুলো সকলের এরকমই হওয়া উচিত ছিলো। আল্লহ তাআ'লার লাখ শুকরিয়া যে এখনও আপনার শহরে, এখনও আপনার দেশে তাজবীদ ও তারতীলের সাথে ছহীহ শুদ্ধভাবে কালামে পাকের তিলাওয়াত ও দুআ' কালাম করনেওয়ালা বহু ক্বারী ছাহেবান রয়েছেন, হিম্মত করলে, আজম করলে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে ইনশাআল্লহ তাআ'লা এখনও শিক্ষা করা যাবে কিন্তু এমনও শহর, এমনও দেশ অনেক রয়েছে যেখানে একদিন দ্বীনের সর্বদিকের প্রাণ কেন্দ্র ছিল কিন্তু সেখানে আজ আর কিছু বাকী নেই। সেখানে দ্বীন এবং দ্বীনের কোন কিছু শিক্ষা করার ইচ্ছাও যদি কেউ করেন তবে তা শিক্ষা করা, অর্জন করা এখন এক প্রকার অসম্ভবই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লহ তাআ'লা তাঁর অশেষ মেহেরবানীর দ্বারা সব দিক থেকে আমাদেরকে হিফাজাত করুন এবং দ্বীনের মেহেনতকে, দ্বীনের ছোট বড় যাবতীয় জিনিস শিখা, শিখানো ও আ'মাল করাকে আমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে দিন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

প্রথম অধ্যায়

১। দরূদে ইব্রাহীম ঃ

(١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

দুআ' বা মুনাজাতের শুরুতে দরূদে ইব্রাহীম যা নামাজের মধ্যে পড়া হয় একবার পাঠ করে তারপর দুআ' বা মুনাজাত শুরু করা অতি উত্তম।

২। দরূদে নাজিয়া ঃ

দরূদে নাজিয়া ঃ ইচ্ছা করলে দুআ'র শুরুতেও পড়া যায় অথবা পরেও পড়া যায়।

(٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! পূর্ণ রহমত দান করুন আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লামের উপর, এমন দরূদ ও ছালাম, এমন রহমত ও শান্তি প্রেরণ করুন যা আমাদেরকে রক্ষা করবে যাবতীয় মুছিবত ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে এবং যা মিটিয়ে দিবে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনকে এবং যা পবিত্র করে দিবে সমস্ত গুনাহ থেকে এবং

আমাদেরকে উঁচু মর্যাদা দান করবে আপনার নৈকট্য লাভ করতে এবং যা আমাদেরকে পৌঁছে দিবে উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমূহ কল্যাণ সহকারে ইহজীবনে এবং মৃত্যুর পরেও। নিশ্চয় আপনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।"

৩। কতিপয় আয়াতের উল্লেখ পূর্বক দুআ' শুরু করা ঃ

(٣) يَآ اَللّٰهُ اَنْتَ حَقٌّ، وَ قَوْلُكَ حَقٌّ، اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ، عَلٰى لِسَانِ حَبِيْبِكَ الْمُرْسَلِ، اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○ يَآ اَللّٰهُ اَنْتَ حَقٌّ، وَ قَوْلُكَ حَقٌّ، اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ، عَلٰى لِسَانِ حَبِيْبِكَ الْمُرْسَلِ، وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○ يَآ اَللّٰهُ اَنْتَ حَقٌّ، وَ قَوْلُكَ حَقٌّ، اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ، عَلٰى لِسَانِ حَبِيْبِكَ الْمُرْسَلِ، نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَ اَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ○ يَآ اَللّٰهُ اَنْتَ حَقٌّ، وَ قَوْلُكَ حَقٌّ، اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ، عَلٰى لِسَانِ حَبِيْبِكَ الْمُرْسَلِ، لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

جَمِيْعًا ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○ وَ اِنَّكَ قُلْتَ، مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اٰمَنْتُمْ ۖ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○ وَ اِنَّكَ قُلْتَ، وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ○

অর্থাৎ হে আল্লহ! আপনি হক্ক, আপনি সত্য এবং আপনার কথাও সত্য, নিশ্চয় আপনি আপনার যে কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে বলেছেন আপনার হাবীবের মুখে, বন্ধুর মুখে যিনি প্রেরিত হয়েছেনঃ "আমাকে ডাক,আমার নিকট দুআ' কর আমি তোমাদের দুআ' কবুল করব, মঞ্জুর করব।" (ছুরা মু'মিনঃ আয়াত ৬০, পারা ২৪) "নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খিলাফ করেন না।" "আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে অতঃপর (তখন আপনি আমার বান্দাগণকে বলে দিন) আমি তো (বান্দার) নিকটেই আছি; দুআ' করনেওয়ালার দুআ' (অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা, আবেদনকারীর আবেদন) আমি কবুল করে থাকি, মঞ্জুর করে থাকি, যখন তারা আমাকে ডাকে, আমার নিকট দুআ' করে। তাদেরও উচিত যে, আমার হুকুম, আমার বিধানগুলো মেনে নেয়া আর আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, আশা করা যায় যে, তারা হিদায়াত লাভ করতে পারবে। (সুপথ লাভ করতে পারবে।)" (ছুরা বাকারাঃ আয়াত ১৮৬, পারা ২) "হে রছূল! আপনি আমার বান্দাগণকে সংবাদ দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালুও। আর এটাও যে আমার আযাব (আমার শাস্তি) সেটাও বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও বটে।" (ছুরা হিজরঃ আয়াত ৪৯-৫০,পারা ১৪) "তোমরা আল্লহ্ তাআ'লার রহমত থেকে নিরাশ হওনা; নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি বড়ই দাতা ও বড়ই দয়ালু।" (ছুরা যুমারঃ আয়াত ৫৩, পারা ২৪) "নিশ্চয় আপনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।" "আল্লহ তাআ'লা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কি করবেন? যদি তোমরা (তাঁর) শুকর গুজারী কর এবং ঈমান আনয়ন কর এবং আল্লহ তাআ'লা অত্যন্ত গুণগ্রাহী মহাজ্ঞানী।" (ছূরা নিছাঃ আয়াত ১৪৭, পারা ৫) "আর আল্লহ তাআ'লার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ রয়েছে; অতএব তোমরা সেই নাম সমূহ দ্বারা তাঁকে ডাক (আহ্বান কর, অর্থাৎ তার নিকট দুআ' কর।)" (ছূরা আরাফঃ আয়াত ১৮০, পারা ৯)

৪। আছমাউল হুছনা যা পাঠ করে সাহাবাগণ (রাঃ) সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিলেন ঃ

(٤) يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ، يَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ، يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ، يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنِ، يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ، يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيْمُ، يَا حَلِيْمُ، يَا كَرِيْمُ ○

অর্থাৎ "হে আদি, হে অন্ত, হে মজবুত শক্তিধর, হে অভাবীদের উপর দয়াবান, হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু, হে বিরাট ও মহান, হে মর্যাদাশীল, হে পরম ধৈর্যশীল, হে পরম দয়ালু।" এই আছমাউল হুছনার মধ্যে শেষের চারটি কালিমা, আছমাউল হুছনা (আল্লহ তাআ'লার উত্তম নাম) পাঠ করে হযরত আ'লা হাদরবী রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু এক জিহাদে সাহাবায়ে কেরামগণের এক বিরাট বাহিনী (প্রায় দশ হাজার লোকের জমাত) নিয়ে পনের হিজরীতে পানির উপর দিয়ে পারস্য উপসাগর পার হয়ে গিয়েছিলেন অথচ তাঁদের ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরও পানিতে ভিজেনি। উপসাগরের যে স্থান দিয়ে পার হয়ে ছিলেন তার চওড়াই ছিল নৌযানে পূর্ণ এক দিন ও এক রাত্রের রাস্তা (অর্থাৎ প্রায় ৩৬ (ছত্রিশ) মাইল চওড়া) উপসাগর পার হওয়ার পূর্বে এই একই কালিমাগুলো পাঠ করে তিনি আছমান থেকে মরু প্রান্তরে বৃষ্টি নামিয়ে ছিলেন এবং ঐ পানির দ্বারা পুরা জমাতের এবং সকল জানোয়ারের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করেন। (হায়াতুস সাহাবা)

এক হাদীছে বর্ণিত আছে, আল্লহ তাআ'লার পক্ষ হতে একজন ফেরেস্তা নির্ধারিত আছেন যখন কোন ব্যক্তি তিনবার يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ বলে (হে সকল দয়াশীলদের চেয়ে বড় দয়াশীল) তখন উক্ত ফেরেস্তা সেই ব্যক্তিকে বলেনঃ নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় দয়াশীল তোমার প্রতি মনোযোগী আছেন, এখন তুমি যা ইচ্ছা তাই চাও (অর্থাৎ তোমার দুআ' অবশ্যই কবুল হবে।) অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, একবার হুযূর ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে ব্যক্তি ঐ সময় يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ বলে দুআ' করতে ছিলো, হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম এ শুনে বল্লেনঃ যা ইচ্ছা তুমি চাও তোমার প্রতি আল্লহ তাআ'লার রহমতের দৃষ্টি রয়েছে। (হিসনে হাসীন)

৫। শ্রেষ্ঠ প্রশংসা, শ্রেষ্ঠ দরূদ ও শ্রেষ্ঠ দুআ'ঃ

যে ব্যক্তি এ চায় যে সে আল্লহ তাআ'লার এমন এক প্রশংসা করুক হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর এমন এক দরূদ প্রেরণ করুক আর আল্লহ তাআ'লার নিকট এমন এক দুআ' বা প্রার্থনা করুক যা জমিন ও আসমানে আজ পর্যন্ত কেউ করেনি সে যেন এই কালিমা গুলো পাঠ করে। (অর্থাৎ যা কিনা একাধারে শ্রেষ্ঠ প্রশংসা, শ্রেষ্ঠ দরূদ ও শ্রেষ্ঠ দুআ' বা প্রার্থনা) দুআ' কবুলের জন্যে দুআ'র শুরুতে এ পড়া অধিক উপকারী।

(٥) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ وَافْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهٗ فَاِنَّكَ اَنْتَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা যেমন প্রশংসার আপনি মালিক বা যোগ্য, অতঃপর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পূর্ণ রহমত দান করুন যেমন রহমত দান করার জন্য আপনি উহার যোগ্য, আর সর্ব বিষয়ে আপনি আমাদের সাথে ঐ রূপ ব্যবহার করুন (দয়া ও সাহায্য করুন) যেমন আপনি উহার যোগ্য, অতঃপর নিশ্চয়ই আপনাকেই একমাত্র আমাদের ভয় করা উচিত এবং আপনিই একমাত্র গুনাহ সমূহ মাফ করনেওয়ালা।"

৬। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর শিখান প্রশংসাঃ

(٦) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ، وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهٗ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهٗ، وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهٗ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهٗ، وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ، نَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনারই সকল প্রশংসা, আপনারই জন্য সকল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, শুক্র, আপনারই সকল রাজত্ব, আপনারই সকল সৃষ্টি। আপনারই হাতে সমস্ত মঙ্গল, আপনারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।

আমরা আপনার নিকট সর্ব প্রকার মঙ্গল চাই এবং সর্বপ্রকার অমঙ্গল হতে আপনার নিকট পানাহ চাই, আল্লহ তাআ'লার নামে, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই।"

হযরত উবাই বিন কাআব রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু হযরত জিবরাঈল আ'লাইহিচ্ছালামকে এভাবে আল্লহ তাআ'লার প্রশংসা করতে শুনেছিলেন (হায়াতুস সাহাবা) যা দুআ' কবুলের জন্য দুআ'র শুরুতে পড়া অতি উত্তম।

৭। "আলিফ-লাম-মীম" সহকারে দুআ'ঃ

(٧) الٓمّٓ ○ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ، وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، يَآ اَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

অর্থাৎ "আলিফ, লা-ম, মী-ম। আল্লহ (তাআ'লা) তিনি ব্যতীত নেই কোন ইলাহ, নেই কোন মা'বুদ, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আর অপমাণিত হবে অনেক মুখমণ্ডল আল্লহ তাআ'লার সম্মুখে যিনি হাইউল কাইয়ূম। আর তোমাদের তিনিইতো একমাত্র মা'বুদ, তিনি একক, অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি অবিনশ্বর ও সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করেন, যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। অদ্বিতীয়, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি কাউকে জন্মদান করেননি। কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং কখনও কেউ তার সমকক্ষ হতে পারবে না।"

৮। মুর্খের ন্যায় দুআ' না করার দুআ'ঃ

(٨) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ، رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا، وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ

اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

অর্থাৎ "আমি আল্লহ তাআ'লার নিকট মুর্খের ন্যায় দু'আ করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোন মা'বুদ নেই একমাত্র আপনি ছাড়া, আপনি পূত ও পবিত্র, অবশ্য আমিই আমার আত্মার উপর অত্যাচারকারী। হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের যাবতীয় সৎকর্ম সমূহ কবুল করুন। অবশ্য আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন এবং আমাদের তওবাকে কবুল করুন, আপনিই একমাত্র বান্দার তওবা কবুলকারী ও পরমদয়ালু।"

৯। অগৃহীত দুআ' হতে আশ্রয়ের দুআ'ঃ

(٩) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমরা আপনার নিকট অনোপকারী জ্ঞান, নির্ভয় অন্তর, অতৃপ্ত আত্মা এবং অগৃহীত দু'আ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১০। ছিরতল মুস্তাকীম-এর দুআ'ঃ

(١٠) اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে সহজ সরল সঠিক পথ ছিরতল মুস্তাকীম প্রদর্শন করুন। ঐ সমস্ত লোকদের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কার দান করেছেন অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও ছলেহীন তাঁরা কতই না উত্তম সাথী, উত্তম বন্ধু।"

১১। হিদায়াত ও পরহেজগারী লাভ-এর দুআ' ঃ

(١١) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَ التُّقٰى وَ الْعَفَافَ وَ الْغِنٰى ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমরা নিশ্চয় আপনার নিকট হিদায়াত চাই, তাকওয়া চাই, (পরহেজগারী চাই, আমাদের অন্তরে আপনার ভয় চাই), জীবনের সমুদয় কৃত পাপের ক্ষমা চাই এবং প্রাচুর্য চাই। (অর্থাৎ অন্তরের ধনী হতে চাই কারণ ধনের দ্বারা কখনও মানুষের আকাংখা মিটে না যতক্ষণ মানুষের অন্তর ধনী না হয়, অন্তরের ধনীই আসল ধনী।)"

১২। হিদায়াত ও হিদায়াতের উছিলার দুআ' ঃ

(١٢) اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا وَ اهْدِ بِنَا وَاهْدِ النَّاسَ جَمِيْعًا وَّ اجْعَلْنَا سَبَبًا لِّمَنِ اهْتَدٰى ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাদের উছিলায় অন্যদেরকেও হিদায়াত দান করুন এবং গোটা মানব জাতিকে হিদায়াত দান করুন এবং যাদেরকে আপনি হিদায়াত দান করবেন তাদের হিদায়াতের জন্য আপনি আমাদেরকে জরিয়াহ বানান, উছিলা বানান, মাধ্যম বানান।"

১৩। পথভ্রষ্ট না হওয়ার দুআ'ঃ

(١٣) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْدِيِّيْنَ وَلَا ضَالِّيْنَ وَ لَا مُضِلِّيْنَ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাদেরকে হিদায়াত প্রাপ্তদের দলভুক্ত করুন এবং যে সমস্ত লোকের উছিলায় অন্য লোকও হিদায়াত প্রাপ্ত হয় আমাদেরকে সে সমস্ত লোকদের দলভুক্ত করুন এবং যারা স্বয়ং নিজেরা পথ ভ্রষ্ট এবং যাদের কারণে অন্যলোকও পথভ্রষ্ট হয় (হে দয়াময় মেহেরবাণী করে) আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত কখনও করবেন না।"

১৪। পছন্দানুরূপ কথা এবং কাজ করার দুআ' ঃ

(١٤) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ وَ الْعَمَلِ وَ النِّيَّةِ وَ الْهُدٰى اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাদেরকে তাওফীক দান করুন আপনার পছন্দানুরূপ কথা বলার, কাজ করার, আ'মাল করার, নিয়ত করার এবং আপনার পছন্দানুরূপ চাল চলন অবলম্বন করে চলার তাওফীক দান করুন। নিশ্চয় আপনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।"

১৫। ইসলামের জন্য (দ্বীনের জন্য) বক্ষ সম্প্রসারণের দুআ' ঃ

(١٥) اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ صُدُوْرَنَا لِلْاِسْلَامِ، وَ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَ زَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا، وَ كَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، وَ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، وَ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাদের বক্ষকে ইছলামের জন্য সম্প্রসারিত করে দিন এবং ঈমানের মত মহাদৌলতকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন এবং আমাদের অন্তরকে (ঈমানের দ্বারা) সুসজ্জিত করে দিন এবং আমাদের নিকট কুফর, পাপ ও নাফরমানীকে অপছন্দনীয়, ঘৃণীত করে দিন। হে আল্লহ! আমাদেরকে হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের দলভুক্ত করুন এবং যাদের কারণে অন্যেরাও হিদায়াত প্রাপ্ত হয় তাদের দলভুক্ত করুন এবং আমাদেরকে পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদেরকে আপনার নেক বান্দাদের দলভুক্ত করুন এবং ঐ সমস্ত লোকদের দলভুক্ত করুন আখিরতে যাদের কোন ভয় ভীতি নেই এবং যারা চিন্তিতও হবে না।"

১৬। সমগ্র দুনিয়া সফর করার দুআ'ঃ

(١٦) اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْنَا فِىْ سَبِيْلِكَ اِلٰى مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا دَآئِمًا اَبَدًا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে আপনার রাস্তায় জমিনের তথা ভূপৃষ্ঠের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল সময়ে বের করুন অর্থাৎ সফর করার, মেহেনত করার তাওফীক দান করুন।"

১৭। সকল কাজের পরিণাম শুভ হওয়ার দুআ'ঃ

(١٧) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাদের সকল কাজের পরিণতি শুভ করুন এবং আমাদেরকে ইহজগতে লজ্জা ও অপমান এবং আখিরতের আযাব হতে রক্ষা করুন।"

১৮। কৃত ও অকৃত কার্যাদির অমঙ্গল হতে রক্ষা পাওয়ার দুআ'ঃ

(١٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْلَمْ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমি আমার কৃত ও অকৃত কার্যাদির অমঙ্গল এবং আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বিষয়াদির অমঙ্গল হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১৯। যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণ-এর দুআ'ঃ

(١٩) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرٍ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَ اٰجِلِهٖ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَ مَا لَمْ نَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَ اٰجِلِهٖ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! নিশ্চয় আমরা যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণ যা দ্রুত আগন্তুক (অর্থাৎ দুনিয়ার) এবং যা বিলম্বে আগমনকারী (অর্থাৎ আখিরতের) যা আমরা জানি আর না জানি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। হে আল্লহ! নিশ্চয় আমরা যাবতীয় অমঙ্গল ও অকল্যাণ যা দ্রুত এবং বিলম্বে আগমনকারী আমাদের জানা আর অজানা তার থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

২০। জান্নাতের এবং যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে তার দুআ' ঃ

(٢٠) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ ০

অর্থাৎ "হে আল্লহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট জান্নাত চাই এবং উহাও চাই যা আমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয় অর্থাৎ যে কথার দ্বারা অথবা যে কাজের দ্বারা। হে আল্লহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে, দোজখ থেকে আশ্রয় ভিক্ষা চাই এবং উহা থেকেও আপনার আশ্রয় ভিক্ষা চাই যা আমাদেরকে জাহান্নামের, দোজখের নিকটবর্তী করে দেয় চাই কথার দ্বারা অথবা কাজের দ্বারা হোক।"

এক হাদীছে বর্ণিত আছে যখন কোন ব্যক্তি তিন বার আল্লহ তাআ'লার নিকট জান্নাত কামনা করে তখন জান্নাত বলেঃ হে আল্লহ! এ ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করে দিন এবং যখন কোন ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম হতে নাজাত চায় তখন জান্নাহাম বলেঃ হে আল্লহ আপনি এ ব্যক্তিকে জাহান্নাম হতে নাজাত দান করুন। (হিসনে হাসীন)

২১। নিয়তির অমঙ্গল ও শত্রুর উপহাস হতে বাঁচার দুআ'ঃ

(٢١) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاۤءِ وَ دَرْكِ الشَّقَاۤءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاۤءِ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاۤءِ ০

অর্থাৎ "হে আল্লহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, দুর্ভোগের আক্রমণ, নিয়তির অমঙ্গল ও বিপদে শত্রুদের উপহাস হতে।"

২২। ঘৃণিত স্বভাব হতে আশ্রয়-এর দুআ' ঃ

(٢٢) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَ الْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاۤءِ وَ الْاَدْوَاۤءِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الْعَدُوِّ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاۤءِ ০

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ঘৃণিত স্বভাব এবং অবাঞ্ছিত আচরণ হতে আর আমাদেরকে রক্ষা করুন কুপ্রবৃত্তির তাড়না এবং দৈহিক রুগ্নতা হতে এবং আপনার নিকট আরও আশ্রয় চাচ্ছি ঋণের গুরুভার, শত্রুর দুর্দম অপপ্রভাব ও উপহাস হতে।"

২৩। দৈহিক সুস্থতা, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দুআ'ঃ

(٢٣) اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ الصِّحَّةَ وَ السَّلَامَةَ وَ الْعَافِيَةَ عَلَيْنَا وَعَلٰى عَبِيْدِكَ الْحُجَّاجِ وَ الْغُزَاةِ وَ الْمُسَافِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ০

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে দৈহিক সুস্থতা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন এবং দ্বীন ও দুনিয়ার এবং আখিরতের চিরশান্তি দান করুন এবং উপরোক্ত সমূহ মঙ্গল ও কল্যাণ আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে যারা হজ্ব ক্রিয়া সমাপনকারী, গাজীগণ এবং আপনার রাস্তায় আপনার যে সমস্ত বান্দাগণ সফর ও মেহনত করতে থাকবেন কিয়ামত দিবস আগমন পর্যন্ত তাদের সকলের জন্য জারি রাখুন।"

২৪। আল্লহ তাআ'লার রাস্তায় শাহাদৎ বরণের দুআ'ঃ

(٢٤) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَ ارْزُقْنَا مَوْتًا فِىْ بِلَادِ حَبِيْبِكَ ০

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে আপনার রাস্তায় শাহাদাত দান করুন এবং আপনার হাবীব ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের শহরে মৃত্যু দান করুন।"

২৫। হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছল্লাম কৃত যাবতীয় দুআ'য় অংশ লাভ। (সারগর্ভ দুআ')

হযরত আবু উমামা রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ হুযূর ছল্লালহু আ'লাইহিওয়া ছাল্লাম আমাদেরকে অনেক দুআ' বলেছিলেন, যা আমরা স্মরণ রাখতে পারি নি। সে মতে একদিন আমরা আরয করলামঃ ইয়া রছূলাল্লহ! আপনি আমাদেরকে অনেক দুআ' শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা সেগুলো মনে রাখতে পারিনি। (আমরা আল্লহ তাআ'লার কাছে সে সব দুআ' করতে চাই অতএব আমরা কি করব?) রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি দুআ' বলে দিচ্ছি। এতে সব দুআ' এসে যাবে। তোমরা আল্লহ তাআ'লা দরবারে এ ভাবে দুআ' কর–

(২৫) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ (وَ حَبِيْبُكَ سَيِّدُنَا) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ (وَ حَبِيْبُكَ سَيِّدُنَا) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমরা আপনার নিকট ঐ সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করছি যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ আপনার নবী, আপনার হাবীব, আমাদের সরদার মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম আপনার নিকট চেয়েছেন এবং ঐসব অমঙ্গল থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই যে সব অমঙ্গল থেকে আপনার নবী, আপনার হাবীব, আমাদের সরদার মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম আপনার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। আর আপনারই নিকট সাহায্য চাওয়া হচ্ছে, আপনিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছা আপনারই কৃপার উপর নির্ভরশীল। কোন লক্ষ্য অর্জনের শক্তি মহান আল্লহ তাআ'লার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে।" (তিরমিযী শরীফ, মাআ'রেফ)

আল্লহ্ তাআ'লা বলেনঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

অর্থাৎ "মুমিনগণ, তোমরা রছূলের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।" রছূলে করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি আমার কবরের কাছে দরূদ পাঠ করে, আমি তার সে দরূদ নিজে শুনি। আর যে দূরে অবস্থান করে দরূদ পাঠ করে তার দরূদ আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, অর্থাৎ ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। (শো'আবুল ঈমান, নাসায়ী, মুসনাদে দারেমী, আবু দাউদ, যাদুস সায়ীদ)

জুমুআর খুতবায় রছূলে আকরম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম এর নাম মুবারক এলে অথবা খতীব يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. আয়াতখানি পাঠ করলে শ্রোতারা মনে মনে জিহ্বা না নাড়িয়ে ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলে নেবেন। -(দুররে মুখতার)

দুররে মুখতার গ্রন্থে আছে, দরূদ পড়ার সময় অঙ্গ নাড়াচাড়া করা ও উচ্চশব্দে বলা মুর্খতা । এ থেকে জানা গেল যে, কোন কোন জায়গায় নামাযের পর অনেক লোক বৃত্তাকারে বসে চিৎকার করে যে দরূদ শরীফ পাঠ করে তা অসমীচীন। রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম এর পবিত্র নাম লেখার সময় দরূদ ও ছালাম লিখবে। অর্থাৎ "ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম" পূর্ণ লিখবে সংক্ষেপে নয়। তাঁর নামের পূর্বে সাইয়্যেদুনা শব্দটি সংযুক্ত করা মুস্তাহাব ও উত্তম (দুররে মুখতার) একই মজলিসে কয়েকবার রছূলে করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উচ্চারিত হলে ইমাম তাহাভীর মতে প্রত্যেক বার উচ্চারণকারী ও শ্রোতাদের উপর দরূদ পড়া ওয়াজিব। কিন্তু ফতওয়া এই যে, একবার পড়া ওয়াজিব এবং বেশী পড়া মুস্তাহাব।

২৬। দ্বীনের সাহায্যকারীর জন্য দুআ' ঃ

(২৬) اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! যারা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লামের দ্বীনকে সাহায্য করে তাদেরকে আপনি সাহায্য করুন এবং আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন। আর অপদস্ত করুন ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দ্বীনকে অবমাননা করে। হে আল্লহ! আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করবেন না।"

২৭। ভুলের পর ক্ষমা চাওয়ার দুআ' ঃ

(২৭) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি, এখন যদি আপনি ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন তবে অবশ্য আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

২৮। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল-এর দুআ' ঃ

(٢٨) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থাৎ "হে আমাদের রব! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতেও মঙ্গল দান করুন এবং আখিরতেও মঙ্গল দান করুন। আর আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে বাঁচান।"

২৯। ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ মার্জনার দুআ' ঃ

(٢٩) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

অর্থাৎ "আয় আল্লহ! আমাদের ভুল ত্রুটি ধরবেন না। আয় আল্লহ! আমাদের উপর জারী করবেন না কোন কঠোর আইন পূর্ববর্তী উম্মতগনের ন্যায়। আয় আল্লহ! আমাদের শক্তির বাইরে কোন হুকুমজারী করবেন না এবং আমাদের অন্যায় ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের ত্রুটি মার্জনা করে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়ার নজর দান করুন; আপনিই আমাদের এক মাত্র মালিক অতএব আপনি আমাদিগকে কাফিরদের মোকাবিলায় জয়ী করুন।"

৩০। হিদায়াতের পর পুনরায় দিল বাঁকা না হওয়ার দুআ'ঃ

(٣٠) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

অর্থাৎ "হে দয়াময়! আমাদেরকে একবার হিদায়াত দান করার পর, সহজ সরল সঠিক পথ দান করার পর, পুনরায় আমাদের দিলকে বাঁকা করে দিবেন না। আমাদের থেকে হিদায়াত, সহজ সরল সঠিক পথ কেড়ে নিবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন, নিশ্চয় আপনিই একমাত্র সবকিছু দান করনেওয়ালা।"

৩১। পরিবার পরিজন দ্বীনদার হওয়ার দুআ'ঃ

(٣١) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

অর্থাৎ "হে আমাদের রব! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদেরকে আমাদের চক্ষুর শীতলতার উপকরণ, আমাদের চক্ষুর শান্তির উপকরণ বানিয়ে দিন এবং আমাদেরকে মুত্তাকি পরহেজগার লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।"

৩২। হিসাবের দিন সকলকে ক্ষমা করার দুআ'ঃ

(٣٢) رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ - رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○

অর্থাৎ "আয় আল্লহ! আপনি আমাকে পাকা নামাযীদের দলভুক্ত করুন এবং আমার বংশধরগণকেও। আয় আল্লহ! আমার দুআ' ক্বুবুল করুন। হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে হিসাব নিকাশের দিন ক্ষমা করে দিন।"

৩৩। ঈমানের সাথে মৃত্যুর দুআ' ঃ

(٣٣) فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○

অর্থাৎ " হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! আপনি আমার একমাত্র সহায় দুনিয়া ও আখিরতে। আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুদান করবেন এবং মিলিত করে রাখবেন নেক লোকদের সাথে।"

৩৪। মাতা-পিতার জন্য রহমতের দুআ':

(٣٤) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ۝

অর্থাৎ "হে রব! আমার মাতা পিতার উপর ঐরূপ দয়া করুন, করুণা করুন যে রূপ তাঁরা আমাকে ছেলে বেলায় দয়া ও মায়া মমতার সাথে লালন পালন করেছিলেন।"

৩৫। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ হতে বাঁচার দুআ':

(٣٥) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের অন্তরের মধ্যে ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে কোন প্রকার হিংসা সৃষ্টি করে দিবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

৩৬। পূর্ণ নূরের জন্য দুআ':

(٣٦) رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পূর্ণ নূর দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।"

৩৭। আল্লহওয়ালাদের খাছ দুআ' : (খাছ মুনাজাত- ১)

(٣٧) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۝ الٓمّٓ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ، يَآ اَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ

وَ لَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ، يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ، رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَنْ مَّا تَعْلَمُ، اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا، اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَ نَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ، لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ بِنَا فَكُنْ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَ اهْدِنَا اِلٰى سَوَآءِ السَّبِيْلِ، اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ، وَ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّ ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَ حُبَّ رَسُوْلِكَ وَ حُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنَا حُبُّهٗ عِنْدَكَ، يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ، نَسْتَغْفِرُكَ رَبَّنَا وَ نَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ وَ اَصْلِحْ لَنَا شَاْنَنَا كُلَّهٗ وَ لَا تَكِلْنَآ اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنَا

اِلٰى اَنْفُسِنَا تَكِلْنَا اِلٰى ضُعْفٍ وَّ عَوْرَةٍ وَّ ذَنْبٍ وَّ خَطِيْئَةٍ، اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَّ اَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ ○

অর্থাৎ "আল্লহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আলিফ, লা-ম, মী-ম। আল্লহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই যিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। আর অপমানিত হবে অনেক মুখমণ্ডল আল্লহ তাআ'লার সম্মুখে যিনি হাইউল কাইয়ূম। আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আপনি পবিত্র, আমি অবশ্যই অত্যাচারীদের মধ্যে একজন। হে একক, অদ্বিতীয়! যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি কাউকে জন্ম দান করেননি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং কেউ কখনও তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না। হে সবচেয়ে বড় দয়ালু! আমরা আমাদের নফছের উপর, আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর দয়া না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ মাফ করুণ এবং আমাদের তওবা কবুল করুন অবশ্য আপনি তওবা কবুলকারী এবং দয়ালু। হে রব! ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন এবং আপনার জানা মত যত গুনাহ রয়েছে সব মাফ করে দিন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী। হে আল্লহ! অবশ্য আপনি দয়ালু এবং ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন তাই আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লহ! আপনিই মানুষের দিলকে ফিরানেওয়ালা আপনি আমাদের দিলকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন। হে দিল পরিবর্তনকারী! আপনি আমাদের দিলকে আপনার দ্বীনের উপর চলার জন্য স্থির করে দিন, দৃঢ় করে দিন। হে আল্লহ! আমাদেরকে হক্বকে হক্ব বুঝার, সত্যকে সত্য বুঝার, তাওফীক দান করুন। (অর্থাৎ দ্বীনের ছহীহ্ ছমজ, বুঝ দান করুন। দ্বীনের খাঁটি এবং সত্য বুঝ দান করুন।) এবং ঐ হক্বের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন এবং বাতিলকে বাতিল বুঝার তাওফীক দান করুন (অর্থাৎ মিথ্যাকে যা দ্বীন নয় তাকে মিথ্যা বুঝার তাওফীক দান করুন) এবং ঐ বাতিল থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। হে আল্লহ! আপনার ভালবাসা দান করুন এবং আপনার রছূলের ভালবাসা দান কারুন এবং ঐ সমস্ত লোকের ভালবাসা দান করুন যাদের ভালবাসা আপনার নিকট আমাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেয়। হে আল্লহ! হে চিরঞ্জীব, হে সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণকারী, আপনার রহমতের দয়ার উছিলায় বিপদে নিরূপায় হয়ে আপনার নিকট সাহায্য চাচ্ছি। আপনার

নিকট গুনাহ মাফ চাচ্ছি এবং আপনার নিকট তওবা করছি আমাদের সবকিছুর সংশোধন করে দিন, মুহূর্তের তরেও আপনি আমাদেরকে আমাদের উপর ছেড়ে দিবেন না আর যদি আপনি আমাদেরকে আমাদের উপর চোখের পলকের তরেও ছেড়ে দেন, তাহলে আমরা বড় দুর্বলতার মধ্যে, গুনাহের মধ্যে, ভুলভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়ে যাবো। হে আল্লহ! কোন কিছুই সহজ হয় না যতক্ষণ আপনি উহাকে সহজ না করেন এবং আপনি কঠিনকেও ইচ্ছা করলে সহজ করে দিতে পারেন।"

৩৮। আল্লহওয়ালাদের খাছ দুআ' ঃ (খাছ মুনাজাত-২)

এ দুআ' ছলাতুল হাজতের মূল দুআ'; ছলাতুল হাজতের নামাজ পড়ে এই দুআ' করতে হয়, তারপর নিজের মাকছুদের জন্য দুআ' করা। তা ছাড়াও যে কোন সময়ে দুআ' কবুলের জন্য দুআ'র সময় বা মুনাজাতের সময় এই দুআ' পাঠ করে দুআ' বা মুনাজাত করার অভ্যাস করা।

(٣٨) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ الْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَ لَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَ لَا كَرْبًا اِلَّا نَفَّسْتَهٗ وَ لَا ضَرًّا اِلَّا كَشَفْتَهٗ وَ لَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَ لَا مَرِيْضًا اِلَّا شَفَيْتَهٗ وَ عَا فَيْتَهٗ وَ لَا فَقِيْرًا اِلَّا اَغْنَيْتَهٗ وَ لَا مُسَافِرًا اِلَّا بَلَّغْتَهٗ وَ سَلَّمْتَهٗ وَ لَا ضَالًّا اِلَّا هَدَيْتَهٗ وَ لَا حَاجَةً مِّنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ○

অর্থাৎ "আল্লহ তাআ'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, যিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দানশীল। সকল পবিত্রতা আল্লহ তাআ'লার জন্য যিনি মহান আরশের অধিপতি। যাবতীয় প্রশংসা এক মাত্র আল্লহ তাআ'লার জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। হে খোদা! আমরা আপনার নিকট রহমতের উপকরণের জন্য প্রার্থনা করছি আর আপনার মাগফিরাত যেন দৃঢ় ও মজবুত হয় এবং প্রত্যেক পাপ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আবেদন করছি। আর প্রত্যেকটা নেক কাজে নেয়ামতের আর সর্বপ্রকার নাফরমানী থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি। হে খোদা! আমাদের কোন গুনাহ্ই বিনা ক্ষমায় ছেড়ে দিবেন না। আর আপনি ছাড়া আর কেউ চিন্তা ভাবনা বিদূরিত করতে পারে না, কষ্ট বিদূরিত করতে পারে না, ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে না, ঋণ পরিশোধ করতে পারে না, রোগ নিরাময় করতে পারে না, ফকিরকে ধনী করতে পারে না, মুছাফিরকে তার গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পৌঁছাতে পারে না, পথভ্রষ্টকে হিদায়াত দিতে পারে না, পথের সন্ধান দিতে পারে না। আর আমাদের এমন কোন হাজত, এমন কোন প্রয়োজন যা মর্জি মোতাবেক হয়ে থাকে তা পূর্ণ করা ব্যতিরেকে রেখে দিবেন না। হে রহমানুর রহীম।"

৩৯। আল্লহওয়ালাদের খাছ দুআ' ঃ (খাছ মুনাজাত- ৩)

(٣٩) اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنَا وَ فِىْ اَنْفُسِنَا لَكَ رَبِّ فَذَلِّلْنَا وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنَا وَ مِنْ سَيِّئِ الْاَخْلَاقِ فَجَنِّبْنَا وَ عَلٰى صَالِحِ الْاَخْلَاقِ فَقَوِّمْنَا وَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ فَثَبِّتْنَا وَ عَلَى الْاَعْدَآءِ اَعْدَآئِكَ اَعْدَآءِ الْاِسْلَامِ فَانْصُرْنَا اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا وَ لَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ امْكُرْلَنَا وَ لَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا ۝ اَللّٰهُمَّ انْصُرِ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ فِىْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ط اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ فِى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ط اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ اَبَدًا مَّا

اَبْقَيْتَنَا ط اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ط اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا وَ اَوْلَادَنَا وَاَحْبَابَنَا وَاَقَارِبَنَا وَجَمِيْعَ الْمُبَلِّغِيْنَ وَالْمُعَلِّمِيْنَ وَالْمُتَعَلِّمِيْنَ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَجَنِّبْنَا الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ وَاَيْنَ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ كَانَ وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَهْلِهٖ ط رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

"হে আল্লহ! আপনার নিকট আমাদেরকে প্রিয় করে নিন এবং আপনার রাজি খুশীর জন্য আমাদের নজরে, আমাদের চক্ষে আমাদেরকে ছোট দেখার তাওফীক দান করুন এবং মানুষের নজরে মানুষের চক্ষে আমাদেরকে বড় করুন। আমাদের কু অভ্যাস থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং আমাদেরকে ভাল অভ্যাসের উপর শক্তিশালী করুন এবং আমাদেরকে ছিরতল মুস্তাকীমের উপর, সহজ সরল সঠিক পথের উপর দৃঢ় রাখুন, সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। যারা আমাদের শত্রু, আপনার শত্রু, ইছলামের শত্রু তাদের সকলের উপর, সকলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন, বিজয় দান করুন। হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদের প্রতিপক্ষকে সাহায্য করবেন না। হে আল্লহ! আপনি সারা বিশ্বে ইছলাম ও মুছলামানদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লহ! আপনি আরব ও আযমে (অনারবে) ইছলাম ও মুছলমানদের ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি করে দিন। হে আল্লহ! আমাদেরকে আজীবন যাবতীয় গুনাহ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন। হে আল্লহ! আমাদেরকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে যাবতীয় নিলর্জ্জ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে, আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে, আমাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে এবং সমস্ত মুবাল্লীগীনকে (অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করনেওয়ালাদেরকে) ওস্তাদগণকে, ছাত্রগণকে, সমস্ত প্রকাশ্যে ও গোপনে ফাহেশা বা নির্লজ্জ কাজ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে যাবতীয় হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখুন চাহে ঐ হারাম যে অবস্থায় হোক না কেন, যে স্থানে হোক না কেন, যার কাছে হোক না

কেন এবং আপনি ঐ সব হারাম থেকে বাঁচার সুন্দর ব্যবস্থা করে দিন আমাদের মধ্যে এবং ঐ হারামওয়ালাদের মধ্যে। হে আল্লহ! আমাদের গুনাহখাতাকে, ভুল ভ্রান্তিকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের কাজের ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে কাফিরদের মোকাবিলায় দৃঢ় পদ রাখুন এবং সাহায্য করুন।"

৪০। আল্লহ ওয়ালাদের উম্মতের জন্য কতিপয় খাছ দুআ':

(খাছ মুনাজাত-৪)

(٤٠) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ انْصُرْ اُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِاُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنْ اُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ اُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اهْدِ اُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ، اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْهُمْ مَرَاشِدَ اُمُوْرِهِمْ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُمْ دُعَاةً اِلَيْكَ وَاِلٰى رَسُوْلِكَ. اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ ، اَللّٰهُمَّ اَوْزِعْهُمْ اَنْ يَشْكُرُوْا نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَاَنْ

يُوْفُوْا بِعَهْدِكَ الَّذِىْ عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ انْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اِلٰهَ الْحَقِّ، اٰمِيْنَ ٥

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মতগণকে ক্ষমা করে দিন, রহম করুন, দয়া করুন, সাহায্য করুন, বিজয় দান করুন, ইছলাহ্ করে দিন সংশোধন করে দিন, তাদের অভাব অনটন বিদূরিত করে দিন, হে আল্লহ! আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মতগণের যাবতীয় ভুল ভ্রান্তির গুনাহসমূহ মাফ করে দিন। হে আল্লহ! আপনি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মতকে হিদায়াত দান করুন। হে আল্লহ! আপনি তাঁদেরকে ক্বুরআন ও হিকমাত, কৌশল শিক্ষা দান করুন। হে আল্লহ! আপনি তাঁদেরকে হিদায়াতের মেহেনতের বিষয়ে (অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহেনতের বিষয়ে) ইল্‌হাম্ (অর্থাৎ সরাসরি খোদা প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান) দান করুন। হে আল্লহ! আপনি তাঁদেরকে আপনার ও আপনার রছূলের দিকে (অর্থাৎ দ্বীনের দিকে, ইছলামের দিকে) দাওয়াত দেনেওয়ালা (আহ্বানকারী) বানিয়ে দিন। হে আল্লহ! আপনি তাদেরকে আপনার রছূলের পথে দৃঢ় পদ রাখুন। হে আল্লহ! আপনি তাঁদেরকে ঐ সমস্ত নিয়ামতের শুক্‌র করার তাওফীক দান করুন যা আপনি তাঁদের উপর দান করেছেন এবং তাদের থেকে যে ওয়াদা, যে অঙ্গীকার আপনি নিয়ে ছিলেন সে অঙ্গীকার যেন তাঁরা পূর্ণ করতে পারে তার তাওফীক তাঁদেরকে আপনি দান করুন। (অর্থাৎ আল্লহ তাআ'লার একত্ববাদ, আল্লহ তাআ'লাই যে সকলের রব, শুধু তাঁকেই মানতে হবে এ কথার ইয়াক্বিন বা দৃঢ় বিশ্বাস যেন গোটা মানব জাতির অন্তরের অন্তস্থলে বসে যায় তার জন্য যেরূপ চেষ্টা পরিশ্রম ও মেহনত হওয়ার দরকার, করার দরকার তা যেন উম্মত করতে পারে তার তাওফীক আপনি তাঁদেরকে দান করুন) হে আল্লহ! আপনি তাঁদের সাহায্য করুন আপনার ও তাঁদের শত্রুর মোকাবিলায়! ইয়া আল্লহ! আমীন!"

৪১। দ্বীন-দুনিয়ার হিফাজতের দুআ':

(٤١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَ دُنْيَاىَ وَ اَهْلِىْ وَ مَالِىْ ٥

অর্থাৎ "হে আল্লহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আমি আমার দ্বীন ও দুনিয়া, আমার পরিবার পরিজন ও বিষয় সম্পদের নিরাপত্তার জন্য আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

৪২। অধিক যিকির ও শুকরিয়ার দুআ'ঃ

(٤٢) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ ذَكَّارًا لَّكَ شَكَّارًا لَّكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَ اغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَ اَجِبْ دَعْوَتِىْ وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ وَ اهْدِ قَلْبِىْ وَ سَدِّدْ لِسَانِىْ وَ اسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِىْ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাকে এমন তাওফীক দান করুন যাতে আমি আপনার অশেষ স্মরণকারী, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ও অনুগত হতে পারি। এবং আপনারই নিকট বিনম্র হই এবং আপনারই নিকট দুঃখ প্রকাশ করতে শিখি। হে আমার প্রতিপালক! আমার তওবাকে আপনি কবুল করুন, আমার গোনাহ রাশি ধুয়ে মুছে দিন এবং আমার দুআ' কবুল করুন। আমার প্রমাণ (ঈমান) দৃঢ় করুণ, আমার অন্তরকে হিদায়াত করুন। আমার রসনাকে সঠিক রাখুন এবং আমার অন্তরের কলূষ কালিমাকে বিদূরীত করে দিন।"

৪৩। কুফরী, রিয়া ও ছূমা হতে বাঁচার দুআ'ঃ

(٤٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَ الْغَفْلَةِ وَ الذِّلَّةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفُسُوْقِ وَ الشِّقَاقِ وَ السُّمْعَةِ وَ الرِّيَاءِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَ الْبُكْمِ وَ الْجُزَامِ وَ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমি আপনার নিকট অন্তরের পাষণ্ডতা, গাফলাতী, অবমাননা ও অভাব অভিযোগ হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আমি কুফরী, ফাসেকী, সত্যের বিরুদ্ধাচারণ এবং লোক শুনানো ও লোক দেখানো হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি বধির, বাকশক্তিহীনতা, কুষ্ঠ ও অন্যান্য দূরারোগ্য ব্যাধি হতে।"

৪৪। নফছের ইছলাহের দুআ'ঃ

(٤٤) اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَ زَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَ مَوْلَاهَا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমার অন্তরে খোদা ভীতি প্রদান করুন, এবং উহাকে পবিত্র করে দিন আপনি উহার উত্তম পবিত্রকারী, উহার অবিভাবক ও প্রভু।"

৪৫। নেয়ামত অধিক হওয়ার দুআ'ঃ

(٤٥) اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ اَكْرِمْنَا وَ لَا تُهِنَّا وَ اَعْطِنَا وَ لَا تَحْرِمْنَا وَ اٰثِرْنَا وَ لَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে কম দিবেন না, অধিক মাত্রায় দিন। আমাদিগকে সম্মানিত করুণ, অসম্মানিত করবেন না। আমাদেরকে দান করুণ, আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না, আমাদেরকে অগ্রাধিকার দিন, আমাদের বিপক্ষে কাউকে অগ্রাধিকার দিবেন না।"

৪৬। অনাবিল শান্তির অপসারণ হতে আশ্রয় এর দুআ'ঃ

(٤٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমার প্রতি আপনার নেয়ামতের অবক্ষয়, অনাবিল শান্তির অপসারণ, শান্তির আকস্মিক আক্রমণ এবং সমস্ত অসন্তোষ হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

৪৭। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্যের দুআ':

(٤٧) رَبِّ اَعِنِّىْ وَ لَا تُعِنْ عَلَىَّ وَ انْصُرْنِىْ وَ لَا تَنْصُرْ عَلَىَّ وَ اهْدِنِىْ وَ يَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ ۝

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। আমার প্রতিপক্ষকে সাহায্য করবেন না। আমাকে সফলতা দান করুন, আমার প্রতিপক্ষকে দান করবেন না। আমাকে সত্য পথের পথিক করুন এবং সত্য পথকে আমার জন্য সহজ লভ্য করে দিন।"

৪৮। দিনের শুরুতে পঠিত দুআ':

(٤٨) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا الْيَوْمِ صَلَاحًا وَّ اَوْسَطَهٗ فَلَاحًا وَ اٰخِرَهٗ نَجَاحًا وَّ اَسْأَلُكَ خَيْرَىِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আজকের দিনের প্রথম অংশকে পূণ্যের, মধ্য অংশকে সাফল্যের এবং শেষ অংশকে পরকালের মুক্তির অসীলা করে দিন। হে পরম দয়ালু! আপনার নিকট আমি দুনিয়া ও আখিরতের মঙ্গল কামনা করছি।"

এ দুআ' নাস্তার পর দুনিয়ার কাজ কর্ম শুরু করার পূর্বে পড়তে হয়।

৪৯। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গুনাহ থেকে আশ্রয়-এর দুআ':

(٤٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَ مِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَ مِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَ مِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমার কর্নের গুনাহ আর আমার চক্ষের গুনাহ আর আমার জিহ্বার গুনাহ আর আমার অন্তরের গুনাহ এবং আমার মনি বা শুক্রের গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

৫০। অক্ষম বার্ধক্য হতে আশ্রয়-এর দুআ':

(٥٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমি আপনার নিকট অক্ষম বার্ধক্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

৫১। ঈমানের উপর অটল থাকা ও ধর্মীয় পরীক্ষায় নিপতিত না হওয়ার দুআ':

(٥١) اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَ مَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَارِنَا وَ قُوَّاتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا وَ اجْعَلْهَا الْوَارِثَ مِنَّا، وَ اجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا، وَ انْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَ لَاتَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا مَنْ لَّا يَخَافُكَ وَ لَا يَرْحَمُنَا ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করে দিন যা আমাদের ও পাপ কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে পারে এবং আমাদেরকে এমন আনুগত্য প্রদান করুন যা আমাদেরকে বেহেশ্তে পৌঁছে দেবার উপকরণ হয়। আর আমাদের অন্তরে এমন বিশ্বাস উদয় করে দিন যা আমাদের বাস্তব জীবনের অনিষ্টতা ও ক্ষতির প্রতিষেধক হতে পারে, আর আপনি যতদিন আমাদরকে জীবিত রাখবেন ততদিন আমাদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি অক্ষত রাখবেন যদ্বারা আমরা লাভবান হতে সমর্থ হই এবং এই মঙ্গলকে আমাদের পরেও জারী রাখবেন বংশধরের জন্য। অধিকন্তু যে আমাদের প্রতি অত্যাচার করবে আমাদের প্রতিশোধ আপনি তাদের ওপর গ্রহণ করুন, আর আমাদেরকে ধর্মীয় পরীক্ষায় নিপতিত করবেন না, এই পার্থিক জীবনকে আমাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করবেন না এবং সেটাকে জ্ঞানের শেষ পরিণতি করবেন না। ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদেরকে বিপদে নিক্ষেপ করবেন না, আমাদের পাপের কারণে আমাদের ওপরে এমন শাসক চাপিয়ে দিবেন না, যার অন্তরে আপনার ভয়ভীতি নেই এবং যে আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না।"

৫২। অপমৃত্যু ও যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার দুআ':

(٥٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَ التَّرَدِّىْ وَ مِنَ الْغَرْقِ وَ الْحَرْقِ وَ الْهَرَمِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ طَمَعٍ يَّهْدِىْ اِلٰى طَبْعٍ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমার মাথার ওপরে কিছু ধ্বসে পড়ার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে আমি ধ্বংস হয়ে যাই, অথবা পানিতে ডুবে অথবা আগুনে জ্বলে মৃত্যুবরণ করি এ থেকে এবং বার্ধক্য জনিত কষ্টের হাত হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় চাচ্ছি শয়তান যেন মৃত্যুর সময় আমাকে গোমরাহ না করে। আর আশ্রয় চাচ্ছি আমি যেন দংশিত হয়ে না মরি। আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি লোভ লালসা হতে যা' মানুষকে কুপ্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়।"

৫৩। মুনাফিকী ও রিয়া হতে বাঁচার দুআ':

(٥٣) اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَ عَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَ لِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَ عَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমার অন্তর আত্মাকে কপটতা হতে, আমার কার্যক্রম বা আচরণকে বাহ্যাড়ম্বর হতে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা হতে এবং আমার চক্ষুকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অসাধুতা হতে বিশোধিত ও বিমুক্ত করে দিন কেননা চক্ষু সমূহের চুরিকে আপনি জানেন এবং যা কিছু অন্তর গোপন করে তাও।"

৫৪। দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরত সুন্দর হওয়ার দুআ':

(٥٤) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ، وَ اَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ،

وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ، وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! ঠিক করে দিন, সুন্দর করে দিন, (দুরস্ত করে দিন) আমার দ্বীন যা কিনা আমার আসল সম্বল এবং সুন্দর করে দিন আমার দুনিয়া যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবিকা এবং সুন্দর করে দিন, দুরস্ত করে দিন আমার আখিরত যা আমার আসল ঠিকানা যেখানে আমাকে অনন্তকাল থাকতে হবে। আমার হায়াতকে, জীবনকে উপায় বানিয়ে দিন সব রকমের নেক আ'মাল বেশী বেশী করার এবং মৃত্যুকে উপায় বানিয়ে দিন সর্ব প্রকার কষ্ট (ক্ষতি, খারাবী) হতে শান্তি লাভের।"

৫৫। ছবর, শুক্র ও নিজেকে ছোট জানার দুআ':

(٥٥) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّ اجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাকে ছবর (ধৈর্য) দান করুন, আমাকে শুকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস) দান করুন, আমাকে আমার চক্ষে যেন ছোট জানি এবং অন্য লোকেরা যেন তাঁদের চক্ষে আমাকে বড় জানে।"

৫৬। কামেল ঈমানসহ গুরুত্বপূর্ণ ২৩টি বিষয়–এর দুআ':

(٥٦) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا، وَ قَلْبًا خَاشِعًا، وَ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَ عِلْمًا نَافِعًا، وَ عَمَلًا صَالِحًا مُّتَقَبَّلًا، وَ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا، وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا، وَ حَجًّا مَّبْرُوْرًا، وَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ، وَ اَوْلَادًا صَالِحًا، وَ صِحَّةً كَامِلَةً، وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ، وَ كَسْبًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا، وَ رِزْقًا

وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا، وَ تَوْبَةً نَّصُوْحًا وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ، وَ رَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، وَ مَغْفِرَةً وَّ نَجَاةً بَعْدَ الْمَوْتِ، وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ، يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমরা আপনার নিকট কামেল ঈমান চাই। সত্য বিশ্বাস চাই, ভীত অন্তর চাই, জিকিরে লিপ্ত রসনা চাই, উপকারী ই'লম (জ্ঞান) চাই এবং গ্রহণযোগ্য নেক আমল চাই এবং যাবতীয় গুনাহের মাফী চাই, যাবতীয় প্রশংসনীয় ছায়ী (দৌড়, প্রচেষ্টা, প্রতিযোগিতা) চাই, মাকবুল হজ্জ (গ্রহণযোগ্য হজ্জ) চাই, এমন ব্যবসা চাই (আখিরতের) যাতে ক্ষতির কোন লেশমাত্র নেই (অর্থাৎ এমন জীবন যাতে গুনাহের কোন লেশমাত্র নেই কেবল নেকী আর নেকী কারণ মানুষের ইহলৌকিক জীনবটাই হলো পারলৌকিক ব্যবসার জন্য), নেক সন্তান চাই, পূর্ণ সুস্থতা চাই এবং সকল প্রকার রোগ মুক্তি চাই এবং প্রচুর হালাল উপার্জন চাই এবং প্রচুর হালাল রিজিক চাই এবং খাঁটি তওবা চাই এবং মৃত্যুর পূর্বে খাঁটি তওবা করার তাওফীক চাই এবং মৃত্যুকালে আরামদায়ক মৃত্যু চাই, শান্তি চাই এবং মৃত্যুর পর নাজাত এবং মাগফিরাত চাই, ক্ষমা চাই, হিসেবের সময় ক্ষমা চাই এবং জান্নাতে প্রবেশের দ্বারা চরম সাফল্য চাই এবং দোজখ থেকে পরিত্রাণ চাই। হে মহান পরাক্রমশালী, হে মহান ক্ষমাশীল, হে সমস্ত জগতের প্রতিপালক!"

৫৭। কুনুতেনাযিলা (হিদায়াত, ক্ষমা ও কল্যাণের দুআ') ঃ

(৫৭) اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَ عَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَ تَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَ بَارِكْ لَنَا فِىْ مَآ اَعْطَيْتَ، وَ قِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، وَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ

تَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ لَنَا مَا قَضَيْتَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাদেরকে পথ দেখান, হেদায়াতের পথে পরিচালিত করুন তাঁদের মধ্যে যাদেরকে আপনি পথ দেখিয়েছেন, হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেছেন। আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন তাঁদের মধ্যে যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন; আমাদের কার্যনির্বাহ করে দিন তাঁদের মধ্যে যাদের আপনি কার্য নির্বাহ করে দিয়েছেন; আর আমাদেরকে বরকত দান করুন ঐ সব বস্তুর মধ্যে যা কিছু আপনি আমাদেরকে দান করেছেন; আর আমাদেরকে রক্ষা করুন সে সব বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা আপনি অবধারিত করে রেখেছেন (অর্থাৎ তাকদীরের অনিষ্ট হতে) কেননা আপনিই ফয়সালা করেন। আপনার বিরুদ্ধে কোন ফয়সালা করা যায় না। নিঃসন্দেহে আপনার বন্ধু লাঞ্ছিত হতে পারেনা এবং আপনার শত্রু সম্মানিত হতে পারে না। আপনি বরকত দান করে থাকেন, হে আমাদের পালন কর্তা, আপনি মহান ও সর্বোচ্চ। আমরা আপনার নিকট নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করে আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আর দরূদ ও ছালাম প্রেরণ করুন আমাদের সরদার মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাথী সঙ্গীদের উপর।"

৫৮। মাতা-পিতা ওস্তাদ ও সকলের জন্য দুআ'ঃ

(৫৮) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَ لِاُسْتَاذِنَا وَ لِشَيْخِنَا وَ لِمَشَائِخِنَا وَ لِاَحْبَابِنَا وَ لِاَزْوَاجِنَا وَ لِذُرِّيّٰتِنَا وَ لِمَنْ رَبَّنَا وَ لِمَنْ عَلَّمَنَا وَ لِمَنْ اَوْصٰنَا وَ لِمَنْ لَّهٗ حَقٌّ عَلَيْنَا وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاۤءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ اِنَّكَ

سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

"অর্থাৎ হে আল্লহ! আমাদেরকে মাফ করে দিন, আমাদের মাতা পিতাগণকে মাফ করে দিন, আমাদের ওস্তাদগণকে, আমাদের ওস্তাদের ওস্তাদগণকে, আমাদের বন্ধু বান্ধবগণকে, আমাদের বিবিদেরকে, সন্তান সন্ততিদেরকে, যারা আমাদেরকে লালন পালন করেছেন তাদেরকে, যারা আমাদেরকে কোন কিছু শিক্ষাদান করেছেন এবং যারা আমাদের নিকট দুআ'র আশা রাখেন এবং আমাদের ওপর যাদের হক রয়েছে, দাবী রয়েছে, সকল ঈমানদার পুরুষ এবং নারীদেরকে সকল মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীদেরকে তাদের মধ্যে যারা জীবিত রয়েছেন অথবা মৃত্যুবর' করেছেন সকলকে মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, নিকটবর্তী, দুআ' সমূহ কবুলকারী! ইয়া আরহামার রহিমীন!"

৫৯। ক্বুরআন খতম-এর দুআ':

(٥٩) اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَ اجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَ عَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَ ارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاۤءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاۤءَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থাৎ "আয় আল্লহ! কবরের নির্জনতায় আপনি আমার সঙ্গের সাথী। আপনি কবরের মধ্যে আমার সঙ্গে থেকে অন্ধকার, ভয়, নির্যাতন ইত্যাদি দুঃখ কষ্ট দূর করে দিয়ে তৎপরিবর্তে আমাকে আলো, শান্তি ও আরাম দান করবেন। হে আল্লহ! মহান ক্বুরআনের উছিলায় আমার প্রতি রহম করুন এবং মহান ক্বুরআনকে আমার জীবনের জন্য ইমাম বানিয়ে দিন এবং উহাকে আমার জন্য নূর (আলো), হিদায়ত ও রহমতের উছিলা বানিয়ে দিন। হে আল্লহ! আমি ক্বুরআন শরীফের কিছু ভুলে গেলে আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং যদি কোন জায়গা বুঝে না আসে তবে

বুঝিয়ে দিবেন এবং আমাকে দিবা রাত্র উহা তিলাওয়াত করার তাওফীক দান করুন এবং ক্বুরআনকে আমার জন্য (আখিরতে ঈমান, আ'মাল ও নাজাতের) দলীল, প্রমাণ বানিয়ে দিন। ইয়া রব্বাল আ'লামীন।" (এই দুআ' ক্বুরআন খতম-এর পর পড়তে হয়। তাছাড়াও রোজানা ক্বুরআন পাক তিলাওয়াত করার পরও সকলের নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করা উচিত।)

৬০। ফজরের নামাযে যাওয়ার সময় পঠিত দুআ':

(٦٠) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ قَبْرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا وَّ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ نُوْرًا وَّ عَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا وَّ عَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَّ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَ مِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَّ اعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَّ زِدْنِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনার নূরের দ্বারা নূরানী করে দিন (আলোকিত করে দিন) নূর সৃষ্টি করে দিন আমার অন্তরে, আমার কবরে, আমার শ্রবনে, আমার দৃষ্টিতে, আমার ধমনীতে, আমার গোস্তে, রক্তে, আমার প্রতি পশমে পশমে এবং আমার চামড়ায়, হে আল্লহ! নূর দান করুন আমার সামনে থেকে, ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে, আমার পিছন থেকে, আমার উপর থেকে, আমার নীচ থেকে। আয় আল্লহ! নূর দান করুন আমার জিহ্বায় (অর্থাৎ আমার বাক শক্তিতে, আমার কথায়), আমার আত্মায় (অর্থাৎ আমার জানের, প্রাণের ভিতরে, আমার মনের ভিতরে, আমার শ্বাস প্রশ্বাসে) আমার জন্য আমার নূরকে বড় করে দিন,

আমার জন্য নূর বৃদ্ধি করে দিন, আমার জন্য একটি বিশেষ নূর দান করুন, আমাকে নূরই নূর দান করুন। হে আল্লহ! আপনি আমাকে বিশেষ নূর দান করুন।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, নাসায়ী, মা'আরেফ)

এই দুআ' পুরুষেরা ফজরের নামাযে মসজিদে যাওয়ার সময় পড়বে এবং মেয়েরা ফজরের নামাযের সময় অজু করে ঘরে নামাযের স্থানে অর্থাৎ নামাযের মুসল্লাতে যাওয়ার সময় পড়বে। তা ছাড়াও দুআ' ও মুনাজাতের জন্য যে কোন সময়ে পড়া উত্তম।

৬১। ছাইয়েদুল ইছতিগফার ঃ

(٦١) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ، وَ اَنَا عَبْدُكَ، وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমার প্রতিপালক আপনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমাকে আপনিই সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনারই বান্দা। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের ওপর কায়েম রয়েছি। আমি যা কিছু করছি তার অপকারিতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি আমাকে যে সব নেয়ামত দান করেছেন, আমি তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি আমার সমুদয় গোনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ আমার গোনাহ সমূহ মাফ করতে পারবে না।" এ ইছতিগফার সকল ইছতিগফারের সর্দার। এই ইছতিগফার যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে পড়বে এবং ঐ দিন বা রাতে সে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। (হিসনে হাসীন)

৬২। কর্জ ও চিন্তা ভাবনা হতে মুক্তি লাভের দুআ' ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের নিকট আরয করল 'ইয়া রছূলাল্লহ! ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম আমাকে কর্জ এবং বহুবিধ চিন্তা ভাবনায় বেষ্টন করে ফেলেছে। হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেন, তোমাকে এমন একটা দুআ' শিক্ষা দিচ্ছি, যা আ'মাল

ছিলাহুল মু'মিন

করলে কর্জ হতে তোমার মুক্তি লাভ হবে এবং তোমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনাও দূর হবে। লোকটি বললঃ তাহলে বড়ই উপকার ও বড়ই মেহেরবাণী হয়। তখন হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেনঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই দুআ' পাঠ করবে।

(٦٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْكَسْلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ الْجُبْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ ○

উক্ত ব্যক্তি বললঃ আমি তদ্রূপ করায় আমার সারাজীবনের জমাট বাধা চিন্তা ভাবনাও দূর হল এবং যাবতীয় কর্জও আদায় হয়ে গেল। (আবু দাঊদ)

৬৩। হযরত আবু দারদায়া রাদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহুর পঠিত দুআ'ঃ (অর্থাৎ জান মাল ও জন ফরজনদের হিফাজত ও সর্ব প্রকার ক্ষতি ও অনিষ্ট হতে হিফাজাতের দুআ')

হযরত আবু দারদায়া রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু দামেস্কের মসজিদে বসা ছিলেন, তাকে এক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে, 'হে আবু দারদায়া (রাঃ) আপনার ঘর পুড়ে গিয়েছে। (কারণ তার মহল্লায় আগুন লেগেছিল।)' তিনি বললেন مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَفْعَلَ ذٰلِكَ 'তা করার জন্য আল্লহ তাআ'লার ইচ্ছা হয়নি।' এরূপ সংবাদ তাকে পর পর তিন বার দেয়া হলো এবং তিনিও পরপর তিন বার বললেন 'তা করার জন্য আল্লহ তাআ'লার ইচ্ছা হয়নি'। তারপর তাঁর নিকট একজন এসে বলল, 'হে আবু দারদায়া (রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু) অগ্নি আপনার গৃহের নিকট [illegible]াই নিভে গিয়েছে।' তিনি শুনে বললেন আমি তা পূর্বেই জানি। তাকে বলা হলো 'আমরা জানিনা আপনার কোন বাক্য অধিক আশ্চর্য্যজনক'। তিনি বললেন, আমি রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই কালিমা (অর্থাৎ দুআ') রাত্র বা দিনে বলে, (পাঠ করে) কোন কিছু তাকে অনিষ্ট করতে পারে না। আমি উক্ত দুআ' পাঠ করেছি, তা হলো।

(٦٣) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، مَا شَآءَ اللّٰهُ

كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমার প্রভু, আপনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, আপনার উপর ভরসা করলাম, আপনি সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লহ তাআ'লার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত অন্য কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই, আল্লহ তাআ'লা যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়; আর তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। জেনে রেখো যে আল্লহ তাআ'লা সমস্ত জিনিসের উপর শক্তিশালী, ক্ষমতাবান এবং তার জ্ঞান সমস্ত জিনিসে ব্যপ্ত। হে আল্লহ! আমার নফছের মন্দ হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং প্রত্যেক প্রাণীর মন্দ হতে যার ঝুঁটি আপনি ধরে রেখেছেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভু সরল পথে অধিষ্ঠিত আছেন।" এই মহামূল্যবান বহু পরীক্ষিত দুআ' মুখস্ত করতে এবং সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত পাঠ করতে ছোট-বড় কেউ যেন ভুলে না যাই।

৬৪। হযরত আনাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহুর পঠিত দুআ'ঃ (যে দুআ'র বরকতে হাজ্জাজ বিন ইউছুফ তাঁকে কঠোর শাস্তি দিতে চেয়েও শাস্তি দিতে পারেনি।)

হযরত আব্বান রদিইয়াল্লহ তাআ'লা আ'নহু বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ বিন ইউছুফ হযরত আনাছ ইবনে মালেক রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আনহুর উপর রাগান্বিত হন। তিনি বলেন যে, যদি আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কোন লিখিত বিষয় না থাকত তাহলে আপনাকে আমি এরূপ, এরূপ শাস্তি (অর্থাৎ কঠিন শাস্তি) প্রদান করতাম। (এ কথা শ্রবণ করার পর) হযরত আনাছ ইবনে মালেক রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বললেন যে,আপনি আমাকে কোন শাস্তি দিতে পারবেন না। হাজ্জাজ বললেন, কেন আপনাকে শাস্তি দিতে পারব না, কোন্ জিনিস আমাকে বাধা দিবে? হযরত আনাছ রদিআল্লহু তাআ'লা আ'নহু বললেন কতিপয় দুআ' যা হুযূর

ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছল্লাম আমাকে শিক্ষা দান করেছেন। তখন হাজ্জাজ বিন ইউছুফ বললেন তাহলে আমাকে তা শিখিয়ে দিন কিন্তু হযরত আনাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু তা শিখাতে অস্বীকার করলেন। হাজ্জাজ বিন ইউছুফ বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু তাতে তিনি অস্বীকার করলেন (কারণ হাজ্জাজ বিন ইউছুফ ঐ দুআ' শিক্ষা করার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না।)

বর্ণনাকারী হযরত আববান (রাঃ) বলেন হযরত আনাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আমি তাঁকে ঐ দুআ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন হযরত আনাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বললেন তিন বার পড়।

(٦٤) بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَ دِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَهْلِىْ وَ مَالِىْ وَوَلَدِىْ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ مَآ اَعْطَانِىْ رَبِّىْ، اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَآاُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ اَعَزُّ وَ اَجَلُّ مِمَّآ اَخَافُ وَ اَحْذَرُ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَآئُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○ (মূল আরবী তাম্বিহুল গাফিলীন পৃষ্ঠা-২০৫)

৬৫। কতিপয় বাংলা দুআ'ঃ

(ইনফিরদী অর্থাৎ একাকী ভাবে এই দুআ'গুলো দৈনিক ঘরের সকলের খুব বেশী বেশী করা চাই আর ইজতিমায়ীভাবে কখনও কখনও এখান থেকেও দুআ' করা যেতে পারে।)

আয় আল্লহ! আমাদেরকে দ্বীনের ছহীহ্ ছমঝ, বুঝ নছীব ফরমান। আয় আল্লহ! দ্বীনী হাওয়া গালিব ফরমান, বদ দ্বীনী হাওয়া মাগলুব ফরমান। আয় আল্লহ! দ্বীনের মেহেনতে, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহেনতে ছহুলতের সাথে আর আ'ফিয়াতের সাথে আমাদেরকে আগে বাড়ার তাওফীক নছীব ফরমান। আয় আল্লহ! দ্বীনের মেহেনতে, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহেনতে যে ছুছতি, কাহিলি, গাফলতি, অলসতা বেউছুলী আর বে ফিকিরী করেছি এই জুলমে আ'যীমকে মাফ ফরমান। আয় আল্লহ! আমাদেরকে ইখলাছ নছীব ফরমান, ইছতিখলাছ নছীব ফরমান, আখলাক নছীব ফরমান, হিকমত নছীব ফরমান এবং যাবতীয় ছিফতে কবুলিয়াতের সাথে মউত পর্যন্ত কাজের উপর ইস্তিকামাত নছীব ফরমান। আয় আল্লহ! আপনি আমাদের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বিবি-বাচ্চা, আত্মীয় স্বজন সকলকে দ্বীনের মেহেনতের জন্য কবুল ফরমান। আয় আল্লহ! মুসলমানের সন্তানদেরকে হাফিজে কুরআন, আলিমে রব্বানী, আ'লিমে হক্কানী, দ্বীনের খাদেম, দ্বীনের দায়ী, দ্বীনের মুজাহিদ বানিয়ে দুনিয়ার কোণায় কোণায় যেয়ে দ্বীন জিন্দার মেহেনতকে আ'ম করার তাওফীক নছীব ফরমান। আয় আল্লহ! দ্বীনের হার লাইনে, দাওয়াত ও তাবলীগের লাইনে সকল মুকিমীন ও আকাবিরীন হযরতগণের এবং যাঁরা কাজ নিয়ে চলছেন তাঁদের ছেহেত ও হায়াতের মধ্যে, ফিকির ও মেহনতের মধ্যে বেইনতেহা বরকত নছীব ফরমান। আয় আল্লহ! আপনি মেহেরবানী করে দ্বীনের দায়ীদেরকে কারো মুহতাজ, কারো মুখাপেক্ষী করবেন না। তাঁদের যাবতীয় জরুরত আপনি আপনার লা মাহদুদ, অসীম গায়েবী খাজানা থেকে পুরা ফরমান। আয় আল্লহ! দ্বীনের লাইনে যেখানে যত তাক্বাজা রয়েছে আপনি মেহেরবানী করে গায়েবের থেকে সকল তাক্বাজা পুরা করার ব্যবস্থা ফরমান।

৬৬। ফরজ নামাযের পর কতিপয় আয়াতের খাছ ফজীলত ঃ

ফরজ নামায বাদ ছুরা ফাতিহা আয়াতুল কুরছি ও আলে ইমরানের কতিপয় আয়াত পাঠের বিশেষ বিশেষ ফজীলত সমূহঃ হযরত ইমাম বাগবী রহমাতুল্লহ আ'লাইহি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু হতে এবং ইমাম দায়লামী রহমাতুল্লহ আ'লাইহি হযরত আবু আইয়ুব আনছারী রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু হতে নকল করেন (যার মাজমুয়া' বা সমষ্টি এই) যে হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছল্লাম ইরশাদ করেন যে অবশ্য ছূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরছি, ছূরা আলে ইমরানের এই আয়াতগুলো (যা এখানে পরে আসছে) নিজে পাঠকের জন্য শাফাআ'ত করে থাকে যে শাফাআত অবশ্য কবুল করা হয়ে থাকে। এই আয়াতগুলো ও আল্লহ তাআ'লার মধ্যে কোন পরদা নেই। যখন আল্লহ তাআ'লা এই আয়াতগুলো নাযিল করতে চাইলেন তখন এই আয়াত গুলো আরশের

সাথে যেয়ে মিশে গেলো এবং বলতে লাগল হে রব! আপনি আমাদিগকে যমীনের মধ্যে নাফরমানদের কাছে পাঠাচ্ছেন? তখন উত্তরে আল্লহ ছুবহা-নাহু ওয়া তাআ'লা বললেন যে, আমার ইজ্জত ও জালালের কছম, আমার উচু মর্যাদার কছম আমার যে কোন বান্দা তোমাদেরকে প্রতি নামাযের পর পড়বে আমি জান্নাতে তার ঠিকানা করে দিব চাহে সে যে অবস্থাতেই হোক না কেন, থাকনা কেন (অর্থাৎ সে যে অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে আমার কাছে আসুক না কেন)। হাজিরতুল কুদ্দছ এর মধ্যে (যা জান্নাতের মধ্যে এক উঁচু স্থান) তার বাসস্থান করে দিব এবং প্রতিদিন আমি আমার গোপন চক্ষু দ্বারা তার প্রতি ৭০(সত্তর) বার রহমতের দৃষ্টি দান করব। তার সত্তরটি হাজত অর্থাৎ সত্তরটি প্রয়োজন পুরা করব। তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম দরজার হাজত বা প্রয়োজন হলো তার মাগফিরাত এবং তাকে সকল দুশমন থেকে, শত্রু থেকে এবং হিংসুক থেকে হেফাজত করবো, রক্ষা করবো, শত্রু এবং দুষ্টদের মোকাবিলাতে তাকে সাহায্য করবো। তার জান্নাতে প্রবেশ করতে একমাত্র প্রতিবন্ধক, অন্তরায় শুধু মাত্র তার মউত (অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে সে জান্নাতে দাখিল হবে, প্রবেশ করবে।)

(٦٦) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

দলীল ঃ মাআ'লিমুত্তানযীল ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর ৩৮২; রূহুল মাআ'নী ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর ১০৬; তাফসীরে কুরতবী ৪র্থ খণ্ডঃ পৃষ্ঠা নম্বর ৫২; তাফসীরে মাজহারী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর ৩১।(যে সব ফরজ নামায বাদ ছুন্নাত নামায রয়েছে তখন ছুন্নাতের পর পড়তে হয়)

৬৭। অন্ধ, কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাত না হওয়ার দুআ'ঃ

(٦٧) سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ ○

ফজরের নামাযের পর যে কেহ তিনবার এই দুআ' পাঠ করবে সে বড় বড় তিনটি কঠিন রোগ থেকে মাহ্ফুজ থাকবে।

(১) অন্ধ হবেনা (২) কুষ্ঠ হবে না। (৩) পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) হবে না। (হায়াতুস্ সাহাবা)।

৬৮। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকীর দুআ'ঃ

(٦٨) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ ○

যে ব্যক্তি দৈনিক একশ' বার এই দুআ' পাঠ করবে তার আ'মাল নামায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লিখা হবে। (ফাজাইলে আ'মাল)

৬৯। বাজারের দুআ' (দশ লক্ষ নেকীর দুআ') ঃ

বাজারতো তাকে বলা হয় যেখানে নানা প্রকার জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয় চাই কোথাও খোলা স্থানে হোক অথবা কোন দোকানে হোক। সেই হিসেবে যে সব দোকানে অনেক প্রকার জিনিস একত্রে ক্রয় বিক্রয় হয় সে সব দোকানে পৌঁছে অথবা সেখান থেকে কিছু ক্রয় বিক্রয় কালে বাজারের দুআ' পড়লেও আশা করা যায় যে সেও পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে।

(٦٩) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ○ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

অর্থাৎ "এক আল্লহ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনিই সকল বাদশাহর বাদশাহ, তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, তিনিই চিরজীবন্ত, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি অমর কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না, যাবতীয় কল্যাণ তাঁরই হাতে নিহিত আর তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।"

হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি বাজারে পা রাখার সময় (যাওয়ার সময়) উপরোক্ত প্রশংসাসূচক দুআ' পাঠ করবে আল্লহ তাআ'লা তাঁর আ'মাল নামায় দশ লক্ষ নেকী লিখে দেন আর দশ লক্ষ গুনাহ মুছে দেন এবং দশ লক্ষ পরিমাণ তাঁর মর্যাদা ও সম্মান বাড়িয়ে দেন আর জান্নাতের ভিতর তৈরী করেন তাঁর জন্য সুরম্য এক অট্টালিকা। (হিসনে হাসীন)। বাজারে যেয়ে ক্রয় বা বিক্রয় কালে যে ব্যক্তি এই দুআ' لَا خِلَابَةَ فِى الْبَيْعِ পাঠ করবে সে কখনও ঠকবে না।

৭০। বিশ লক্ষ নেকীর দুআ'ঃ

(٧٠) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

যে একবার এই দুআ'পাঠ করবে তার আ'মাল নামায় বিশ লক্ষ নেকি লিখা হবে। (ফাজাইলে আ'মাল) আমাদের সকলেরই উচিত এই সহজ দুআ'গুলি দৈনিক বেশী বেশী করে পাঠ করে আখিরতের ধন বিপুল পরিমাণে অগ্রিম সঞ্চয় করে রাখা।

৭১। রিযিক বৃদ্ধির পরীক্ষিত দুআ'ঃ

হযরত ইবনে ওমর রদিইয়াল্লহ তাআ'লা আ'নহু বর্ণনা করেনঃ এক সময় জনৈক ব্যক্তি হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লামের সমীপে আরয করলঃ ইয়া রছুলাল্লহ! দুনিয়া আমাকে পরিত্যাগ করেছে এবং আমি রিক্ত হস্তে অভাব গ্রস্ত এবং অক্ষম হয়ে পড়েছি। আমার পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কি? তদুত্তরে হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেনঃ তুমি কোথায় আছ? (ইহলোকে না পরলোকে) সালাতে মালায়েকা (ফেরেশতাগণের দুআ') এবং তাসবীহে খালায়েক যার বদৌলতে ফেরেশতাগণকে রিযিক প্রদান করা হয় তা তোমার কাছ থেকে কোথায় গেল? যে দুআ' ও প্রার্থনার বরকতে ফেরেশ্‌তাকুল এবং মানব জাতি স্ব স্ব জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তা কি তুমি জান না? সে ব্যক্তি আরয করলঃ সেই দুআ' কি? তিনি বললেনঃ

(٧١) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ○

অর্থাৎ "আল্লহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসাগীতির সাথে তাঁকে স্মরণ করছি, মহান আল্লহ তাআ'লার পবিত্রতা

বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনার সাথে আল্লহ্ তাআ'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" এই দুআ' প্রত্যহ ফজরের নামাযের পূর্বে কিংবা পরে একশত বার করে পড়তে আরম্ভ কর। সংসার, দুনিয়া আপনা আপনি তোমার দিকে ফিরবে অর্থাৎ দুনিয়া তোমাকে হেয় ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধরা দিবে এবং এতদ্ভিন্ন আল্লহ তাআ'লা এর এক একটি শব্দ হতে এক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাসবীহ পাঠে নিযুক্ত করে দিবেন উহার সমুদয় সওয়াব তুমি পাবে।

অতঃপর লোকটি চলে গেল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফিরে এলো না। এর পর একদিন এসে আরজ করলঃ ইয়া রছূলাল্লহ! দুনিয়া আমার কাছে এত বেশী পরিমাণে এসেছে যে তাকে কোথায় রাখবো আমি জানি না। (এ মূল দুআর সাথে বুযুর্গগণ وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ তাসবীহটিও পাঠ করেছেন। কারণ হাদীছে পাকের মধ্যে আছে এটি সকল গোনাহের মাগফিরতের এবং রিযিক বৃদ্ধির সহায়ক হবে। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে ইছতিগফার। বলাবাহুল্য গোনাহের কারণেই মানুষের রিযিকে সংকীর্ণতা এবং সকল প্রকার দুঃখকষ্ট ও পেরেশানীর কারণ ঘটে।) (শরহে এহ্ইয়াহ, মাদারেজ)

মূল দুআ'টির মধ্যে সর্বমোট ১৫টি শব্দ রয়েছে। সেই হিসেবে একশত বার পাঠ করার দ্বারা পনেরশত ফেরেশতা সৃষ্টি করে তাঁদেরকে তাসবীহ পাঠে নিযুক্ত করা হবে। এই দুআ'র নানাবিধ বরকত ও ফজীলত হাদীছের কিতাবসমূহে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ দুআ' বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীছটির মূল অংশও বটে যার ফজীলত ফাজাইলে জিকিরের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ দুআ', এ আ'মাল নিয়মিত করার দ্বারা সংসারে কোন অভাব অনটন থাকতেই পারে না। এ একটি মহামূল্যবান বহু পরীক্ষিত দুআ' ও আ'মাল যার সমূহ কল্যাণ ও বরকত যুগ যুগ ধরে আল্লহ পাকের অসংখ্য, অগণিত বান্দাগণ লাভ করে আসছেন। এ দুআ'র আ'মাল শুধু একশত বার পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে বহুল পরিমাণে ঘরের সকলেরই পাঠ করা দরকার, আ'মাল করা দরকার যাতে আমরা দুনিয়া ও আখিরতের সমূহ কল্যাণ লাভে মহা সৌভাগ্যশালী হতে পারি।

৭২। মঞ্জিলের আ'মাল বা মাকছুদ হাসিলের আ'মালঃ

(অব্যর্থ রক্ষা কবচের আ'মাল বা ৩৩ আয়াতের আ'মাল)

সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ আ'লিম মুহাম্মাদ ইবনে ছিরীন (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ 'আমরা একদা ভ্রমণকালে এক নদীর তীরে রাত্রি যাপন মানসে আস্তানা করেছিলাম। স্থানীয় লোকেরা বলল, এখানে কেহ নিরাপদে থাকতে পারে

না। কারণ, সুযোগ পেলেই দস্যুদল এসে লুটপাট করে থাকে। এ কথায় আমার সাথীরা ভয় পেয়ে ইতস্ততঃ করে চলে গেল। আমার কয়েকটি রক্ষার আয়াত পড়ার নিয়ম ছিল এ জন্য সাহসে ভর করে আমি একাই সেখানে রয়ে গেলাম। রাত্রের এক তৃতীয়াংশ গত হওয়া মাত্র একদল দস্যু এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু তাদের কেউই আমার নিকট আসতে সক্ষম হলো না। রাত্রি প্রভাতে আমি যখন সেখান হতে রওয়ানা হলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বললঃ হুযূর! আমরা শতাধিক বার আপনার উপর আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু প্রত্যেক বারই আপনার ও আমাদের মধ্যস্থলে একটি লৌহ প্রাচীর এসে দাঁড়াত। এর কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। আমি বললামঃ 'রাত্রে আমি কয়েকটি রক্ষার আয়াত পড়ে ছিলাম। এই রক্ষার আয়াতগুলোর বরকতেই এরূপ হয়েছিল।' এ শুনে সে ব্যক্তি ডাকাতি পরিত্যাগ করতঃ তওবা করলো। সেই রক্ষার আয়াতগুলো নিম্নে লিখিত হচ্ছেঃ

(١) الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(٢) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝ لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَ اللّٰهُ

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ
الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(٣) لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ
تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا
تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٤) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ
سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ
يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ
مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ

الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ
ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(٥) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا
فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ
بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ
يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ
لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

(٦) وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝ فَالتّٰلِيٰتِ
ذِكْرًا ۝ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۝ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝ لَا
يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝
دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ
مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝

(٧) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا
مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا
بِسُلْطٰنٍ ۝ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا
شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

(٨) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٩) قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ○ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۗ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ○ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○

সর্বসমেত এই তেত্রিশটি আয়াত হলো। কালামে পাকের মধ্যে ও বহু হাদীছে পাকের মধ্যে যথাস্থানে এই আয়াতগুলোর এত ফজীলত বর্ণিত হয়েছে যা একত্র করা এক দুরূহ ব্যাপার। এই রক্ষার আয়াতের ফজীলত ও বরকত সম্বন্ধে বেহেশতী জেওরের মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে এবং হযরতজ্বী হযরত ইউছুফ ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহি তার অমর গ্রন্থ হায়াতুস সাহাবার মধ্যে সনদ ও দলীল প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতগুলো পাঠ করলে ইনশাআল্লহ তাআ'লা ভূত প্রেত, হিংস্র জন্তু, চোর, ডাকাত, জ্বীন শয়তান, মানুষ শয়তান, শত্রু, দুশমন কোন কিছুই কোন প্রকার অনিষ্ট বা ক্ষতি করতে পারে না এবং সর্বপ্রকার বালামুছিবত দূর হয়। বর্ণিত আছে, এ আয়াতগুলো নিয়মিত পাঠের দ্বারা অর্থাৎ দৈনিক আ'মালের দ্বারা একশত প্রকার রোগ আরগ্য হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, এই আয়াত সমূহের আ'মালের বরকত যুগযুগ ধরে খাস

উলামায়ে কিরামগণ ও বুজুর্গানে দ্বীন উপলব্ধি করে আসছেন। খাস ভাবে বর্তমান যুগের সকল উ'লামায়ে কিরামগণের ও বুজুর্গানে দ্বীনের ওস্তাদ ও মুরব্বি হযরত হাফিজ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহির ঘরের মেয়েরা সাহারানপুরে ইউ, পি, ভারতে এই রক্ষার আয়াতগুলোর আ'মাল বিশেষ গুরুত্বের সাথে করে থাকেন এবং তার জন্য মঞ্জিলের আ'মাল নামে পৃথক ভাবে একটা পুস্তিকাও ছাপান হয়েছে।

ঢাকাতে এক পরিবারের চার ভাই একত্রে ঢাকার এক মাদ্রাসাতে পড়তো। বড় দু'ভাই-এর আগেই হিফ্জ শেষ হয়েছে, তৃতীয় ভাই এর যখন বিশ পারা হিফ্জ হয়ে গিয়েছে তখন তাকে এক দুষ্ট জ্বিন আছর করে। এক বার ছুটির সময়ে ভাইএরা যখন বাড়ীতে এসেছে তখন জ্বিনটা দিনের বেলায় ও রাত্রের বেলায় বারবার আছর ও আক্রমণ করতে থাকে। অন্য ভাইএরা যখন দুআ' কালাম পড়ে রোগীকে ফুক দেয়া শুরু করে তখন রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে ও ভাল হয়ে যায়। একদিন রাত্র একটার সময় আবার আক্রমণ চালায় এবং আবার দুআ' কালাম পড়ে ঝাড় ফুক করলে জ্বিনটা চলে যেতে বাধ্য হয় এবং যাওয়ার সময় রোগীকে বলে যায় যে সে শেষ বারের মত রোগীকে এবং ঘরের লোকদেরকে দেখে নিবে এবং রাত্র তিনটার সময় সে আবার আসবে। (একথা রোগী সুস্থ হওয়ার পর সকলকে জানিয়ে দেয়)। সত্য সত্যই সে আবার রাত্র তিনটার দিকে তার দলবল নিয়ে আসে এবং রোগীকে আছর ও আক্রমণ করে অজ্ঞান করে ফেলে। রোগীর পিতা অবস্থা দেখে ঘরের সকলকে অজু করে এসে এই রক্ষা কবচ অর্থাৎ এই তেত্রিশ আয়াতের আমা'ল করার জন্য নির্দেশ দেন। রোগীকেও জোর করে অজু করিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং ঘরের দরজা জানালা চারদিক থেকে বন্ধ করে দিয়ে রোগীকে মাঝখানে রেখে ঘরের সকলেই এমনকি ছোট ছোট ভাই বোন যারা সবে মাত্র কুরআন শরীফ পড়া শিখেছে চারিদিক থেকে গোল হয়ে বসে কেউ মুখস্থ কেউ দেখে দেখে এই ৩৩ (তেত্রিশ) আয়াতের আ'মাল শুরু করে দেয় এবং রোগীকে যাতে দুষ্ট জ্বিনেরা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সকলে এই আ'মালের দ্বারা রোগীকে বন্ধ করে নেয় এবং সকলেই কেবল চারিদিক থেকে রোগীকে দম করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের পোষাক পরিহিত যত দুষ্ট জ্বিনেরা সাথে এসেছিল যারা ঘরের দরজার সামনে ভীড় করে ছিল তারা সব একে একে পলায়ন করে কিন্তু রোগীর উপর যে আছর করেছিল সে আর পালাতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে এবং রোগীও পরে রক্ষার আয়াত গুলি পড়া শুরু করে দেয়। দুষ্ট জ্বিনটা অল্প সময়ের মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য রোগীর নিকট কাকুতি মিনতি শুরু করে দেয় এবং সকলের আমল বন্ধ করে শেষ বারের মত তাকে মাফ করে দেয়ার জন্য

অনুরোধ জানাতে থাকে আর তা না হলে সে এই আমালের তাছিরে অল্পক্ষণের মধ্যে প্রাণ হারাবে বলে জানিয়ে দেয়। এদিকে আ'মলও সমানে চলতেই ছিল, শেষ পর্যায়ে দুষ্ট জ্বিনটা প্রাণ ত্যাগ করে। (এসব কথা রোগী পরে বর্ণনা করেছে) আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ তারপর থেকে আর কোন দিন ঐ পরিবারের কোন ভাইকে, কোন ছেলেকে না মাদ্রাসাতে না বাড়ীতে আছর করেছে না কোন প্রকার ক্ষতি করতে পেরেছে।'কারণ তারা এরপর থেকে সকলেই রক্ষার আয়াতগুলোর আ'মাল তথা মনজিলের আ'মাল নিয়মিত করে থাকে এমনকি সকল ছেলেরা যারা ঢাকা অথবা দূরের মাদ্রাসাতে পড়ে তারাও সকাল সন্ধ্যায় ছবক পড়ার শুরুতে তিন চার মিনিটের মধ্যে মঞ্জিলের আ'মাল শেষ করে তার পরে ছবক পড়া শুরু করে। -

আমাদের সকলেরই রোজানা সকাল সন্ধ্যা এই রক্ষার আয়াতগুলো ওজিফা হিসাবে পড়া দরকার। বিশেষ করে যে সব বাচ্চারা মাদ্রাসাতে হিফ্জ অথবা কিতাবের লাইনে পড়ে তাদের পিছে দুষ্ট জ্বিন শয়তান সব সময়ে লেগে থাকে, একটু সুযোগ পেলেই তারা নানাভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। দ্বীনদার পরহেজগার লোকের ছেলে মেয়েদের পিছে আরও বেশী লাগে কারণ সত্যকার দ্বীনদার ও পরহেজগার লোকদের ছেলে মেয়েরা পরবর্তী জীবনে মাতা পিতার চেষ্টায় সহজেই তারা দ্বীনদার পরহেজগার হাফিজ, আ'লিম, দ্বীনের দায়ী, দ্বীনের খাদেম হিসেবে গড়ে ওঠে তাই শয়তান সব সময়ে তাদেরকে টার্গেট করে, তাদেরকে নিশান বানিয়ে পথ ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। এই জন্য সকল পিতা মাতা ও মাদ্রাসা মক্তবের ওস্তাদগণের বিশেষভাবে এই রক্ষার আ'মালের দিকে খেয়াল রাখা দরকার যাতে কোন পিতা মাতার এবং মাদ্রাসার কোন বাচ্চ'দের এই আ'মাল করতে ভুল না হয় কারণ একবার আছর করে ফেললে শেষে ছাড়াতে বহুত বেগ পেতে হয়। আর যখন সতর্কতামূলকভাবে পূর্বের থেকেই আ'মাল করার অভ্যাস গড়ে উঠবে তখন বিপদ আপদ থেকে খোদা চাহেনত মাহফুজ থাকবে, নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের সকলকে রোজানা এই আ'মাল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন! আ'মালটি কিবলামুখী হয়ে বসে করা উত্তম। আয়াতগুলো পাঠ করা শেষ হলে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে ফুক দিয়ে আঙ্গুলের ইশারায় ডান দিক থেকে ঘুরিয়ে পুরা ঘর-বাড়ী বন্ধ করে দেয়া চাই এবং নিজের আপন জন যে যেখানে আছে তাঁরাসহ সকল মুছলমানদের জান-মালের হিফাজাতের নিয়তও সাথে সাথে করে নেয়া উত্তম।

হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে একবার নাসিবীন নামক স্থান থেকে রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের খিদমতে জ্বিন জাতির একটি

প্রতিনিধি দল এসে আরজ করল, "ইয়া রছূলাল্লহ! অমুক স্থানে আমাদের স্বজাতির একটি জামাত হযরতের জন্য অপেক্ষামান। হযরত তাশরীফ নিয়ে গিয়ে তাদেরকে কিছু ওয়াজ নসীহত এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করলে ভাল হয়। তাদের কিছু প্রশ্নও আছে সেগুলোর তারা উত্তর প্রত্যাশী, রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম তথায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত আবদুল্লহ ইবনে মাসউদ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু তাঁর সহসাথী ছিলেন। রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম জ্বিনদের সমাবেশ স্থল পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলে তথায় একটি বৃত্ত টেনে দিয়ে হযরত আবদুল্লহ ইব্নে মাসউদ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহুকে বলে দিলেন "সাবধান! কোন অবস্থাতেই এই বৃত্ত অতিক্রম করবে না।" হযরত আবদুল্লহ ইবনে মাসউদ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেন, "আমি দেখতে পেলাম সেই বৃত্তের বহিঃপাশ দিয়ে আজীব আজীব গঠন-আকৃতির জ্বিনগণ দলে দলে সেই পাহাড়ের পথে যাচ্ছিল। কিন্তু বৃত্তের ভিতরে কদম ফেলারও তাদের ক্ষমতা ছিল না, আমি তাদের কথা-বার্তার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম।" রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম তাদের সমাবেশে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে ওয়াজ নসীহত করলেন, মাসআলা- মাসায়েল সম্পর্কে অবগত করালেন। সেই ওয়াজ নসীহতের মধ্যেই তিনি বলেছিলেন, "কোন মানুষ হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা কর্ম সমাধা করবে না।" তার কারণ সম্পর্কে বলেছিলেন-فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ "কেননা হাড় তোমাদেরই ভাই জ্বিন জাতির আহার্য বস্তু" যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাদের আহার্য সামগ্রীর হক নষ্ট করার অধিকার আমাদের কারো নেই। হাদীস শরীফে উল্লেখ- "তোমরা হাড় থেকে গোস্ত খেয়ে ফেলে দিলে সেই পরিত্যক্ত হাড়ই গোস্তে পরিপূর্ণ অবস্থায় জ্বিনদের হস্তগত হয়ে থাকে।"

যদ্দারা অনুমিত হয় যে, পূর্ববর্তীকালে লোকজন হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা কর্ম সমাধা করত। যার পরিপ্রেক্ষিতে জ্বিন জাতি অভিযোগ জানালে তিনি হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা কর্ম সমাধা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। যদ্দারা জ্বিন জাতির আহার্য সামগ্রীর অধিকারের সংরক্ষণ প্রমাণিত হয়। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের কর্তৃক তাদের অধিকার নস্যাৎ করার কোনই অনুমতি নেই। অনুরূপ বিনা দোষে কোন অনিষ্ট না পৌঁছালে তাদেরকে ঘর থেকে বিতাড়িত করারও কোন অনুমতি নেই। জ্বিন জাতিও এই মহাবিশ্বের বাসিন্দা। তারা যদিও পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, নিরালা ও নির্জন প্রান্তরে বসবাস করে থাকে তথাপি তাদের কেউ কেউ তাদের নানা প্রয়োজনে লোকালয়ে গমনাগমন করে। হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ঘর-বাড়ীতেও জ্বিন বসবাস করে থাকে যথা

মসজিদ-মাদ্রাসা বাড়ী-ঘর ইত্যাদিতে। তারা এবং আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকি বিধায় সে সম্পর্কে আমাদের কারো অবগতি হয় না। অবশ্য কোন দুষ্ট প্রকৃতির অসৎ এবং অনিষ্টকর জ্বিন কারো কোন অপকার পৌঁছালে তখন আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। দুষ্ট প্রকৃতির জ্বিন যাদের মানুষের ঘর-বাড়ীতে প্রবেশ করার অধিকার নেই তাদেরকে ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়া সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার। মোট কথা জ্বিনেরা মানুষের বিরুদ্ধে কোন অসৎ পন্থা অবলম্বন করলে তখন তাদের বিরুদ্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ এমনকি তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়া বা হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি শরীয়তে প্রদান করা হয়েছে। (ইনছানিয়্যাত কা ইমতিয়ায ঃ হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব ছাহেব (রঃ) মুহ্‌তামিম, দারুল উলূম, দেওবন্দ, ইউ, পি, ভারত, ২২ শে অক্টোবর ১৯৫৮ ইং।)

৭৩। নামাযের ছালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে পঠিত দুআ'ঃ

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর মাথায় ডান হাত রেখে يَاقَوِىُّ (ইয়াক্বাবিইয়ু) ১১ (এগারবার) পড়া এবং একই সাথে এই দুআ'ও পড়া

(٧٣) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ ۝

ইন্‌শাআল্লহ তাআ'লা এই আ'মালের বরকতে মাথার যাবতীয় রোগ দূর হবে এবং মস্তিষ্কের শক্তি ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং যাবতীয় চিন্তা ভাবনাও দূর হবে।

৭৪। আযানের পর পঠিত দুআ' ঃ

হযরত জাবের রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু এর রেওয়ায়েতে রছূলুল্লহ্‌ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আযান শেষ হলে নিম্নরূপ দুআ' পড়বে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াতের হকদার হয়ে যাবেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

অর্থাৎ, হে আল্লহ! এ পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত ও চিরন্তন নামাযের পালনকর্তা (অর্থাৎ যে আল্লহ্‌র আদেশে এ আযান ও নামায প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে

আপনি আপনার রছূল) মুহাম্মাদ ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে ওসীলা ও ফযীলতের বিশেষ মর্তবা দান করুন এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। (বুখারী)।

৭৫। কোন জালেমের ভয় হলে এই দুআ' পড়তে হয়ঃ

(٧٥) اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদেরকে যে প্রকারে হোক এই জালেমের হাত হতে রক্ষা করুন। হে আল্লহ! আপনাকেই আমরা অত্যাচারীদের সামনে ঢাল স্বরূপ ধরছি এবং তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করছি।"

৭৬। মুসলমান ভাইকে হাসতে দেখলে পঠিত দুআ'ঃ

(٧٦) اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ ۝

অর্থাৎ " আল্লহ তাআ'লা আপনাকে চির হাসিমুখ রাখুন।"

৭৭। মনের বিরুদ্ধে কোন ঘটনা ঘটলে পঠিত দুআ'ঃ

(٧٧) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ۝

অর্থাৎ "সর্ব অবস্থাতেই আল্লহ তাআ'লার শুকর আদায় করছি।"

৭৮। কোন নেয়ামত পেলে এই দুআ' পড়া ঃ

(٧٨) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ۝

অর্থাৎ "আল্লহ তাআ'লার শুকরিয়া করছি, আল্লহ তাআ'লারই রহমতে এই নিয়ামত পেলাম এবং আল্লহ তাআ'লারই রহমতে অন্যান্য নিয়ামত পেয়ে থাকি।"

৭৯। মনের মধ্যে অছওয়াছা বা রাগ আসলে পঠিত দুআ'ঃ

(٧٩) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ۝

অর্থাৎ "বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি (আপনি আমাকে আশ্রয় দান করুন)। আমি আল্লহ তাআ'লার উপর এবং তাঁর রছূলগণের উপর ঈমান এনেছি। আল্লহ তাআ'লার সাহায্য ছাড়া খারাপ অছওয়াছার শয়তানকে দূর করার ক্ষমতা আর কারও নেই।"

৮০। যদি কোন মুশকিল বা অসুবিধা এসে দাড়ায় তখন এই দুআ' পড়া ঃ

(٨٠) اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا اُمُوْرَنَا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাদের সকল কাজ আপনি সহজ করে দিন।"

৮১। যিকির, শুকর ও উত্তম ইবাদতের জন্য দুআ'ঃ

(٨١) اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাদেরকে সহায়তা করুন আপনার যিক্র করতে, শুক্র করতে এবং আপনার ই'বাদাত উত্তম রূপে আদায় করতে।"

৮২। বিনা চেষ্টায় মঙ্গল লাভের দুআ'ঃ

(٨٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فُجَاءَةِ الْخَيْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! বিনা কারণে বিনা চেষ্টায় হঠাৎ যে সকল মঙ্গল বা ভালাই আসে তা আমি আপনার নিকট চাই এবং হঠাৎ যে সকল অমঙ্গল বা খারাবি আসে তা থেকে আমি আপনার নিকট পানাহ চাই।"

৮৩। মিছকীন হিসাবে জীবন ও মৃত্যুর দুআ'ঃ

(٨٣) اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّ اَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَّ احْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! ইহজীবনে আমাকে জীবিত রাখুন মিছকীন হিসেবে (অর্থাৎ সর্বদা আপনার রহমতের ভিখারী হিসেবে) এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন মিছকীন হিসেবে এবং আমাকে ময়দানে হাশরে মিছকীনদের দলভুক্ত রাখবেন।"

৮৪। কারো প্রতি শাসন ও বদ দুআ' নেয়ামতে পরিণত হওয়ার দুআ'ঃ

(٨٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ اٰذَيْتُهٗ اَوْ شَتَمْتُهٗ اَوْ جَلَدْتُّهٗ اَوْ لَعَنْتُهٗ فَاجْعَلْهَا لَهٗ صَلٰوةً وَّ زَكٰوةً وَّ قُرْبَةً تُقَرِّبُهٗ بِهَآ اِلَيْكَ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমি আপনার নিকট হতে একটু ওয়াদা নিতে চাই, কেননা ওয়াদা করলে আপনি কিছুতেই তার খেলাফ করবেন না। ওয়াদা লওয়ার কারণ এই যে, আমি মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই, আমার কত ভুল ভ্রান্তি আছে, অতএব আমি যদি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেই বা কটু কথা বলি, গালি দেই, আঘাত করি আর বদ দুআ' করি তবে যেন তাঁর জন্য তা রহমত স্বরূপ হয় এবং তার উছিলায় তাঁর আত্মা পবিত্র হয় এবং আপনার দরবারে নৈকট্য লাভের উছিলা হয়। (সকলেরই এই দুআ' মাঝে মাঝে করা দরকার বিশেষ করে মাতা পিতা, গুরুজন, ওস্তাদ, আমীর ও জিম্মাদার সাথীদের।)

৮৫। সকল কাজ সহজ হওয়ার দুআ'ঃ

(٨٥) اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِىْ وَ يَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাকে কাম রিপুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং আমার সকল কাজ সহজ করে দিন।'

৮৬। যাবতীয় দুঃখ কষ্ট নিবারণঃ

একবার হযরত হাসান বছরী রহমাতুল্লহ আ'লাইহির নিকট কিছু সংখ্যক লোক এসে কেউ অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানালেন, কেউ সন্তান না হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। এরূপ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দুঃখ কষ্টের কথা জানিয়ে তা দূর হওয়ার জন্য দুআ' ও তদবীরের জন্য অনুরোধ করলেন। হযরত হাসান বছরী রহমাতুল্লহ আ'লাইহি প্রত্যেককেই তওবা ও ইছতিগফার করতে উপদেশ দান করলেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুযূর সকলকে তওবা ও ইছতিগফার করতে বললেন এর কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বললেনঃ আল্লহ তাআ'লাই ক্কুরআন শরীফে ফরমাচ্ছেন যে, তওবা ও ইছতিগফার করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে সুবৃষ্টি, সন্তান সন্ততি ও মাল দৌলত দান করে থাকেন। আল্লহ তাআ'লা বলেনঃ

(٨٦) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلُ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ○

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি বড় ক্ষমাশীল। তোমাদের উপর তিনি মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদিগকে মাল দৌলত ও সন্তানাদি দান করতঃ তোমাদের সহায়তা করবেন। তোমাদের জন্য বাগানসমূহ এবং পানির নহর সমূহ দান করবেন।" (ছূরা নূহ ঃ আয়াত ঃ১০-১২)

৮৭। সুখ নিদ্রাঃ

(٨٧) اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

ঘুমাবার সময় এই আয়াত পাঠ করতে থাকলে ইনশাআল্লহ তাআ'লা অতি সহজে শান্তিতে নিদ্রা আসবে।

৮৮। ইচ্ছানুরূপ ঘুম ভাঙ্গাঃ

ঘুমাবার সময় নিম্ন লিখিত আয়াত পড়ে ঘুমালে যে সময় ঘুম থেকে উঠার ইচ্ছা করবে ঐ সময় ইনশাআল্লহ তাআ'লা ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

(٨٨) وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا وَّ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنَا اِلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

৮৯। বিশিষ্ট রক্ষাকবচ ঃ

কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি বর্ননা করেছেন যে, তিনি একবার জঙ্গলে একটি ছাগলকে একটি বাঘের সঙ্গে খেলা করতে দেখতে পেলেন। তিনি নিকটে যেতেই বাঘটি পলায়ন করল। তিনি বাঘে-ছাগলে খেলা করা এবং

ছিলাহুল মু'মিন

উভয়ের মধ্যে মিতালী দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, ছাগলের গলায় একটি তাবীজ বাঁধা রয়েছে। তাবীজটি খুলে দেখতে পেলেন যে, নিম্ন লিখিত আয়াতগুলি রয়েছে। যার কারণে আল্লহ তাআ'লার হুকুমে বাঘ ছাগলের কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি।

(٨٩) وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ وَّ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ○ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ○ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ ○ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ○ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ○ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ○ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ○ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ○ وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ○ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ○ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ○

৯০। শত্রু দমন-এর দুআ' ঃ

(٩٠) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ○

এ আয়াত লিখে সঙ্গে রাখলে দুশমনের বাকশক্তি রোধ হয়ে যায়, দুশমন অনিষ্টকর বিতর্ক করতে পারে না। দুশমন বা হিংস্র জন্তুর দিকে এ আয়াত পড়ে দম করলে অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৯১। কোন মুছিবতে পড়লে খুব বেশী করে পড়তে হয়ঃ

(৯১) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ○

৯২। নেয়ামত স্থায়ী হওয়ার দুআ' ঃ

যখন কোন নেয়ামত কারো নিকট আসে চাহে ছোট হোক বা বড় হোক তখন ঐ নেয়ামত লাভ করার সাথে সাথে অর্থাৎ হাতে বা কাছে আসার সাথে সাথে যদি এ দুআ'

(৯২) مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ○

পাঠ করে তাহলে কোন দিন ঐ নেয়ামত তার হাত ছাড়া হবে না বা তার মধ্যে কোন প্রকার কমি বা ঘাটতি আসবে না অর্থাৎ ঐ নেয়ামত দীর্ঘ স্থায়ী হবে। কোন ছোট বাচ্চা বা শিশুর ভাল শরীর স্বাস্থ্য দেখে এ দুআ' পাঠ করতে হয় তা হলে আর বদ নজর লাগার ভয় থাকে না। (ছোট বাচ্চা কাছে এলে বা তাদেরকে কোলে নিয়ে এ দুয়া পাঠ করতে হয়।)

৯৩। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের দুআ'ঃ

আমাদের উপর প্রতিনিয়ত আল্লহ ছুবহা-নাহু ওয়া তাআ'লার অযাচিত নিয়ামত সমূহ অবিরাম ধারায় বর্ষিত হচ্ছে যা আমরা গণনা করেও কোন দিন শেষ করতে পারব না। তবে যে ব্যক্তি দৈনিক সকাল সন্ধ্যা একবার করে এই দুআ' পাঠ করবে তাঁর জন্য তাঁর উপর প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয়ে যাবে।

(৯৩) اَللّٰهُمَّ مَآ اَصْبَحْتَ بِىْ اَوْ اَمْسَيْتَ بِىْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ○

অর্থাৎ "আয় আল্লহ! সকাল সন্ধ্যায় সর্ব সময়ে আমার উপর অথবা আপনার সৃষ্টির মধ্যে অন্য কারও উপর যে সমস্ত নিয়ামত বর্ষিত হয় তা এককভাবে আপনারই পক্ষ হতে (বর্ষিত হয়); আপনার অন্য কোন শরীক নেই, আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া।" নিয়ামত সাধারণতঃ দু'প্রকার এক হলো দুনিয়াবী লাইনে যথাঃ টাকা, পয়সা, বাড়ী-ঘর, বিবি, বাচ্চা, স্বাস্থ্য, শরীর ইত্যাদি আর এক হলো দ্বীনী লাইনে, আখিরতের লাইনে যথাঃ নিজে ঈমান আমা'লের উপর চলা এবং অন্যকেও ঈমান আ'মাল এর উপর উঠানর জন্য নিজের জান-মাল-সময় ব্যয় করে চেষ্টা পরিশ্রম ও মেহ্নত করার তাওফীক হওয়া। দ্বীনী নিয়ামতই হলো আসল

নিয়ামত। যাদেরকে আল্লহ তাআ'লা এই নিয়ামত বিশেষ ভাবে দান করেছেন তাঁরা যাতে আরও বেশী করে দ্বীনের খিদমত, দ্বীনের মেহনত তথা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করতে পারেন তার জন্য তাদের উচিত এই দুআ' নিয়মিত সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করা। দাওয়াত ও তাবলীগের প্রথম হযরতজ্বী হযরত মাওলানা ইল্ইয়াস ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহি তিনি তার (অমীয় বাণী) মালফুজাতের মধ্যে এই দুআ' পাঠ করার জন্য কর্মীদেরকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দান করেছেন। (মালফুজাত-৫৬ নম্বর)

৯৪। হাকীম, মহাজনের অথবা বদমেজাজ লোকের ক্রোধ নিবারণঃ

কাহারও উপর হাকীম, মহাজন অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হলে নিকটে যেতে যদি ভয় হয় তবে প্রথমে তিন বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে, পরে كٓهٰيٰعٓصٓ পড়বে এবং এক একটি হরফ বা অক্ষর পড়ার সময় ডান হাতের এক একটা আঙ্গুল বন্ধ করবে অতঃপর حٰمٓ عٓسٓقٓ পড়বে এবং উক্তরূপে এক একটি হরফ পড়ার সময় বাম হাতের এক একটি আঙ্গুল বন্ধ করবে। বন্ধ করার সময় ছোট অঙ্গুলি হতে আরম্ভ করতে হয়। মুষ্টি বন্ধ রেখেই হাকিমের নিকট চলে যাবে। তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় হাতের মুষ্টি খুলে দিবে এবং এই আয়াত فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ। মনে মনে পড়ে তাঁর দিকে গোপনে ফুৎকার দিবে। এতে ইনশাআল্লহ তাআ'লা হাকীম মহাজন নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন। কোন বৈঠকে অথবা কখনও দ্বীনী দাওয়াত দেয়ার সময় যদি কেউ কথা শুনতে না চায় বা খারাপ ব্যবহার করতে চায় তবে সেখানেও এই একই আ'মাল করা চাই।

৯৫। জয় লাভঃ

নির্জনে বসে ৩০০ (তিনশত বার) সুরা কাওসার (ইন্না আ'তয় না-কাল কাওসার) পাঠ করলে দুশমনের উপর প্রবল হওয়া যায়।

৯৬। মাকছুদ হাছিলের জন্য বিশেষ নামাযঃ

মাকছুদ হাছিলের জন্য হযরত খাজা খিযির আ'লাইহিস সালামের নামাযঃ ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লহ আ'লাইহির নিজ হাতের লিখিত "বিয়ায" কিতাবে আছে যে, এই হাজতের নামায পাঠে (যা এখানে বর্ণিত হচ্ছে) এক হাজার মাকছুদ বা উদ্দেশ্য পুরা হয়ে থাকে। এই নামাযের নিয়ম হযরত খাজা খিযির আ'লাইহিস সালাম কোন আ'বিদকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

উক্ত নামায পড়ার নিয়ম হলোঃ দু'রকাত নামায পড়বে। প্রথম রকাতে একবার ছূরা ফাতিহার পর দশবার ছূরা কাফিরুন পড়বে। দ্বিতীয় রকাতে ছূরা ফাতিহা একবার ও ছূরা এখলাছ ১১ (এগারবার) পড়ে রীতিমত নামায শেষ করতঃ সালাম ফিরানোর পর একটা সিজদা করবে। সিজদার মধ্যে যে কোন দরূদ শরীফ দশবার তারপর

(৯৬) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۝ দশবার

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۝ দশবার

পড়ে সিজদা থেকে উঠে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের মাকছুদের জন্য দু'আ করা।

হাকিম আবুল কাসেম বর্ণনা করেছেন, যেই আ'বিদকে হযরত খাজা খিযির আ'লাইহিস সালাম এই নামায শিক্ষাদান করেছিলেন, আমি এই নিয়ম জানার জন্য তাঁর খিদমতে লোক পাঠালে তিনি আমাকে ইহা শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি এই নামাজ পড়ে আল্লহ তা'আলার দরবারে ই'লম ও হিকমতের জন্য দুআ' করে ছিলাম। যার বরকতে আল্লহ তা'আলা আমাকে ই'লম ও হিকমত দান করেছেন এবং এই দুআ'র বরকতে আমার এক হাজার মাকছুদ পুরা হয়েছে। উক্ত হাকিম ছাহেব বলেন, জুমুআর রাত্রে গোসল করতঃ পাক কাপড়ে মাকছুদ হাছিলের নিয়তে এই নামায পড়তে হয়। এতে ইনশাআল্লহ তাআ'লা দিলের মাকছুদ নিশ্চয় পুরা হবে।

৯৭। বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ঃ

ছোট বাচ্চাদের অথবা যে কোন বয়সের লোকের বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তি বাড়াতে ইচ্ছা করলে যে কোন এক রবিবারে একটা ছোট পরিস্কার কাগজের টুকরায় اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ লিখে ভোরে খালি পেটে গিলে ফেলবে। তারপরের রবিবারে اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ লিখে উক্ত নিয়মে গিলে ফেলবে। এইরূপ তৃতীয় রবিবারে الٓمٓصٓ - كٓهٰيٰعٓصٓ - طٰهٰ চতুর্থ রবিবারে لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ পঞ্চম রবিবারে طٰسٓمٓ - طٰسٓ - الٓمٓرٰ - يٰسٓ - حٰمٓ - عٓسٓقٓ - حٰمٓ ষষ্ঠ রবিবারে সপ্তম রবিবারে صٓ قٓ نٓ - اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

ছোট কাগজে লিখে সকালে খালি পেটে গিলে ফেলবে ইন্‌শাআল্লহ তাআ'লা এর বরকতে বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি খুব প্রখর হবে। বিশেষ করে যে সব বাচ্চারা কুরআন শরীফ হিফজ করে তাদের বেলায় এই তদবীর খুব উপকারী এবং বহু পরীক্ষিত।

৯৮। মনের অছঅছা (অর্থাৎ মনের চিন্তা ভাবনা, পেরেশানী, অধৈর্য, অস্থিরতা) দূর করার উপায় ঃ

মনের আজে বাজে চিন্তা, খেয়াল, পেরেশানীকে অছঅছা বলে যা কিনা বনি আদমের চির দুশমন ইবলীছ শয়তান ও তার দলবলে মানুষের দিলের মধ্যে ঢালতে থাকে, পয়দা করতে থাকে, বিশেষ করে, মুমিনের দিলের মধ্যে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছেঃ যে মনের অছঅছার জন্য اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়তে হয় (মুসলিম ও বুখারী)। মনের মধ্যে অছঅছার টের পাওয়ার সাথে সাথে অন্য কথার দিকে, অন্য কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করবে, তাতেও অছঅছা দূর হয়। এক হাদীছের আসছে যে, اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ পড়বে। আর এক হাদীছে আছে যে তিনবার বলবে اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ (এবনে ছুন্নী) অন্য এক হাদীছে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে (আবু দাউদ শরীফ)। কোন কোন আ'লিম ইব্‌নে আব্বাস রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু হতে এরূপ স্থলে বেশী পরিমাণে هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

কেহ কেহ অছঅছা ও মনের দুশ্চিন্তা দূর করার এক অতি উত্তম তদবীর বর্ণনা করেছেন। তা হলো যখনই মনের মধ্যে কোন অছঅছা অর্থাৎ কোন প্রকার দুশ্চিন্তার উদয় হবে তখনই সাথে সাথে খুশী হতে হবে। শয়তান কখনও কোন মুসলমানের খুশী হওয়া দেখতে পারে না। কোন মুসলমানের, কোন ঈমানদারের হাসি খুশী মুখ বরদাস্ত করতে পারে না। সুতরাং তোমার মনে তার অছঅছা রূপ বিষ ঢেলে দিয়ে সে চেয়েছিল তোমাকে ব্যাকুল করে তুলতে, অস্থির করে তুলতে, কিন্তু তার পরিবর্তে যখন তোমাকে সে খুশী হতে দেখবে তখন সে জ্বলে পুড়ে উঠবে এবং আর তোমার মনে অছঅছা উৎপাদন করবে না। যদি তুমি তা না করে অছঅছার জন্য খুব চিন্তাযুক্ত হও, তবে শয়তান তোমার পিছে লেগেই থাকবে এবং নানা প্রকার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ফেলে শেষ পর্যন্ত তোমার দুনিয়া ও আখিরতের ক্ষতি সাধন করবে। নিয়ম হলো যে ঘরে টাকা পয়সা, মাল দৌলত, ধন রত্ন থাকে কেবল সেখানেই চোর ডাকাত আসে। আর শূন্য ঘরে কখনও কোন চোর ডাকাত আসে না। এতএব অছঅছা আসলেই বুঝতে হবে যে তোমার নিকট মহামূল্যবান সম্পদ

ঈমান ও নেক আ'মাল আছে আর এই জন্যই শয়তান তোমার মনের মধ্যে অছঅছার মাধ্যমে ঢুকতে চায় যাতে সে তোমার ঈমান আ'মাল চুরি করতে পারে। এহেতু হাদীছে অছঅছাকেই, "ঈমান" বলা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)।

৯৯। শয়তান দূর করার আ'মাল ঃ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর আয়াতুল কুরছি নিয়মিত একবার করে পড়ার অভ্যাস করলে ইনশাআল্লহ তা'আলা শয়তান কখনও নিকটে আসতে পারে না, নারী পুরুষ সকলেরই এই আমল করা চাই। যদি কখনও কোন কারণ বশতঃ কোন নামাজের পর পড়তে ভুলে যায় অথবা অন্য কোন কারণে পড়তে না পারে তবে পরে যখনই খেয়াল হবে বা মনে পড়বে তখনই আ'মালটির কাযা আদায় করে দেয়া চাই। এই সহজ আ'মালের বরকতে কেবল শয়তানই নয় বরং দুষ্টজিনও কাছে আসতে পারে না তাই ছোট বাচ্চারা যারা মাদ্রাসা মক্তবে পড়ে তাদেরকেও মুখস্থ করিয়ে দেয়া চাই এবং নিয়মিত যাতে আ'মাল করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

১০০। দ্বীন দুনিয়ার উন্নতি ও বাচ্চাগণের হিফাজত ঃ

পুরুষ লোকেরা জুমুআর দিন জুমুআর নামাযে ইমাম ছালাম ফিরাবার পর ছূরা ফাতিহা, ছূরা ইখলাছ, ছূরা ফালাক্ব ও ছূরা নাছ প্রত্যেকটি সাতবার করে পড়বে। এই আ'মালের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার উভয় দিকের উন্নতি হয়। বাচ্চাগণ বালা মুছীবত হতে রক্ষা পায়। এ আ'মাল মেয়েরা ঘরের মধ্যে জুমুআর দিন জোহরের ফরজ নামাজ বাদ করবে। কারণ মেয়েদের জন্য কোন জুমুআর নামাজ নেই।

১০১। রোগ মুক্তির আয়াত সমূহ ঃ

তরিকতের ইমাম আবুল কাসেম রোশায়রী (রহঃ) বলেনঃ আমার একটি শিশু দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণোন্মুখ হয়ে পড়ে। আমি রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে স্বপ্নে দেখে তাঁর কাছে শিশুর গুরুতর অবস্থা আরয করি। তিনি বললেনঃ তুমি রোগ মুক্তির আয়াতসমূহের শরণাপন্ন হও না কেন এবং এগুলোর মাধ্যমে রোগ মুক্তির প্রার্থনা কর না কেন?

আমি ঘুম থেকে জেগে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম। অবশেষে ক্বুরআন পাকের নিম্নোক্ত ছয় জায়গায় রোগমুক্তির আয়াতসমূহ দেখতে পেলামঃ-

(১) وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অন্তরকে রোগমুক্তি করেন।) (ছূরা তাওবা) (২) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ। (এবং অন্তরের রোগসমূহের প্রতিষেধক) (ছূরা ইউনুস)

(৩) يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (মৌমাছির পেট থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন রঙের পানীয় বস্তু। তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে রোগমুক্তি।) (ছূরা নহল) (৪) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (ক্বুরআনে আমি এমন বিষয় নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত) (ছূরা- এসরা) (৫) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (যখন আমি অসুস্থ হই, তখন আল্লহ তাআ'লা আমাকে রোগমুক্তি দান করেন।) (ছূরা শোয়ারা)। (৬) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ (বলে দিন, এটা মুমিনদের জন্যে হেদায়েত ও রোগমুক্তি) (ছূরা হা-মীম- সেজদা)

আমি আয়াতগুলো লিখে পানিতে মিশিয়ে শিশুকে পান করিয়ে দিলাম। এতেই সে এমন দ্রুত আরোগ্য লাভ করলো, যেন তার পায়ে একটা দড়ি বাঁধা ছিল, তা খুলে দেয়ার সাথে সাথে সে মুক্ত হয়ে গেল। (মাদারেজুন্নবুয়ত)

এ শেফার আয়াতগুলো সকলের মুখস্ত থাকা দরকার এবং যে কোন রোগ ব্যাধিতে আ'মাল করা চাই। রোজানা একবার আয়াতগুলো পাঠ করে পানিতে দম করে সে পানি পান করার অভ্যাস করা উত্তম।

১০২। যে কোন মাকছুদ হাছিলের জন্য ক্বুরআন খতমের নিয়ম ঃ

জুমুআর দিন প্রথম হতে ছূরা মায়েদার শেষ পর্যন্ত, শনিবার ছূরা আন্‌আম হতে ছূরা তওবার শেষ পর্যন্ত, রবিবারে ছূরা ইউনুছ হতে ছূরা মরিয়মের শেষ পর্যন্ত সোমবার ছূরা-ত্ব-হা হতে ছূরা কাছাছ শেষ পর্যন্ত, মঙ্গলবার ছূরা আনকাবুত হতে ছূরা ছদ শেষ পর্যন্ত, বুধবারে ছূরা জুমুআ হতে ছূরা আর রহমান শেষ পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার ছূরা ওয়াক্বিয়াহ হতে ক্বুরআন শেষ পর্যন্ত পড়ে সিজদায় পতিত হবে এবং নিজের মাকছুদের জন্য আল্লহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করে দুআ' করবে। এই খতমে সবরকম মাকছুদ পুরা হয়ে থাকে। এ খুব পরীক্ষিত আ'মাল যারা দ্রুত তিলাওয়াত করতে পারেন তাঁরা ইচ্ছা করলে অতি সহজে এ আ'মালের দ্বারা লাভবান হতে পারেন। বিশেষ করে যে সব ছাত্ররা ক্বুরআন পাকের হিফজ শেষ করেছে তাদের জন্য এ আ'মাল বড়ই সহজ কারণ তাদেরকে 'সপ্তাহে সপ্তাহে ক্বুরআন পাকের এক খতম কমপক্ষে দেওয়াই লাগে ইয়াদ ঠিক রাখার জন্য ফলে হাফিজ সাহেবগণ এই আ'মালের দ্বারা অতি সহজে বেশী লাভবান হতে পারেন। তাঁদের নিজেদের জন্য, তাঁদের মাতা পিতার জন্য অথবা যে কোন জায়েজ মাকছুদের জন্য তাঁরা দুআ' করে বিশেষভাবে লাভবান হতে পারেন।

১০৩। সুখ বৃদ্ধি ঃ

ছুরা-কদর, ছুরা কাফিরূন ও ছুরা এখলাছ এগার বার করে পাঠ করতঃ পাক পানিতে ফুঁক দিয়ে তা নতুন কাপড়ে ছিটিয়ে দিবে। ঐ কাপড় যতদিন ব্যবহারে থাকবে, ততদিন ইনশাআল্লহ তাআ'লা সুখ শান্তিতে কাল কাটাবে।

১০৪। ঘরে প্রবেশ ও ঘরে থেকে বের হওয়ার দুআ' ঃ

ঘরে প্রবেশ করার সময় ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নলিখিত দুআ'টি পাঠ করবে। ঘরে প্রবেশের সময় প্রথমে ঘরের লোকজনদেরকে ছালাম দেয়া; ঘরে যদি কোন লোক নাও থাকে তথাপিও ছালাম দেয়া। পূর্ণ ছালাম বলা যথা "আচ্ছালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহ ওয়া বারাকাতুহূ" এই হলো পূর্ণ ছালাম, ছালামের সাথে অন্য কোন কথা বা বাক্য বলা বা যোগ করা ঠিক নহে, বিদআ'ত। ছালামের পর দুআ'টি পাঠ করা এবং একবার ছুরা ইখলাস ও যে কোন দরূদ শরীফও একবার পাঠ করে নেয়া চাই। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে দুআ'টি একবার পড়ে নেয়া এরপর বিছমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লহ একবার পড়া এবং আয়তুল কুরছিও একবার পড়ে নেয়া চাই।

(١٠٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমি আপনার নিকট ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হবার কল্যাণ ও বরকতের জন্য প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লহ তাআ'লার নামে ঘরে প্রবেশ করছি আর ঘর থেকে বের হচ্ছি। আমরা আল্লহ তাআ'লার উপর যিনি আমাদের সকলের পালন কর্তা তাঁর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করলাম।"

১০৫। ভীষণ বিপদাশংকার সময়ের দু'আ' ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমরা রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের খিদমতে আরয করলাম ঃ ইয়া রছূলাল্লহ! এহেন নাযুক মুহূর্তের জন্য কোন বিশেষ দু'আ আছে কি? আতঙ্কের আতিশয্যে আমাদের হৃদপিন্ড যেন লাফিয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে যাচ্ছে। হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লহ তাআ'লার দরবারে এ ভাবে দুআ' করঃ

(١٠٥) اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাদের সকল দুর্বলতা ঢেকে রাখুন এবং আমাদের অস্থিরতাকে স্থিরতায় পরিণত করুন।" এই দুআ' যে কোন অসুবিধায় ও ভয় ভীতির সময় পড়া চাই। সফরে গমনকালীন বিশেষ করে বিদেশ সফরে থাকাকালীন দৈনিক সকলের এই দুআ' পড়ার অভ্যাস করা চাই।

১০৬। সফরে গমন কালে পঠিত দুআ' ঃ

সফরে গমনেচ্ছুক ব্যক্তি সফর শুরু করার পূর্বে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঘরের সকলকে নিয়ে একত্রে দুআ' খায়ের করে সফরে বের হবে, নিজের মহল্লার মসজিদ থেকে অথবা নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে সফর শুরু করার সময় একাকী অথবা সাথী সঙ্গীসহ যখন সফর শুরু করবে তখন নিম্নের দুআ' পড়ে সফর শুরু করবে।

(١٠٦) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَ اطْوِلَنَا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّ عْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! নিশ্চয় আমরা এই সফরে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি নেকী, তাকওয়া, আপনার ভয়, পরহেজগারী আর ঐ সকল নেক কাজ ও আ'মাল যার উপর আপনি রাজি খুশী ও সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। হে আল্লহ! এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ সাধ্য করে দিন এবং উহার দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা দান করুন। হে আল্লহ! আপনি সফরে আমার সঙ্গী হয়ে যান এবং আমার পরিবার পরিজনের জন্য আপনি তাদের অভিভাবক হয়ে যান, প্রতিনিধি হয়ে যান। হে আল্লহ! আমি সফরের যাবতীয় দুঃখ আর কষ্টদায়ক দৃশ্য থেকে এবং স্ত্রী, পুত্র সন্তান সন্ততি ও ধন সম্পদের যে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হতে এবং যাবতীয় কষ্টদায়ক বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১০৭। সফরে নিরাপত্তা ঃ

ছুরা আলাক্ব (ইক্বর বিছমি রব্বিকাল লাযী খালাক্বঃ ১৯ আয়াত বিশিষ্টঃ ৩০ পারা) সফরের সময় লিখে সঙ্গে রাখলে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত সকল প্রকার বিপদ হতে ইন্নশাআল্লহ তাআ'লা নিরাপদ থাকবে।

১০৮। গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দুআ' ঃ

যখন কোন গ্রামে বা শহরে প্রবেশ করবে তখন এই দুআ' পাঠ করবে তা হলে ঐ গ্রামে বা শহরে অবস্থানকালে যাবতীয় ক্ষতির থেকে নিরাপদ থাকবে।

(١٠٨) اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَآ اَظْلَلْنَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَآ اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَآ اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا○ (নাসাঈ, ইবনে ছুন্নী)

হে সাত আছমান এবং ছায়াদানকারী বস্তুসমূহ এবং সাত যমীন এবং বহনকারী বস্তু সমূহের প্রভু এবং শয়তান গোষ্ঠি ও ভ্রষ্টকারী বস্তুসমূহের প্রতিপালক এবং বাতাস আর যা উড়িয়ে নেয় তার পালনকর্তা, আমি আপনার নিকট এ জনপদের মঙ্গল এবং জনপদবাসী এবং জনপদে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুর মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এ জনপদের অমঙ্গল এবং জনপদবাসীর এবং জনপদে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুর অমঙ্গল হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এ দুআ'টির সাথে নিচের দুআ'টিও পড়ে নেয়া উত্তম

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাকে মঙ্গলের সাথে প্রবেশাধিকার দান করুন এবং মঙ্গলের সাথে বের করুন এবং আপনার নিকট থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন।"

১০৯। সফর হতে দেশে বা বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনকালে পঠিত দুআ'ঃ

(١٠٩) اٰئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ○

অর্থাৎ "আমি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছি, আল্লহ তাআ'লার এবাদত করছি তাকে সেজদা করছি এবং তাঁরই প্রশংসা করছি। যিনি আমাদের সকলের লালন পালনকারী রব, পরোয়ারদিগার।"

১১০। মঞ্জিল বা কোথাও গিয়ে অবস্থান করার দুআ' ঃ

এক সাহাবী এসে হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছালামকে বল্লেনঃ ইয়া রছূলাল্লহ (ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম) আমাকে অনেক সময় বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হয় যেখানে না না প্রকার হিংস্র জন্তুর ভয় থাকে। হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম তাকে বলেন এই দুআ' পাঠ করবে তাহলে কোন কিছুই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(١١٠) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ○

অর্থাৎ "আল্লহ তা'আলার সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুর অনিষ্টতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লহ তাআ'লার পূর্ণ কালামের আশ্রয় নিচ্ছি।"

"হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন স্থানে অবস্থানের সময় উপরোক্ত দু'আ পাঠ করে তবে সেখান থেকে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত তার কোন রূপ ক্ষতি সাধন হবে না।" সুতরাং যখনই নিজের পুর্বের স্থান ছেড়ে অন্য এলাকায় বা অন্য স্থানে পৌছিবে তখনই নতুন স্থানে এই দুআ' আবার পড়ে নিবে।

১১১। যাবতীয় ভয় বা ক্ষতির থেকে নিরাপদ থাকার দুআ' ঃ

(١١١) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○

এই দুআ' পাঠ করেই হযরত খালিদ বিন ওলিদ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বিষ পান করে এক কাফিরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিষের কোন ক্ষমতা নেই। সকাল সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করলে যাবতীয় ক্ষতির থেকে নিরাপদ থাকা যায়। ছোট বাচ্চারা কথা বলা শিখলে তাদেরকেও এ দুআ' শিক্ষা দেয়া এবং যাবতীয় বিপদ মুক্ত থাকার জন্য সকাল সন্ধ্যায় আ'মাল করান চাই।

১১২। কোন লোকের বা অন্য কোন কিছুর ভয়ের কারণ হলে পঠিত দুআ' ঃ

(١١٢) اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّ لَاۤ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ○

১১৩। সওয়ারী বা যান বাহনে চড়ার সময় পঠিত দুআ ঃ

সওয়ারীর উপর অর্থাৎ যে কোন যান বাহনে চড়ার সময় প্রথমে ডান পা রেখে বিছমিল্লাহ পুরা পাঠ করবে। পরে সওয়ার হয়ে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে। তারপর তিন বার আল্লহু আকবার বলে নিম্ন লিখিত দুআ' পাঠ করবে।

(١١٣) سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○

১১৪। সওয়ারীর দুআ' পাঠ করার পর নিম্নলিখিত ইছতিগফারটি একবার পড়া ঃ

(١١٤) سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاۤ اَنْتَ ○

১১৫। নৌযানে পঠিত দুআ' ঃ

(١١٥) بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১৬। যান বাহনে চড়ার পর বিশেষ হিফাজতের দুআ' ঃ

হযরত ইবনে আব্বাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু নবী করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি কোন প্রকার যানবাহনে আরোহণ করার পর যদি নিম্ন লিখিত দুআ' পাঠ করে তাহলে আল্লহ তাআ'লা আরোহী এবং যানবাহন উভয়কে সর্বপ্রকার জানমালের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখবেন। হযরত ইবনে আব্বাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু এই দুআ'র প্রতি এত বেশী দৃঢ় ইয়াক্বীন বা বিশ্বাস রাখেন যে, তিনি বলেনঃ এই দুআ' পাঠ করার পরেও যদি কোন আরোহীর জানের বা যানবাহনের অর্থাৎ মালের কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহলে সে যেন তার জানের ও মালের যাবতীয় ক্ষতি পূরণ কাল

কিয়ামতের দিন আমার নিকট হতে (অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আনহুর থেকে) পুরাপুরি আদায় করে নেয়। সুতরাং এই দুআ'টিও বিশেষভাবে সকলের পড়ে নেয়ার অভ্যাস করা চাই।

(١١٦) وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

অর্থাৎ "আল্লহ তাআ'লার প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল ঐ সকল লোকেরা (কাফিররা) তা করল না। কিয়ামতের দিন সমগ্র যমীন তাঁর (আল্লহ তাআ'লার) কুদরতী হাতের মুঠোয় থাকবে। আসমানকে গুটিয়ে ডান হাতে রাখবেন। আসলে আল্লহ তাআ'লা ঐ সকল মুশরীকদের শিরক্ থেকে পবিত্র, মহান ও গৌরবময়।"

১১৭। জুমুআর দিন ৮০ (আশি) বার দরূদ পড়ার দ্বারা ৮০ (আশি) বৎসরের গুনাহ মাফ ঃ

গুনাহ্ মাফের এবং ছওয়াব লাভের বিষয়ে দরূদ শরীফের এক বিশেষ অবদান রয়েছে। হুযূরে পাক ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরূদ প্রেরণ করা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা কি না স্বয়ং আল্লহ ছুবহা-নাহু ওয়া তাআলা নিজে ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দরূদ ও ছালাম প্রেরণ করে থাকেন এবং মুমিনদেরকেও নবীর উপর দরূদ ও ছালাম প্রেরণ করতে বলা হয়েছে। এ হেতু আমাদের সকলের উচিৎ দৈনিক বহুল পরিমাণে হুযূরে পাক ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরূদ ও ছালাম প্রেরণ করা। উত্তম দরূদ হলো যা নামাজের মধ্যে পাঠ করা হয় তা ছাড়াও ছোট বড় বহু প্রকার দরূদ রয়েছে যার যেমন খুশী আ'মাল করতে পারেন। যাঁরা দৈনিক নিয়মিত বহুল পরিমাণে নবীর উপর দরূদ পাঠ ও প্রেরণের আ'মাল করে থাকেন তাঁরা নিঃসন্দেহে বড়ই ভাগ্যবান লোক। আর যারা সারা সপ্তাহের মধ্যে তেমন গুরুত্বের সাথে অথবা দুনিয়ার মোহে ভুলে একবারও দরূদ পাঠাল না তাদের উচিৎ যে অন্ততঃ পক্ষে জুমুআর দিন আশি বার দরূদ পাঠ করার দ্বারা ৮০ (আশি) বৎসরের গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়া।

হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আমার উপর আশি বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার আশি বৎসরের

গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। হযরত আবু হুরয়রহ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আছরের নামাজের পর আপন জায়গা থেকে উঠার আগে আশিবার এই দরূদ শরীফ পাঠ করবে

(১১৭) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ ۣالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا ০

"আল্লহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনি ন্নাবিয়্যিল উম্মিয়ি ওয়া আ'লা আ-লিহী ওয়া ছাল্লিম তাছালীমা"। তার আশি বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং আশি বৎসরের ই'বাদাতের ছওয়াব তার আ'মাল নামায় লিখা হবে। দুআ' দরূদ, তাছবীহ্ আঙ্গুলে গণনা করে পড়াই উত্তম কেননা বহু হাদীছে আঙ্গুলে গুণে গুণে পড়ার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা এই আঙ্গুলই কিয়ামতের দিন আমাদের নেকীর বিষয় সাক্ষ্য দান করবে। শাইখুল হাদীছ হযরত হাফিজ মাওলানা যাকারিয়াহ্ ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহি বলেন, আমরা দৈনন্দিন জীবনে এই হাত দ্বারা কতশত গুনাহের কাজই না করে থাকি, ক্বিয়ামতের কঠিন ময়দানে যদি অতশত গুনাহের সাক্ষ্য দেয়ার সাথে সাথে কিছুটা নেকীর সাক্ষ্যও পাওয়া যায় তবুও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। (ফাজাইলে দরূদঃ শাইখুল হাদীছ হযরত হাফিজ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রঃ))

আ'মালটি করতে মাত্র সামান্য কয়েক মিনিট সময় লাগে কিন্তু শয়তান দুনিয়ার নানা কাজের খেয়াল দিলের মধ্যে ঢেলে অবশেষে আর আ'মালটি করতে দেয় না। এ দরূদটির ফজীলতের কথা অনেকেই জানেন কিন্তু আ'মাল করতে পারেন না তার একমাত্র কারণ হলো শয়তানের কৌশলপূর্ণ আক্রমণ। এই জন্য আ'মালটি করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া দরকার এবং আ'মালটি না করে কখনও নামাজের স্থান থেকে উঠা চাই না! একান্ত যদি ঠেকা বশতঃ দুনিয়ার অথবা দ্বীনী কোন জরুরী কাজ বা আ'মাল ঐ সময়ে করার প্রয়োজন হয় যথা মসজিদ, মাদ্রাসা, দাওয়াত ও তাবলীগের কোন জরুরী কাজ এসে পড়ে তবে পরে হলেও আ'মালটির কাজা আদায় করে দেয়া চাই। তাতেও ইনশাআল্লহ তা'আলা ছওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ বান্দা যখন কোন আ'মাল ইস্তিকামাতের সাথে অর্থাৎ নিয়মিত দৃঢ়তার সাথে করতে থাকে অথচ কোন অসুস্থতার কারণে বা বার্ধক্যের কারণে জোয়ান বয়সের আ'মাল আর যখন করতে পারে না তখন সুস্থ অবস্থায় এবং জোয়ান অবস্থায় যেসব আ'মাল নিয়মিত করার অভ্যাস ছিল সে সব আ'মালের ছওয়াবও ঐ অসুস্থতার এবং বার্ধক্যের সময় আল্লহ্ ছুবহা-নাহু ওয়া তাআ'লা তাকে দান করে থাকেন।

১১৮। এশার নামাজের পর চার রকাত নফল নামাজ পড়ার ছওয়াব ঃ

প্রতিদিন এশার নামাজের পর বিতর নামাজ পড়ার পূর্বে চার রকাত নফল নামাজ যে কোন ছূরা দ্বারা যদি কেউ পড়ে তাহলে তাকে সবে কদরের সমুতুল্য ই'বাদাতের ছওয়াব দান করা হয় (অর্থাৎ ৮৩ বৎসর ৪ মাস ইবাদাত করার চেয়েও বেশী ছওয়াব দান করা হয়) তা ছাড়াও যদি ঐ লোক ঐ দিন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে না পারে তবে তাকে ঐ একই আ'মালের বদৌলতে তাহাজ্জুদের সওয়াবও দান করা হয়। (ইবনে মাজা) হযরত মুফ্তী মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম ছাহেব করাচী ওয়ালা রহমাতুল্লহ আ'লাইহি তাঁর "আ'লাইকুম বিচ্ছুন্নাতি" কিতাবের মধ্যে এ আ'মালের কথা উল্লেখ করেছেন।

১১৯। সালাতুল হাজত ঃ

যখন কেহ কোন অভাবে বা বিপদে পড়ে বা কারো মনে কোন আশা আকাংখা থাকে তা দুনিয়ার হোক অথবা আখিরতের হোক তার সর্বাগ্রে খোদার দিকে রুজু হওয়া উচিত। তারপর কাজ সাধ্যের মধ্যে হলে যথোচিত চেষ্টা করবে এবং ফলের জন্য খোদার নিকট সাহায্য চাইবে ও তাঁর রহমতের উপর নির্ভর করবে। কারণ কালামে পাকের মধ্যে আল্লহ পাক বলেনঃ وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ "তোমরা ছবর ও নামাযের দ্বারা তোমাদের মাকছুদ সমূহে আল্লহ তাআ'লার সাহায্য প্রার্থনা কর"। হাদীছ শরীফে এই সাহায্য প্রার্থনার একটি বিশেষ নিয়ম বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লহ ইবনে আওফা রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু হতে বর্ণিত আছে হযরত রছুলে মাকবুল ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন, কারও কোন মাকছুদ থাকলে প্রথমে ভালরূপে ওযু করবে, তারপর দু'রকাত নামাজ পড়ে আল্লহ তাআ'লার প্রশংসা করবে, ছূরা ফাতিহা পড়বে এবং নবী আ'লাইহিচ্ছালামের প্রতি দরূদ পড়বে, পরে এই দুআ'টি পড়বে

(১১৯) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ، اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ

وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ০

আল্লহ তা'আলার প্রশংসার মধ্যে এই কিতাবের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর এ যা লিখা আছে তা কমপক্ষে একবার অথবা একাধিকবার পড়বে এবং দরূদে ইব্রাহীম যা নামাযের মধ্যে পড়া হয়, উহাই পড়া উত্তম এবং নিজের যে কোন মাকছুদ থাকে তা আল্লহ তাআ'লার নিকট চাইবে। ইনশাআল্লহু তাআ'লা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

১২০। এস্তেখারার নামায ঃ

যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন আগে আল্লহ তাআ'লার দরবারে খায়ের বরকতের জন্য দুআ' করে নিবে তারপর কাজে হাত দিবে। এই মঙ্গল প্রার্থনাকেই আরবীতে 'এস্তেখারা' বলে। হাদীছ শরীফে সব কাজের পূর্বে এস্তেখারা করে লওয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ ফরমান ঃ 'আল্লহ তাআ'লার নিকট খায়ের ও বরকতের জন্য দুআ' না করা বদবখ্‌তির আলামত।' ফরয ওয়াজিব এবং নাযায়েয কাজের জন্য কোন এস্তেখারা নেই। বিবাহশাদি, বিদেশ যাত্রা, বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি যাবতীয় মোবাহ কাজের আগে এস্তেখারা করে তারপর কাজ করবে, তাহলে ইনশাআল্লহ তাআ'লা ফল ভাল হবে পরে অনুতাপ করতে হবে না।

(١٢٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَآ اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَآ اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ০ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ

عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَ يَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَ اصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَ اقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ০

ভাবার্থঃ "হে আল্লহ! আপনি জানেন আমি জানি না, আপনি ক্ষমতাবান, আমি অক্ষম অর্থাৎ ভবিষ্যতের এবং পরিণামের খবর অন্য কেউই জানে না, একমাত্র আপনিই জানেন, এবং আপনিই সর্বশক্তিমান। মন্দকেও ভাল করে দিতে পারেন কাজের শক্তিও আপনিই দান করেন চেষ্টাকে ফলবতীও আপনিই করেন। কাজেই আমি আপনার নিকট মঙ্গল চাই এবং কাজের শক্তি প্রার্থনা করছি। হে আল্লহ! যদি এই কাজটি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য; আমার দুনিয়ার জন্য এবং আমার পরিণাম ও আকেবতের জন্য আপনি ভাল মনে করেন তবে এই কাজটি আমার জন্য আপনি নির্ধারিত করে দিন এবং উহা আমার জন্য সহজলভ্য করে দিন এবং উহাতে আমার জন্য খায়ের বরকত দান করুন। পক্ষান্তরে যদি এই কাজটি আমার পক্ষে, আমার দ্বীনের পক্ষে বা দুনিয়ার পক্ষে বা পরিণামের হিসেবে আমার জন্য মন্দ হয়, তবে এই কাজকে আমা হতে দুরে রাখুন আর যেখানে মঙ্গল আছে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন এবং তাতেই আমি যেন সন্তুষ্ট থাকি। যখন ('হাযাল আমরা') শব্দটি মুখে উচ্চারণ করবে তখন যে কাজ করার ধারণা করেছে মনে মনে তা স্মরণ করবে। তারপর পাক বিছানায় ওযুর সাথে পশ্চিম দিকে (কেবলার দিকে) মুখ করে শয়ন করবে। ভোরে উঠে মন যেদিকে ঝুকে বলে মনে হয় তাই করবে তাতেই ইনশাআল্লহ তাআ'লা ভাল হবে। (অনেকে মনে করে, এস্তেখারা দ্বারা গায়েবের রহস্য জানা যায় বা স্বপ্নে কেহ বলে দেয় ইহা জরুরী নহে। তবে স্বপ্নে কিছু জানতেও পারে, নাও জানতে পারে।)

যদি এক দিনে মন ঠিক না হয়, তবে পর পর সাত দিন এস্তেখারা করবে। তা হলে ইনশাআল্লহ তাআ'লা ভাল মন্দ বুঝা যাবে। (আল্লহ তাআ'লার কাছে মঙ্গলের জন্য দু'আ করাই এস্তেখারার আসল উদ্দেশ্য সুতরাং মন কোন দিকে না ঝুঁকলেও এস্তেখারা করে কাজ করলে আল্লহ তাআ'লার রহমতে মঙ্গলই হবে।)

হজ্বে যাওয়ার জন্য এই ভেবে এস্তেখারা করবে না যে, যাবে কি না যাবে। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট তারিখে জাহাজে যাবে কি না তজ্জন্য এস্তেখারা করবে।

যদি কোন কারণে এস্তেখারার নামায পড়তে না পারে, অন্ততঃ দু'আটি কয়েকবার পড়ে নিবে তবুও এস্তেখারা ছাড়বে না। অন্ততঃ اَللّٰهُمَّ خِرْلِىْ وَ اخْتَرْلِىْ হলেও পড়ে নিবে। অনেক সময় ছোট খাট কাজকর্ম করার সময়েও মন স্থির করা যায় না যথা বাজারে যেয়ে কোন কিছু বেচা-কিনার সময়; দু'টি বা কয়েকটি জিনিসের মধ্যে শুধু একটি অথবা একাধিক জিনিস পছন্দ করার সময়, কোথাও যাওয়া আসার সময় কোন্ গাড়ীতে বা কোন্ বাসে চড়লে ভাল হয় ইত্যাদি বিষয়ে হঠাৎ মন স্থির করতে না পারলে اَللّٰهُمَّ خِرْلِىْ وَاخْتَرْلِىْ অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমার জন্য খাইর করুন, মঙ্গল করুন এবং আপনি আমার জন্য পছন্দ করে দিন, নির্ধারিত করে দিন (দু'-এর মধ্যে অথবা একাধিক জিনিসের মধ্যে যেটি উত্তম, যেটি মঙ্গলজনক সেটাই আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন।)" দু'আটা ৪১ (এক চল্লিশ) বার পাঠ করে মন যে দিকে ঝুকে সেটাই করবে তাতেই ইন্শাআল্লহ তাআ'লা ফল ভাল হবে, মঙ্গল নিহিত থাকবে।

১২১। সালাতুত তাসবীহ ঃ

হাদীছ শরীফে 'সালাতুত্ তাস্‌বীহ' নামাযের অনেক ফজীলত বর্ণিত আছে। এই নামায পড়লে অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, রছূলুল্লহ্ ছল্লাল্লহ আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম স্বীয় চাচা আব্বাস রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহুকে এই নামায শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন, "হে চাচা জান! আমি কি আপনাকে এমন দশটি উপঢৌকন ও দশটি নেয়ামত দান করবো না? অর্থাৎ দশটি কথা বলে দিবো না; যা আপনি আ'মাল করলে আল্লহ তাআ'লা আপনার আউআল, আখের (পূর্বের, পরের) নতুন, পুরাতন, ছগীরা, কবীরা, (ছোট-বড়) জানা, অজানা, (ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত) জাহেরী, বাতেনী, (প্রকাশ্যেকৃত, অপ্রকাশ্যেকৃত) সবগু'নাহ মাফ করে দেবেন। হে চাচাজান! আপনি যদি পারেন, তবে দৈনিক একবার এই নামায পড়বেন যদি দৈনিক না পারেন তবে সপ্তাহে একবার পড়বেন। যদি সপ্তাহে না পারেন তবে মাসে একবার পড়বেন, যদি মাসে না পারেন তবে বৎসরে একবার পড়বেন, যদি তাও না পারেন তবে সারা জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়বেন। (তবুও ছাড়বেন না।)" এই নামাযের (সুন্নাত) নিয়ম এই যে, চারি রকাআত নামাযের নিয়্যত বাঁধবে (কোন ছূরা নির্দিষ্ট নেই, অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় যে কোন ছূরা দ্বারা পড়া যায়।) তবে এই নামাযের বিশেষত্ব শুধু এতটুকু যে, চারি রকাআত নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রকাআতে '৭৫ বার করে মোট ৩০০ (তিন শ')

বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ এই তাসবীহটি পড়তে হয়। ছানা পড়ার পর ১৫ বার, আল্‌হামদুর পর ছূরা পড়েই (ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়) ১০ বার এই তাসবীহ পড়বে, তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, তারপর রুকু হতে উঠে কওমার মধ্যে ১০ বার, তারপর প্রথম সেজদায় গিয়ে সেজদার তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, সেজদা থেকে উঠে ১০ বার, দ্বিতীয় সেজদায় তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার এ পর্যন্ত এক রকাআত হলো এবং এক রকাআতে মোট ৭৫ বার তাস্‌বীহ হলো। তারপর আল্লহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে এইরূপে দ্বিতীয় রকাআত পড়বে। তৃতীয় ও চতুর্থ রকাআতে এইরূপে পড়বে। (কেহ কেহ বলেছেন এই নামাযে ছূরা আসর, কাওসার, কাফেরুন ও এখলাস পড়া বা তাগাবুন, হাশর, ছফ ও হাদীদ পড়া ভাল।) এই চারি রকাআতে যে কোন ছূরা পড়তে পারে, কোন ছূরা নির্দিষ্ট নেই। যাদের দুনিয়াবী কাজ কর্মের ঝামেলা কম তাদের জন্য রোজানা একবার এ নামায পড়া অতি উত্তম আর যারা খুব ব্যস্ত লোক তাদের জন্য কম পক্ষে সপ্তাহে একবার পড়ার অভ্যাস করা, তা না হলে সাধারণত আর পড়াই হয় না। সপ্তাহে হয় প্রতি বৃহস্পতিবারে অথবা জুমুআর দিন মসজিদে আযানের আগে হাজির হয়ে নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে নিয়মিত আদায় করার অভ্যাস করা। মেয়েরা ঘরের মধ্যে পড়ার অভ্যাস করবে এবং বাচ্চাদের সামনে এই নামাজের ফজীলত বলে মাঝে মধ্যে পড়ার জন্য তাদেরকেও উৎসাহিত করবে।

১২২। ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়ার অতি সহজ আ'মাল ঃ

যে ব্যক্তি মাগরিবের দু'রকাত ছুন্নাতের পর কোন প্রকার কথা বার্তা না বলে দু'রকাত নফল নামাজ পড়বে আর প্রতি রকাতে ছূরা ফাতিহার পর শুধু ছূরা ফালাক ও ছূরা নাছ একত্রে এই দু' ছূরা দ্বারা নামাজ আদায় করবে আল্লহ তাআ'লা তাকে মৃত্যুর সময় ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করবেন।

১২৩। মউতের সময় ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়ার দু'আ' ঃ

যে ব্যক্তি এই দু'আ দৈনিক সকাল সন্ধ্যা একবার করে পাঠ করবে শয়তান মৃত্যুর সময় কখনও তাকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। অর্থাৎ তার ঈমান কেড়ে নিতে পারবে না এই দুআ' নিয়মিত পড়ার বরকতে আল্লহ ছুবহা-নাহু ওয়া তাআ'লা মৃত্যুর সময় ফেরেস্তা পাঠিয়ে কালিমার তালকিন করে ঈমানের সাথে তার মৃত্যু দান করবেন।

(١٢٣) اَللّٰهُمَّ لَقِّنِّىْ حُجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ۝

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাকে আপনি মৃত্যুর সময় ঈমানের দলীল অর্থাৎ খালেছ দিলে কালিমা তাওহীদের স্মরণ দান করুন।" (হিসনে হাসীন)

১২৪। রুগ্ন অবস্থায় নিজের জন্য পঠিত দুআ' ঃ

রুগ্ন ব্যক্তি রোগাগ্রস্ত অবস্থাতে রোজানা ৪০ (চল্লিশ) বার নিম্নলিখিত আয়াত (দুআ' হিসেবে) পাঠ করবে।

(١٢٤) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○

অর্থাৎ "তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তুমি পবিত্র নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের মধ্যে একজন।" হাদীছ শরীফে এসেছে যে মুসলমান রুগ্ন অবস্থায় নিজে উপরোক্ত আয়াত চল্লিশবার পাঠ করবে, সে যদি ঐ রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তবে সে চল্লিশ জন শহীদের সওয়াব লাভ করবে। আর যদি সুস্থ হয়ে ওঠে তবে তার জীবনের সমুদয় গুনাহরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। (হিসনে হাসীন)।

১২৫। মৃত্যু ঘনিয়ে এলে পঠিত দুআ' ঃ

যখন কারো মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে এ কথা অনুধাবন করতে পারলে কেবলার পানে মুখ করে নিম্ন দুআ' পাঠ করবে।

(١٢٥) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِىْ وَ الْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আর আমার প্রতি রহম করুন, দয়া করুন এবং আমাকে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুগণের সাথে (অর্থাৎ আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও সলেহীনের সাথে) মিলিত করুন।"

বর্তমান যুগের দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের সূর্য হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলইয়াছ ছাহেব (প্রথম হযরতজ্বী) রহমাতুল্লহ আ'লাইহি ১২ই জুলাই ১৯৪৪ সনে বুধবার দিবাগত রাতে দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের পূর্বে বললেন, "আজ রাতে আমার কাছে এমন লোকদের থাকা উচিত যাঁরা শয়তান ও ফিরিশতাদের আলামতের মাঝে পার্থক্য বুঝে।" মাওলানা ইনআ'মুল হাসান ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহিকে (তৃতীয় হযরতজ্বীকে) জিজ্ঞাসা করলেন, اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ দুআ'টা যেন কি? তিনি পুরো দুআ' স্মরণ করিয়ে দিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتَكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আমার গোনাহ যত হোক নিশ্চয় আপনার মাগফিরত আরো প্রশস্ত আর আমার আ'মাল নয় আপনার রহমতই একমাত্র ভরসা।"

এ দুআ' তাঁর মুখে লেগে থাকলো। শেষ রাতের দিকে মাওলানা ইউসুফ ছাহেব রহমাতুল্লহ আ'লাইহিকে (দ্বিতীয় হযরতজ্বীকে) বললেন, "আয় বেটা ইউসুফ! আমার বুকে আয়! আলিংগন কর! আমি তো চললাম!"

এই বলার সাথে সাথে ভোর রাতে আযানের কিছু আগে তিনি তাঁর প্রাণ 'প্রাণদাতার' হাতে অর্পণ করলেন।

(মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াছ (রহঃ) ও তাঁর দ্বীনী দাওয়াত নামক কিতাব থেকে গৃহীত)

১২৬। মৃত্যু কষ্ট লাঘব হওয়ার দুআ' ঃ

(١٢٦) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ○

অর্থাৎ "হে আল্লহ! আপনি আমাকে মৃত্যু কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা আর ছাকরাতুল মাউত অর্থাৎ রূহ কবজের সময় যাবতীয় দুঃখ কষ্টের থেকে আমাকে সাহায্য করুন।"

হাদীছ শরীফে এসেছে যে আল্লহ তাআ'লা তাঁর ফেরেশতাদের নিকট বলেন যে, আমার মুমিন বান্দা আমার নিকট সর্বপ্রকার কল্যাণ ও রহমত পাওয়ার অধিকারী। কেননা আমি যখন আমার বান্দার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থান থেকে তাঁর রূহ কবচ করছি এই বেদনা বিধুর মর্মান্তিক মুহূর্তেও বান্দা আমাকে ভুলেনি। আমার প্রশংসা ও আমার নিকট দুআ' করতে মশগুল। সুতরাং মৃত্যুর সময় উপরোক্ত মাছনুন দুআ' অর্থাৎ ছুন্নাত দুআ' পাঠ করা এবং আল্লহ তাআ'লার হামদ ও ছানা পাঠ করার মধ্যে মশগুল থাকা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

১২৭। মৃত্যু সংবাদ ও ক্ষতিতে পঠিত দুআ' ঃ

(মৃত ব্যক্তির ইনতিকালের কারণে ঘরের ও পরিবার পরিজনের যারা শোকে নিপতিত হন তারা এই দুআ' পাঠ করবেন।)

(١٢٧) اِنَّ لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَ اخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا○

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লহ তাআ'লার জন্য আর আমরা সকলেই তার নিকটেই প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লহ! আপনি আমাকে এই বিপদে প্রতিদান দান করুন এবং আমাকে উহার পরিবর্তে উত্তম প্রতিদান দান করুন।" এই দুআ' যে কোন প্রকার ক্ষতিতে এবং মুছিবতে পড়তে

হয় তাহলে এই দুআ'র কারণে আল্লহ তাআ'লার পক্ষ থেকে দুনিয়া ও আখিরতে উত্তম প্রতিদান, উত্তম বদলা পাওয়া যায়।

১২৮। মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামাবার সময় পঠিত দুআ' ঃ

(١٢٨) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ٥

অর্থাৎ "এই যমীনের মাটি থেকেই আমি তোমাকে একদিন সৃষ্টি করেছিলাম আর ঐ মাটিতেই তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম, আবার ঐ মাটি থেকেই পুনরায় তোমাকে উত্থিত করবো। আল্লহ তাআ'লার নামে আর আল্লহ তাআ'লার পথে আর রছূলে করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের মিল্লাতের উপর তোমাকে দাফন করলাম।"

১২৯। কালিমা তৈয়্যিবা ৭০ (সত্তর) হাজার বার পাঠ করার নিছাবঃ

শায়খ আবু ইয়াজিদ করতুবি রহমাতুল্লহ আ'লাইহি বলেন, আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু" পড়বে সে দোজখ হতে নাজাত পাবে। এ শুনে আমি এক নিছাব অর্থাৎ ৭০ (সত্তর) হাজার বার আমার বিবির জন্য কয়েক নিছাব আমার নিজের জন্য পড়ে আখিরতের পুঁজি সঞ্চয় করি। আমার নিকটেই একজন যুবক থাকত "আহলে কাশ্‌ফ" হিসেবে তার সুনাম ছিলো, সে নাকি জান্নাত ও দোজখ দেখতে পেত কিন্তু এর সত্যতা সম্বন্ধে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিলো। এক বার ঐ যুবক আমার সাথে খানায় শরীক ছিলো। হঠাৎ সে চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং তার শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। সে বললঃ "আমার মা দোজখে জ্বলছে। আমার মায়ের অবস্থা আমার দৃষ্টি গোচর হলো।" করতুবি রহমাতুল্লহ আ'লাইহি বলেন, আমি যুবককে আতংকগ্রস্ত দেখলাম। আমার খেয়াল হলো তাঁর মায়ের নামে এক নিছাব বখশিশ্ করে দেই যদ্বারা তার সত্যতাও যাচাই হয়ে যাবে। অতঃপর আমার নিজের জন্য ৭০ (সত্তর) হাজার বারের যত নিছাব ছিলো তা হতে তার মায়ের জন্য এক নিছাব চুপে চুপে বখ্‌শিয়ে দিলাম যার খবর একমাত্র আল্লহ্ ছুবহা-নাহু ওয়া তাআ'লা ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু ঐ যুবকটি তৎক্ষণাত বলে উঠলো চাচাজান! আমার মা দোজখের আযাব হতে মুক্তি পেয়ে গেলো। করতুবি রহমাতুল্লহ আ'লাইহি বলেন যে এই ঘটনার দ্বারা আমার দু'টি উপকার হলো। একে তো ৭০ (সত্তর) হাজার বারের যে বরকত শুনেছিলাম তা প্রমাণিত হলো। দ্বিতীয়তঃ ঐ নওজোয়ানের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো।

কালিমা তৈয়্যিবা ৭০ (সত্তর) হাজার বার পাঠ করার নিছাব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আ'মাল। ক্বুরআনে পাকের আয়াতে এবং বহু হাদীছে পাকের মধ্যে কালিমায়ে তৈয়্যিবার বিভিন্ন প্রকার ফজীলত বর্ণিত হয়েছে যা উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে ৭০ (সত্তর) হাজার বার কালিমা পাঠের জন্য সকল মুসলমান নর-নারীকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। আমরা অনেকেই এই ফজীলতটির কথা জানি। ফাজাইলে আমা'ল কিতাব থেকে মসজিদে এবং ঘরের তালিমেও আমরা অনেকে বহুবার পড়েছি অথবা ফজীলতটির কথা শুনেছি কিন্তু তার পরেও বড়ই দুঃখের বিষয় যে পরস্পর খোঁজ খবর নিলে দেখা যায় যে, ফজীলতটির কথা কেবল শুনা ও শুনানর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে বাস্তবে আ'মালের মধ্যে এসেছে খুব কম! এই বিশেষ ফজিলতটি যাতে আমরা সকলেই ব্যাপকভাবে লাভ করতে পারি তার জন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা দরকার। কারণ যে আ'মালের দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে সে আ'মাল কখনও সাধারণ আ'মাল হতে পারে না। শুধু তাই নয় বরং যে আ'মালের দ্বারা জাহান্নামী হওয়ার পরও, দোজখবাসী হওয়ার পরও জাহান্নাম থেকে, দোজখ থেকে নাজাত পাওয়ার, চির মুক্তি পাওয়ার সনদ রয়েছে, নিশ্চয়তা রয়েছে সে আ'মাল কখনও সাধারণ আ'মাল হতে পারে না। সুতরাং এই বিশেষ আ'মালের দ্বারা আমাদের সকলকেই ব্যাপকভাবে লাভবান হওয়া দরকার। কারণ এমন লোক আমাদের মধ্যে কয়জন আছে যে, স্বীয় গুনাহের কারণে, বদ আমালের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়নি? ফলে এমন একটি সহজ আমা'লের দ্বারা আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। এই জন্য বিশেষ গুরুত্বের সাথে এই আ'মালটি করতে হবে।

ধীরস্থির ভাবে দৈনিক যদি কেউ ১,০০০ (এক হাজার) বারও পড়ে তা হলে প্রায় আধাঘন্টা সময় লাগে। এভাবে সত্তর দিন পড়লে ৭০ (সত্তর) হাজার বারের এক নিছাব পূর্ণ হয়ে যাবে। দৈনিক আধা ঘন্টা খাছ সময় ব্যয় করে আ'মালটি আদায় করা খুবই উত্তম। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে দৈনন্দিন চলা-ফেরা, উঠা-বসা, কাজ-কর্মের মধ্যে অল্প অল্প সময় বের করে হলেও আ'মালটি করতে থাকা। ঘরের, পরিবারের এবং পরিচিত মহলের সকলেই যাতে এই বিশেষ আ'মালটি যত্নের সাথে করেন তার জন্য আলাপ আলোচনা চালাতে হবে এবং পরস্পর খোঁজ-খবর রাখতে হবে যে কার কত নিছাব হলো আর তা না হলে দেখা যাবে যে, সকলের জীবনের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, অথচ আ'মাল করা সম্ভব হচ্ছে না। সকলেই নিজের জন্য, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা- নানী, ওস্তাদ, শ্বশুর, শাশুড়ী, খালা, ফুফু ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় স্বজনের জন্য বেশ কয়েক নিছাব পরিমাণ অগ্রীম অবশ্য পড়ে রাখা চাই। নফছ ও শয়তান

মানুষকে কখনও কোন নেক আ'মাল করতে দিবে না। নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি করে, আর যখন কোন নেক আ'মাল অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন বাধাটাও বড় মজবুত, বড় জোরদার, বড় কৌশল পূর্ণ হয়। ফলে আমাদেরকেও আ'মালটি ব্যাপকভাবে করার জন্য পূর্ব থেকেই, প্রথম থেকেই কৌশলী হতে হবে তাহলে ইনশাআল্লহ ছুবহা-নাহু ওয়া তাআ'লা আমরাও নফছ ও শয়তানের মোকাবেলায় বহুলাংশে জয়ী হতে পারব। এই জন্য বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ত করা যে মৃত্যু পর্যন্ত কম পক্ষে ১০০ (একশত) নিছাব আদায় করা; যাদের বয়স পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পার হয়ে গেছে অথচ এখনও পর্যন্ত কোন নিছাব আদায় করার সৌভাগ্য হয়নি তাদের নিয়ত করা যে বাকী জীবনে কম পক্ষে ৭০ (সত্তর) নিছাব আদায় করবে। যাদের বয়স ৪০ চল্লিশ অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর পার হয়ে গেছে অথচ কোন নিছাব আদায় হয়নি তাদের নিয়ত করা বাকী জীবনে কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) নিছাব আদায় করা এবং যাদের বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পার হয়ে গেছে তাদের অন্ততঃ পক্ষে ১০ (দশ) থেকে ২০ (বিশ) নেছাব পরিমাণ আদায় করার পাকা নিয়ত থাকা চাই। আ'মালটি শুরু করার সাথে সাথে হিসেব রাখা চাই। প্রতি এক হাজার বারের পর খাতায় বা নোটবুকে লিখে রাখা যাতে সহজে হিসেব রাখা যায়। প্রতি দশ পনের বার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ্" পড়ার পর একবার "লা- ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রছূলুল্লহ" কালিমাটি পুরা পড়া চাই। কোন গণনার ম্যাশিনে বা যন্ত্রে না পড়ে তাছবী দানাতে পড়া উত্তম এবং তার চেয়েও উত্তম হলো হাতের অঙ্গুলীতে পাঠ করা। কারণ তাতে আ'মালেরও ছওয়াব লাভ হলো এবং সাথে সাথে কিয়ামতের দিন হাত ও অঙ্গুলিসমূহ সাক্ষ্য দান করবে। হাতের অঙ্গুলিতে এক হাজার বার গণনার সহজ নিয়ম হলো, ডান হাতের আঙ্গুলের 'করে' কালিমার নিছাবটি পড়তে থাকা এবং বাম হাতের আঙ্গুলে হিসেব রাখা তাতে বাম হাতের আঙ্গুলের মোট বিশটি 'করে' বিশ বার গণনা করলে চারিশত বার হবে এভাবে দু'বারে আটশত বার হবে এরপর বাম হাতের অর্ধেক অর্থাৎ দশ 'কর' পর্যন্ত গণনা করলে মোট এক হাজার বার হবে এতে আর তাছবীতে গণনার প্রয়োজন হবে না। প্রতি এক হাজার বার হলে লিখে রাখা তাতে সঠিক হিসেব রাখা সহজ হবে। এভাবে ৭০ (সত্তর) হাজার বারের নিছাব পূর্ণ করে জমা করে রাখা এবং কোন নিকট আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর সাথে সাথে তার রূহের মাগফিরতের জন্য বখশিয়ে দেয়া।

১৩০। সকল মূর্দাগণের রূহের উপর ছওয়াব বকশিয়ে দেয়ার জন্য বিশেষ নফল নামাজ ঃ

প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে (অর্থাৎ জুমুআর রাত্রে) দু'রকাত নফল নামাজ পড়া, প্রথম রকাতে ছূরা ফাতিহার পর ছূরা ক্বাফিরূন

একবার এবং দ্বিতীয় রকাতে ছূরা ফাতিহার পর ছূরা ইখলাছ (ক্বুল হুওয়াল্লহু আহাদ) একবার পড়ে দু'রকাত নামাজ যথারিতি আদায় করে সকল মুর্দাগণের রূহুতে বকশে দেয়া তাতে মুর্দাগণ এই নামাজের ছওয়াব প্রাপ্ত হন এবং তারা খুব খুশী হন।

১৩১। রোজানা-দৈনিক দু'রকাত নফল নামাজ পড়ে সকল মুর্দাগণের রূহুতে বকশে দেয়া ঃ

প্রথম রকাতে ছূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরছি একবার, ছূরা আলহাকু মুত্তাকাছুর একবার এবং ছূরা ইখলাছ ১১ (এগার) বার, দ্বিতীয় রকাতও ঐ একই নিয়মে, একই ছূরা দ্বারা পড়তে হবে। নামাজ শেষ করার পর ৭০ (সত্তর) বার যে কোন দরূদ শরীফ পাঠ করে সকল মুর্দাগণের রুহুতে এর ছওয়াব বকশে দেয়া যার ছওয়াব নেয়ার জন্য আল্লহ তা'আলা ৭০ (সত্তর) জন ফেরেস্তা পাঠিয়ে দেন যারা এই নামাজের ছওয়াবকে মুর্দাগণের কবরে পৌছে দেন যাঁর ফলে সকলের কবর আলোকিত হয়ে যায়।

১৩২। কতিপয় ছূরার বিশেষ উপকারীতা ঃ

ছূরা ইখলাছের উপকারীতাঃ (ক্বুলহুঅল্লহু আহাদ) এই ছূরা সব সময়ে পড়ার অভ্যাস করলে সব রকম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সব অশান্তি হতে রক্ষা পাওয়া যায়। ক্ষুধার সময় পড়লে ক্ষুধা নিবারিত হয়। পিপাসার সময় পড়লে শান্তি হয়। সর্বদা يَا صَمَدُ (ইয়া ছমাদু) পড়লে পানাহারের বেশী দরকার পড়ে না। তাছাড়াও এই ছূরা তিনবার পাঠ করলে এক ক্বুরআন খতমের ছওয়াব পাওয়া যায়। ফজরের পর দশবার পড়লে সারাদিন শয়তানের ধোকা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

ছূরা ফীলঃ দুশমনের সাথে মোকাবিলার সময় পড়লে ইনশাআল্লহ তাআ'লা জয় লাভ হয়।

ছূরা কুরাইশঃ (লিঈলাফি) পড়ে খাদ্য বস্তুতে ফুঁক দিয়ে খেলে ঐ খাদ্য বস্তুর সকল প্রকার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকা যায়।

ছূরা মাউনঃ (আরআয়তাল্লাজী) পড়ে ব্যবহারের জিনিসপত্রে, আসবাবপত্রে দম করলে সুরক্ষিত থাকে।

ছূরা কাওছারঃ (ইন্না আ'তয়না) জুআর রাত্রে এই ছূরা এক হাজার বার এবং দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়লে হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য হয়।

রোগ, যাদু টোনা হতে আত্মরক্ষাঃ ছূরা ফালাক ও ছূরা নাছ পড়ে ঝাড়লে রোগ, যাদু টোনা বদ নযর ইত্যাদি বিনষ্ট হয়। ভোরে ও শয়নকালে পড়লে সকল প্রকার বিপদ হতে মুক্ত থাকা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আখিরত সম্পর্কে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ

(١) اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ
اَحْسَنُ عَمَلًا (٢) الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (٣) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ
لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ
الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ (٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ
عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا
مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (٥) اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ
(٦) وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ
الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٧) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ
وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ
بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٨) قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ
عَدَدَ سِنِيْنَ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ
الْعَادِّيْنَ (٩) وَلَوْ لَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا
لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ
عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ ۝
وَزُخْرُفًا وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى
الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١١)
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ
مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفّٰهُ

حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (١٢) فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا
وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (١٣) وَنَحْشُرُهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَاْوٰهُمْ
جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝ (١٤) وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ
ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ
كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝ (١٥)
يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ (١٦) يَقُوْلُ
يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۝ (١٧) حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَ ۝ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا
كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝
(١٨) فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ
وَاَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ (١٩) حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَ هُمُ
الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ ۝ (٢٠) حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرْقُ
قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوْا اِسْرَاءِيْلَ
وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِيْنَ ۝ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ
اٰيَةً وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝ (٢١) يَوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ
تُرٰبًا ۝ (٢٢) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ
مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ (٢٣) وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا

وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ (٢٤) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ (٢٥) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٢٦) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ (٢٧)
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ (٢٨) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ
وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٢٩) وَيَوْمَ يَعَضُّ
الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ
سَبِيْلًا يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا (٣٠) اَلْاَخِلَّاءُ
يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ (٣١) يَوْمَ يَفِرُّ
الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ
امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ (٣٢) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا
وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ
نّٰصِرِيْنَ (٣٣) وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُّبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ
الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ
وَاَخِيْهِ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ
يُنْجِيْهِ كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ
وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى (٣٤) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا
اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ (٣٥) خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمَّ فِىْ
سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ (٣٦) كُلَّمَا اُلْقِىَ
فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ قَالُوْا بَلٰى قَدْ

جَاۤءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ
اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا
فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (٣٧) لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى (٣٨) لَا
يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى (٣٩) يَوْمَ نَقُوْلُ
لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ (٤٠) رَبَّنَا
اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ (٤١)
رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ قَالَ اخْسَئُوْا
فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ (٤٢) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا
مُسْلِمِيْنَ (٤٣) وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا (٤٤) اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ
اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا
يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا
تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٤٥) قَالَ عَلَيْهِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ
(٤٦) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَامُ اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ (٤٧)
فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا
الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ فِى
الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ (٤٨) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى
كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً (٤٩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حُبُّ
الدُّنْيَا رَاْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ (٥٠) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ
الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى
قَلْبِ بَشَرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

আখিরত সম্পর্কে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ-এর তরজমা

(১) নিশ্চয় ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু রয়েছে, তা আমি উহার জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ করে দিয়েছি, যেন আমি মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে কে অধিকতর ভাল কাজ করে। (ছূরা কাহ্ফঃ আয়াত ৭, পারা ১৫) (২) যিনি মউত ও হায়াত (মৃত্যু ও জীবন) সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে,তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম কাজ করতে পারে। (ছূরা মুল্কঃ আয়াত ২, পারা ২৯) (৩) আপনি বলে দিন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অতি সামান্য (কয়েক দিনের জন্য মাত্র) আর আখিরত (পরকাল) ঐ ব্যক্তির জন্য সর্বদিক দিয়ে উত্তম যে আল্লহ তাআ'লাকে ভয় করে,আল্লহ তাআ'লার নাফরমানি (বিরোধিতা) থেকে বেঁচে থাকে এবং তোমাদের প্রতি চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না; (অন্যায় করা হবে না)। তোমরা যেখানেই থাক, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু আসবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যেই থাক না কেন। (ছূরা নিছাঃ আয়াত ৭৭-৭৮, পারা ৫) (৪) প্রত্যেক প্রাণ (ধারী) কেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান ক্বিয়ামত দিবসেই পাবে। অতএব, যাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হলো এবং জান্নাতে (বেহশ্তে) প্রবেশ করানো হলো, প্রকৃতপক্ষে সেই পূর্ণ সকলকাম হলো; আর দুনিয়ার জীবন ধোকা ছাড়া, প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নহে। (ছূরা আলে ই'মরানঃ আয়াত ১৮৫, পারা ৪) (৫) জেনে রেখ যে, (পরকালের তুলনায়) পার্থিব জীবন কখনও বাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য নহে, কেননা, এটাতো কেবল খেলা-ধূলা ও তামাশা এবং (একটা বাহ্যিক) জাঁকজমক মাত্র। (ছূরা হাদীদঃ আয়াত ২০, পারা ২৭) (৬) আর এই পার্থিব জীবন খেলা ধূলা ছাড়া আর কিছুই নহে; বস্তুত পরকালের জীবনই হলো সত্যিকারের জীবন, যদি তারা এটা জানতে পারতো। (ছূরা আনকাবুতঃ আয়াত ৬৪, পারা ২১) (৭) আর যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে তা সব (একদিন) শেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লহ তাআ'লার কাছে রয়েছে তা চিরদিন বাকী থাকবে (কোন দিন শেষ হবে না)। আর যারা ছবর করবে, অটল থাকবে (যাবতীয় ভাল কাজের জন্য এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য) আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের পুরস্কার প্রদান করব যে সব ভাল কাজ তারা দুনিয়াতে করেছিল। (ছূরা নহলঃ আয়াত ৯৬, পারা ১৪) (৮) আল্লহ তা'আলা (ক্বিয়ামতের দিন) বলবেন, তোমরা বৎসরের গণনা হিসাবে কি পরিমাণ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, হয়ত একদিন অথবা একদিনের চেয়েও কম সময় পৃথিবীতে ছিলাম, সুতরাং গণনাকারীগণকে জিজ্ঞাসা করুন। (ছূরা মু'মিনঃ আয়াত ১১২-১১৩, পারা ১৮) (৯) আর যদি এ না হত (এ ভয় না থাকত) যে প্রায় সমস্ত মানুষই কাফির হয়ে যাবে (মুসলমানসহ) তবে যারা দয়াময়

আল্লহ তা'আলার সাথে কুফরী করে, আমি তাদের জন্য তাদের গৃহসমূহের ছাদ রৌপ্যের করে দিতাম এবং সিঁড়িগুলোও (রৌপ্যের করে দিতাম) তারা যার উপর দিয়ে আরোহণ করে এবং তাদের গৃহগুলোর কপাট এবং খাটও (রৌপ্যের করে দিতাম) যার উপর হেলান দিয়ে বসে। আর এই সমস্ত স্বর্ণের করে দিতাম আর এইগুলো কিছুই নহে কেবল পার্থিব জীবনে ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসের উপকরণ মাত্র। শেষে সবই বিলীন হয়ে যাবে। আর আখিরত আপনার রবের সমীপে মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে। (ছূরা যখরুফঃ আয়াত ৩৩-৩৫, পারা ২৫) (১০) (হে সত্যান্বেষী!) আপনাকে যেন নগরসমূহে কাফিরদের গমনাগমন ধোকায় না ফেলে, প্রতারিত না করে। মাত্র কয়েকদিনের উপভোগ অতঃপর তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান। (ছূরা আলে ই'মরান আয়াত ১৯৬-১৯৭, পারা ৪) (১১) আর যারা কাফির, তাদের আ'মালসমূহ, কার্যকলাপ যেন একটি মরুভূমির মরীচিকা, পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে; এমন কি যখন উহার নিকটে পৌছিল, তখন কিছুই পেল না এবং তথায় (পানির পরিবর্তে) আল্লহ তাআ'লার নির্ধারিত মৃত্যুকে পেল। আর আল্লহ তাআ'লা তার আয়ুর হিসাব পুরাপুরি শেষ করে দিলেন, এবং আল্লহ তাআ'ল্লা অতি ত্বরিৎ হিসেব করে থাকেন। (ছূরা নূরঃ আয়াত ৩৯, পারা ১৮) (১২) অতএব, তারা (কাফিররা দুনিয়াতে) অল্প কয়েকদিন হেসে খেলে নিক, আর (আখিরতে) অনন্তকাল কাঁদতে থাকুক সে সকল কাজের বিনিময়ে যা তারা দুনিয়াতে অর্জন করতেছিল। (ছূরা তাওবাহঃ আয়াত ৮২, পারা ১০) (১৩) আর আমি ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে (নাফরমানদেরকে) অন্ধ, বোবা ও বধির করে মুখের ওপর ভর দেওয়ায়ে হাঁটাবো, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই উহা কিছু নিস্তেজ হতে থাকবে তখনই তাদের জন্য সতেজ করে দিব। (ছূরা বনি ইসরাঈলঃ আয়াত ৯৭, পারা ১৫) (১৪) আর যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে (অর্থাৎ আমার নছীহত থেকে, আমার আদেশ নিষেধ থেকে) মুখ ফিরাবে তবে তার জন্য হবে সংকীর্ণতার জীবন এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব। সে বলবে, হে আমার রব! আপনি কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালেন? অথচ আমিতো দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লহ তাআ'লা বলবেন, এজন্য যে তোমার নিকট আমার নির্দেশসমূহ পৌছেছিল, কিন্তু তুমি তার প্রতি কোন কর্ণপাত করনি আর সে জন্যই আজ তোমার প্রতিও কোন লক্ষ্য করা হবে না। (ছূরা ত্বহাঃ ১২৪, পারা ১৬) (১৫) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লহ তাআ'লাকে ভয় করতে থাক, আর তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, তোমরা আগামীকল্যের জন্য কি অগ্রীম প্রেরণ করেছ, আর তোমরা আল্লহ তাআ'লাকে ভয় করতে থাক; নিঃসন্দেহে আল্লহ তাআ'লা তোমাদের

কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন। (ছূরা হাশরঃ আয়াত ১৮ পারা ২৮) (১৬) অতঃপর (মানুষ সে দিন) বলবে, হায়! যদি আমি আমার এই (পরকালের) জীবনের জন্য কোন কাজ (কোন নেক আ'মাল) পূর্বেই পাঠিয়ে রাখতাম। (ছূরা ফাজরঃ আয়াত ২৪, পারা ৩০) (১৭) এমন কি যখন তাদের মধ্যে হতে কারও মৃত্যু এসে পড়ে, তখন সে বলতে থাকে হে রব! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন। তা হলে আমি যে স্থান ছেড়ে এসেছি তথায় (যেয়ে) নেক কাজ করব। কখনও না; এটা একটা বাজে কথা মাত্র যা সে বলছে; আর তাদের সম্মুখে এক অন্তরাল রয়েছে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত। (ছূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ৯৯-১০০, পারা ১৮) (১৮) আর আমি যা তোমাদেরকে দান করেছি, তা হতে ব্যয় কর তার পূর্বে যে তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, অনন্তর সে বলে হে আমার রব! আমাকে কেন আরও কিছুদিনের সময় দিলেন না যে আমি দান খয়রাত করে নিতাম? এবং ছলিহীনের (নেককারদের) অন্তর্ভুক্ত হতাম। আর আল্লহ তাআ'লা কখনও কাউকে অবকাশ দেন না, যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে। আর আল্লহ তাআ'লা তোমাদের সমস্ত কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন। (ছূরা মুনাফিকুনঃ আয়াত ১১, পারা ২৮) (১৯) এ পর্যন্ত যে যখন তাদের মধ্যে কারও সম্মুখে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে আমি এখন তওবা করছি। (ছূরা নিছাঃ আয়াত ১৮, পারা ৪) (২০) এমন কি যখন সে (ফির্আ'উন) নিমজ্জিত হতে লাগলো, তখন বলতে লাগলো আমি ঈমান এনেছি যে, বনী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম। (ফির্আ'উনের উক্তি শ্রবণ করে আল্লহ তাআ'লা বললেন) এখন ঈমান আনলে? অথচ (এর) পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নাফরমানী করতে ছিলে এবং ফ্যাসাদীদের দলভুক্ত ছিলে। অতএব, আজ আমি তোমার লাশকে (মৃতদেহকে) উদ্ধার করবো, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক; আর প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে গাফেল রয়েছে। (ফির্আ'উন সসৈন্যে সমুদ্র গর্বে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলদের মনে সন্দেহ হলো যে, ফিরআ'উন হয়ত মরেনি, পিছনে রয়ে গেছে অথবা কোন কলা কৌশলে বেঁচে গিয়েছে। আল্লহ তাআ'লা ফিরআউনের লাশকে পানির উপরে ভাসিয়ে দিলেন এবং বনী ইসরাঈলের ভীতি ও সন্দেহ দূর করলেন) (বয়ানুল ক্বুরআন) (ছূরা ইউনুছঃ আয়াত ৯০, পারা ১১) (২১) যেই দিন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বহস্তে কৃত কর্মসমূহ স্বচক্ষে দর্শন করবে যা সে অগ্রীম হিসেবে পাঠিয়েছিল, আর তারা কাফিররা বলবে, হায়! যদি আমি (আজ) মাটি হয়ে যেতাম! (শেষ বিচারের পর সকল ইতর প্রাণীদিগকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে আর তা দেখে কাফিররা অনুতাপ করে

বলবে, হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম তবে দোযখ থেকে মুক্তি পেতাম) (ছূরা নাবাঃ আয়াত ৪০, পারা ৩০) (২২) আর তোমাদের উপর অবশ্য নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষণকারী ফেরেশতাগণ, সম্মানিত লিখকগণ। যারা তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ অবগত আছেন। (ছূরা ইনফিতারঃ আয়াত ১০-১২, পারা ৩০) (২৩) আর যদি আ'মাল রাই দানা পরিমাণও হয় তবে তাও আমি উপস্থিত করবো; আর আমি হিসেব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট। (ছূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৪৭, পারা ১৭) (২৪) অনন্তর যেই ব্যক্তি (দুনিয়াতে) রেণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যেই ব্যক্তি রেণু পরিমাণ বদ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। (ছূরা যিল্‌যালাঃ আয়াত ৭-৮, পারা ৩০) (২৫) যার ঈমানের পাল্লা ভারী হবে সেত তার বাসনানুরূপ সুখে অবস্থান করবে। (২৬) আর যার (ঈমানের) পাল্লা হালকা হবে তবে তার বাসস্থান হাবিয়া হবে; আর আপনার কি জানা আছে উহা কি? (উহা) একটি প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। (ছূরা ক্বারিয়াহঃ আয়াত ৬-১১, পারা ৩০) (২৭) যে দিন (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন) তাদের যবানগুলো ও তাদের হস্তসমূহ এবং তাদের পদসমূহ তাদের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিবে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। (ছূরা নূরঃ আয়াত ২৪, পারা ১৮) (২৮) আজ আমি তাদের মুখসমূহে মোহর মেরে দিব এবং তাদের হস্তসমূহ আমার সম্মুখে কথা বলবে এবং তাদের পদসমূহ সাক্ষ্য দিবে যা কিছু তারা করতো। (ছূরা ইয়াছীনঃ আয়াত ৭৫, পারা ২৩) (২৯) আর সেই দিন অনাচারী ব্যক্তি (চরম দুঃখে) স্বীয় হস্তদ্বয় কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে, কি উত্তম হত! যদি আমি রছূলের সাথে দ্বীনের পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! কি উত্তম হত যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (ছূরা ফুরক্বানঃ আয়াত ২৭-২৮, পারা ১৯) (৩০) সমস্ত বন্ধু বান্ধব সেই দিন (বিচার দিবসে) একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে, কেবল মুত্তাকীগণ ব্যতীত। (ছূরা যাখরুফঃ আয়াত ৬৭, পারা ২৫) (৩১) যেই দিন মানুষ নিজের ভাই হতে পলায়ন করবে এবং নিজের মাতা ও পিতা হতে এবং স্বীয় পত্নী ও সন্তান সন্ততি হতে (অর্থাৎ সে দিন কেউ কারো প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না)। তাদের প্রত্যেকেরই এমন ব্যস্ততা হবে যে তা তাকে অন্যদিকে মনোযোগী হতে দিবে না (ছূরা আবাসাঃ আয়াত ৩৪-৩৭, পারা ৩০) (৩২) নিশ্চয়, যারা কাফির এবং মৃত্যুও হয়েছে কুফ্‌রের অবস্থাতেই, তবে কখনও তাদের কারো কাছ থেকে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা বিনিময় স্বরূপ তা দিতে চায়। তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে এবং এদের কোন সাহায্যকারীও হবে না। (ছূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ৯১, পারা ৩) (৩৩) আর কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না যদিও তাদের একের সাথে অন্যকে দেখা সাক্ষাৎ করান হবে; অপরাধী (অর্থাৎ যার জাহান্নাম বা দোযখের

ফয়সালা হয়ে যাবে সে) এটাই চাবে যে, সেই দিনের আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তি পণস্বরূপ পুত্রগণকে এবং স্বীয় পত্নী ও ভাইকে এবং পরিবারবর্গকে যাদের মধ্যে সে বাস করতো এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত অধিবাসীগণকে প্রদান করে অতঃপর উহা (ঐ মুক্তিপণ) তাকে রক্ষা করে তা কখনও হবে না; সেই অগ্নি এমন জ্বলন্ত হলকা যা চর্ম পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে। উহা (অগ্নি) সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতো এবং মুখ ফিরিয়ে থাকতো এবং ধন সঞ্চয় করতো, অতঃপর উহাকে সংরক্ষণ করতো। (ছূরা মাআ'রিজঃ আয়াত ১০-১৮, পারা ২৯) (৩৪) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজ দিগকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদিগকে সেই অগ্নি হতে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তরসমূহ, তথায় (দোযখে) কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফেরেস্তাগণ (নিয়োজিত) রয়েছেন, তাঁরা কোন বিষয়ে আল্লহ দুআ'লার নাফরমানী করেন না, যা তাঁদেরকে আদেশ করেন আর যা তাঁদেরকে আদেশ করা হয়, তাঁরা তৎক্ষণাৎ তা পালন করেন। (ছূরা তাহরীমঃ আয়াত ৬, পারা ২৮) (৩৫) (এইরূপ লোকদের সম্বন্ধে অর্থাৎ নাফরমানের সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে যে,) তাকে ধর এবং তাকে বেড়ি লাগাও। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাকে এমন একটি শৃংখলে আবদ্ধ কর যার পরিমাণ সত্তর গজ। (ছূরা আল হাক্বাহঃ আয়াত ৩০-৩২, পারা ২৯) (৩৬) যখন দোযখে কোন একটি দল নিক্ষিপ্ত হবে, তখন উহার রক্ষণগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের নিকট কি কোন ডরানেওয়ালা, ভয় প্রদর্শনকারী (নবী-রছূল, আ'লিম, দাওয়াত ও তাবলীগের লোক) আসেন নি? তারা বলবে, নিশ্চয় আমাদের নিকট ভয়প্রদর্শনকারী এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাদেরকে অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লহ তাআ'লা এসব কিছুই নাযিল করেন নি। (আর) তোমরা মহাভ্রমে পতিত আছ। আর (এটাও) বলবে, যে (হায়) যদি আমরা শুনতাম কিংবা বুঝতাম তবে আমরা দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। (ছূরা মূলকঃ আয়াত ৮-১০, পারা ২৯) (৩৭) সে তথায় (দোযখে) মরবেও না, আর বাঁচবেও না। (ছূরা ত্বহাঃ আয়াত ৭৪, পারা ১৬) (৩৮)(এবং) তথায় তারা সেই প্রথম মৃত্যু ব্যতীত যা পৃথিবীতে হয়েছিল, আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না।(অর্থাৎ তারা আর কোন দিন মরবে না) (ছূরা দুখানঃ আয়াত ৫৬, পারা ২৫) (৩৯) যেই দিন আমি দোযখকে বলব যে, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? এবং সে বলবে আরও কিছু আছে কি? (ছূরা ক্বফঃ আয়াত ৩০, পারা ২৬) (৪০) (এবং বলবে) হে আমাদের রব্ব! বস্ (আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুলে গিয়েছে।) আমরা দেখলাম এবং শুনলাম অতএব আমাদিগকে (পৃথিবীতে) পুনরায় পাঠিয়ে দিন আমরা নেক কাজ করতে থাকব, নিশ্চয়

আমরা (এখন) পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েছি। (ছূরা সেজদাহঃ আয়াত ১২, পারা ২১) (৪১) হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে উহা হতে (দোযখ হতে) বের করে দিন, অতঃপর যদি পুনরায় এই রূপ করি, (অর্থাৎ কোন গুনাহের কাজ বা আপনার নাফরমানী করি) তবে নিশ্চয় আমরা পূর্ণ অপরাধী। আল্লহ তাআ'লা (ধমক দিয়ে) বলবেন, ইহাতেই (দোযখেই) পড়ে থাক তিরস্কৃত হয়ে এবং আমার সাথে (কোন) কথা বল না। (ছূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১০৭-১০৮, পারা ১৮) (৪২) কাফিররা বারংবার কামনা করবে যে কি উত্তম হত যদি তারা (পৃথিবীতে) মুসলমান হত (ক্বিয়ামত দিবসে এবং জাহান্নামের মধ্যে বার বার তারা মুসলমান হওয়ার জন্য আকাংখা করতে থাকবে বিশেষ করে যখনই কোন নূতন যন্ত্রণা শুরু হবে তখন বুঝতে পারবে কুফরীর কারণে এবং মুসলমান না হওয়ার কারণে তাদের এই আযাব এবং সর্বশেষে সামান্য ঈমানের কারণে মুসলমানেরা যখন দোযখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করবে তখন কাফিররা এই উক্তি অধিক পরিমাণে করতে থাকবে। বয়ানুল ক্বুরআন) (ছূরা হেজরঃ আয়াত ২, পারা ১৪) (৪৩) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখিরত পাওয়ার নিয়ত রাখে (অর্থাৎ আখিরতের সফলতা চায়) এবং উহার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করে যদি সে মু'মিনও হয়, এরূপ লোকের চেষ্টা কবুল হবে (গ্রহণযোগ্য হবে।) (ছূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত ১৯, পারা ১৫) (৪৪) মনে রেখ! আল্লহ তাআ'লার ওলিদের (বন্ধুদের) না কোন ভয় আছে, না কোন চিন্তা আছে, তাঁরা হলেন সেই সব লোক যাঁরা ঈমান এনেছেন এবং গোনাহ থেকে পরহেয করে থাকেন, বেঁচে থাকেন। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে, দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালেও; আল্লহ তাআ'লার বাক্যসমূহে কোন পরিবর্তন হয় না; এটা হলো বিরাট সফলতা। (ছূরা ইউনুছঃ আয়াত ৬২-৬৪, পারা ১১) (৪৫) রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত (বা বেহেশ্ত) (হাদীছঃ মুসলিম শরীফ) (৪৬) রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহিওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেনঃ দুনিয়া হল আখিরতের শস্য ক্ষেত্র স্বরূপ। হাদীছ (৪৭) রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহিওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেনঃ খোদার কছম, আখিরতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো এই যে, সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখ উহা কি পরিমাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। হাদীছ (৪৮) রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহিওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লহ তাআ'লার কাছে যদি দুনিয়ার দাম একটা মাছির ডানার তূল্য হতো তাহলে আল্লহ তাআ'লা কোন কাফিরকে উহা হতে এক ঢোক (পানিও) পান করাতেন না। হাদীছ (৪৯) রছূলে করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া

ছাল্লাম এরশাদ করেনঃ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা যাবতীয় গুনাহের মুল। হাদীছ। (৫০) রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ আল্লহ তাআ'লা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন অনেক কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছি যা না কোন চক্ষু কখনো দর্শন করেছে এবং না কোন কর্ণ কখনো শ্রবন করেছে আর না মানুষের দিলের কল্পনায় কখনো এসেছে।"- (মুত্তাফাকুন আলাইহি- বুখারী ও মুছলিম শরীফ।)

আল্লহ তাআ'লার ওয়াহ্দানিয়াত ও কুদরত (একত্ববাদ ও অসীম ক্ষমতা) সম্পর্কে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ

(١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ قَوْمًا تَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَكَّرُوْا فِىْ خَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوْا قَدْرَهُ (٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ (٣) اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (٤) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ○ (٥) اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○ (٦) وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْآ اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○ (٧) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ○ (٨) قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ (٩) فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○ (١٠) اَفَلَمْ يَنْظُرُوْآ اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ

بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ (١١) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ (١٢) اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ (١٣) اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (١٤) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ (١٥) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ (١٦) وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (١٧) اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ (١٨) اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ (١٩) اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٢٠) اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٢١) اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○ (٢٢) وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٢٣) وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٤) وَقَالُوْآ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ○ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ (٢٥) وَقَالُوْآ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ○ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ○ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ قُلْ عَسٰٓى

أَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝ (٢٦) لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ۝ (٢٧) وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا (٢٨) اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (٢٩) اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ (٣٠) اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ (٣١) اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ (٣٢) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝ (٣٣) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝ (٣٤) اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ (٣٥) وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ (٣٦) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۝ (٣٧) وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّاتَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ

الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ (٣٨) كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (٣٩) وَ اِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَ مَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝ (٤٠) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝ (٤١) وَ لَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ (٤٢) قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝ (٤٣) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝ (٤٤) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ۝

আল্লহ তাআ'লার ওয়াহ্দানিয়াত ও কুদরত (একত্ববাদ ও অসীম ক্ষমতা) সম্পর্কে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ-এর তরজমা

(১) হযরত ইবনে আ'ব্বাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু হতে বর্ণিত আছে, একদা কোন এক দল লোক আল্লহ তাআ'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতেছিল। রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লাম তাদেরকে বললেন, আল্লহ তাআ'লার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা কর না। কারণ, তাঁর মর্যাদার আন্দাজ কখনো করতে পারবে না। (এইজন্য আল্লহ্ তাআ'লার পরিচয় পেতে হলে, তাঁর অসীম কুদরত ও ক্ষমতাকে বুঝতে হলে তাঁর সৃষ্টি জগৎকে, তাঁর কুল কায়নাতকে তথা তার নিখিল বিশ্বকে দেখতে হবে)। হাদীছ (২) (আর) যারা না দেখে (অদৃশ্যভাবে) আল্লহ্ তাআ'লাকে ভয় করে এবং (আল্লহ তাআ'লার প্রতি) নিরোগ আত্মা

(মনোনিবেশকারী অন্তর) সহ উপস্থিত হবে। (তারাই প্রকৃত সফলকাম হবে অর্থাৎ নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।) (ছূরা ক্বফ্ঃ আয়াত ৩৩, পারা ২৬) (৩) আমিই আল্লহ্, আমি ছাড়া আর কেহ মা'বুদ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার যিক্‌রের (আমার স্মরণের) জন্য নামায পড়। (ছূরা ত্ব-হাঃ আয়াত ১৪, পারা ১৬) (৪) নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা তাঁর সাথে শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না এবং তাছাড়া অন্যান্য পাপগুলি তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লহ তাআ'লার সাথে শির্‌ক (অংশী সাব্যস্ত করে) সে গুরুতর পাপে পাপী হয়ে গেলো। (ছূরা নিছাঃ আয়াত ৪৮, পারা ৫) (৫) নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লহ্ তাআ'লার সাথে শির্‌ক (অংশীস্থির) করবে, তবে তার জন্য আল্লহ তাআ'লা জান্নাতকে (বেহেশ্‌তকে) হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে দোযখ; এবং এরূপ যালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না। (ছূরা মায়েদাঃ আয়াত ৭২, পারা ৬) (৬) আর (হজরত) মূছা (আঃ) বললেন, যদি তোমরা এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সকলে মিলিত হয়েও (আল্লহ তাআ'লার) কুফ্‌রী (নাফরমানী, নাশুক্‌রী) করতে থাক, তবে আল্লহ তাআ'লা সম্পূর্ণরূপে বে-নিয়ায, প্রশংসাভাজন (অর্থাৎ তাতে তার কিছুই কমে না, কিছুই যায় আসে না) (ছূরা ইব্রাহীমঃ আয়াত ৮, পারা ১৩) (৭) হে ঈমানদারগণ! ঈমান আন আল্লহু তাআ'লার প্রতি এবং তাঁর রছূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রছূলের প্রতি নাযিল করেছেন এবং ঐ কিতার সমূহের প্রতি যা অতীতে (অন্যান্য নবীদের প্রতি) নাযিল হয়েছে; আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে আল্লহ তাআ'লাকে এবং তার ফেরেশতাগণকে এবং তার কিতাবসমূহকে এবং তাঁর রছূলগণকে এবং ক্বিয়ামত দিবসকে, তবে তো সে ভ্রষ্টতায় বহু দূরে সরে পড়েছে। (ছূরা নিছাঃ আয়াত ১৩৬, পারা ৫) (৮) এই গ্রাম্য লোকেরা বলে যে,আমরা ঈমান এনেছি (হে রছূল) আপনি বলে দিন, তোমরা কখনও ঈমান আননি। বরং এইরূপ বলো যে,আমরা ইছলামে দাখিল হয়েছি (আনুগত্য স্বীকার করেছি) এবং এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। (ছূরা হুজুরাতঃ আয়াতঃ ১৪, পারা ২৬) (৯) সুতরাং আপনি কাফিরদের আনন্দদায়ক কাজ করবেন না। (অর্থাৎ কাফেররা চায় যে দাওয়াত ও তাবলীগের কার্য তথা প্রচার কার্য আদৌ না হোক অথবা কম হোক তাতেই তাদের চরম আনন্দ) এবং ক্বুরআন দ্বারা (অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগ দ্বারা, প্রচার দ্বারা) জোরে শোরে তাদের সাথে মুকাবিলা করুন। (ছূরা ফুরকানঃ আয়াত ৫২, পারা ১৯) (আল্লহ তাআ'লার ওয়াহ্‌দানিয়াতের দাওয়াত, একত্ববাদের দাওয়াত তথা ঈমান ও ইছলামের দাওয়াত ও তাবলীগকে স্বয়ং আল্লহ্ তাআ'লা তাঁর ক্বুরআনের ভাষায় নবীকে জানিয়ে দিতেছেন যে এটাই হলো 'জিহাদান

কাবীরা' অর্থাৎ বড় জিহাদ, শ্রেষ্ঠ জিহাদ আর এই দাওয়াত রূপ 'জিহাদান কাবীরা' বড় জিহাদ, শ্রেষ্ঠ জিহাদের কার্যে সমূদয় কাফিরদের বিরোধিতা সত্ত্বেও যাতে কোনরূপ কমি বা শিথিলতা না আসে তার জন্য বিশেষভাবে আয়াত নাযিল করে তাকিদ দিতেছেন। হক্বের প্রচারের কাজ তথা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ কত বড় কাজ, কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা নবীকে বিশেষভাবে বুঝানোর জন্য আল্লহ তাআ'লা আয়াত নাযিল করে খুলে খুলে বুঝাচ্ছেন যে, আপনি তাদের অবস্থা বিশেষতঃ অধিকাংশ লোকের অর্থাৎ কাফিরদের চরম বিরোধিতা, কথায় ও কাজে দর্শন ও শ্রবণ করে প্রচার কার্যের চেষ্টায় এই ভাবে সাহস হারা হবেন না যে, "এত লোকের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি একাকী কেমন করে দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হবো।" বরং আপনি একাকীই কর্তব্য পালন করতে থাকুন। কেননা আপনাকে এই উদ্দেশ্যে নবী করে প্রেরণ করেছি যে, আপনার কষ্টের ফলে আপনার পুরস্কার ও নৈকট্য যেন আমার নিকট বৃদ্ধি পায়। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে আপনি ব্যতীত এই যুগেই (অর্থাৎ হুযুর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লামের যুগেই) প্রত্যেক বস্তীতে এক একজন করে নবী প্রেরণ করতাম এবং একা আপনার উপর দায়িত্ব চাপাতাম না। যেহেতু আপনার পুরস্কার বৃদ্ধি করাই আমার উদ্দেশ্য, কাজেই আমি তা করিনি। অতএব, এই প্রকারে এত দায়িত্ব আপনার প্রতি ন্যাস্ত করা আপনার প্রতি আল্লহ তাআ'লার নিয়ামত বিশেষ। সুতরাং এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আপনি কাফিরদের আনন্দদায়ক কার্য করবেন না। অর্থাৎ কাফিররা তো এতে আনন্দিত হয় যে দাওয়াত ও তাবলীগের কার্য, প্রচার কার্য মোটেই না হোক অথবা হ্রাস প্রাপ্ত হোক এবং তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা হোক, আপনি তৎপ্রতি লক্ষ্য করবেন না। এবং এ স্থলে বর্ণিত তাওহীদের প্রমাণগুলির অনুরূপ ক্বুরআন শরীফে আরও যে সকল সত্য প্রমাণ সমূহ উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা মহাসমারোহে তাদের সম্মুখীন হোন। অর্থাৎ সকলকে বলুন এবং বার বার বলুন এবং আজ পর্যন্ত যেমন দৃঢ়তা সহকারে কার্য করে এসেছেন তদ্রুপ ভবিষ্যতের জন্যও আপনার সাহস তেমনি দৃঢ় রাখুন) (বয়ানুলক ক্বুরআনঃ তাফসীরে আশরাফী)। আল্লহ তাআ'লা তার অসীম করুণা ও মেহের বানীর দ্বারা বর্তমান জামানায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাদেরকে দিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করাচ্ছেন এবং করাবেন, তাদেরও উচিত যে সকল অবস্থায় কাজের উপর জমে থাকা অর্থাৎ অটল ও অবিচল থাকা এবং সাথে সাথে তার জন্য দুআ'ও করা যেহেতু তাঁদের জন্যও অনুরূপ উৎসাহ ও সুসংবাদ রয়েছে। (১০) তারা কি তাদের উপরে আসমানকে দেখে না যে, আমি উহাকে কিরূপে নির্মাণ করেছি? এবং উহাকে কিরূপে সজ্জিত করেছি এবং উহাতে কোন ছিদ্র পর্যন্ত নেই। (ছূরা ক্বফঃ আয়াত ৬, পারা

২৬) (১১) আর আসমান ও যমীন এবং তন্মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা আমি খেল তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি। (ছূরা [illegible] আয়াত ৬, পারা ১৭) (১২) নিশ্চয় আমি সুশোভিত করে দিয়েছি দুনিয়ার আসমানকে এক বিচিত্র সজ্জায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা। (ছূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ১৬, পারা ১৭) (১৩) আসমান সমূহে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ঈমানদারদের জন্য (আল্লহ তাআ'লার অসীম ক্ষমতা ও একত্বের) ভূরি ভূরি প্রমাণ সমূহ রয়েছে, (ছূরা জাসিয়াহঃ আয়াত ৩, পারা ২৫) (১৪) আর আসমান সমূহে এবং ভূ-পৃষ্ঠে যে সমস্ত বস্তু রয়েছে সেই সমস্তকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন নিজের তরফ হতে। নিঃসন্দেহে, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সে সমস্ত লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা গভীর চিন্তা করে। (ছূরা জাসিয়াহঃ আয়াত ১৩, পারা ২৫) (১৫) তাঁরই আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই (সকল সৃষ্টির পূর্বে) প্রথম, আর তিনি (সকলের বিলীন হওয়ার) পরেও থাকবেন (অর্থাৎ তিনি সকল কালেই বর্তমান যিনি অনাদি অনন্ত) এবং তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত (অর্থাৎ তাঁর সত্ত্বার রহস্য উদঘাটন করতে কেউই সক্ষম নয়) আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ে ভাল রূপে জানেন। (ছূরা হাদীদঃ আয়াত ২-৩, পারা ২৭) (১৬) আর আসমানসমূহে ও যমীনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লহ তাআ'লার জন্য; আর আল্লহ তাআ'লা মহান পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (ছূরা ফাত্‌হঃ আয়াত ৭, পারা ২৬) (১৭) নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। (ছূরা হজ্জ আয়াত ১৪, পারা ১৭) (১৮) নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন (ছূরা হজ্জ আয়াত ১৮, পারা ১৭) (১৯) যখন কোন কার্যকে পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ কোন কিছু করতে চান তখন উহাকে বলেন হয়ে যাও) ব্যাস উহা হয়ে যায়। (ছূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ৪৭, পারা ৩) (২০) যখন কোন কিছুই করতে ইচ্ছা করেন তখন তার নিয়ম হলো এই যে, তিনি ঐ বস্তুকে বলেন, হয়ে যা, অমনি তা হয়ে যায়। (ছূরা ইয়াছীনঃ আয়াত ৮২, পারা ২৩) (২১) তিনিই (সবকিছু) প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পূনর্বার সৃষ্টি করবেন। আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। আরশের অধিপতি, মর্যাদাশীল। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেই ছাড়েন। (ছূরা বুরূজঃ আয়াত ১৩-১৬, পারা ৩০) (২২) এবং তাঁর জানা ব্যতীত কোন (বৃক্ষের)পত্র ঝরে না। আর কোন বীজ যমীনের অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র এবং শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কিন্তু এই সমস্তই উজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (ছূরা আনআ'মঃ আয়াত ৫৯, পারা ৭) (২৩) আর তোমরা যেটা চাও সেটা হবে না বরং নিখিল বিশ্বের মালিক আল্লহ তাআ'লা যেটা চান সেটাই হবে। (ছূরা তাকভীরঃ আয়াত ২৯,

পারা ৩০) (২৪) আর তারা (অবিশ্বাসীরা) বলতে লাগল তবে কি যখন আমরা (মৃত্যুরপর) হাড় এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমাদিগকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করে পুনরায় জীবনদান করা হবে? তাদের কি এতটুকুও জানা নেই যে, যেই আল্লহ তাআ'লা আসমান সমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এটাও করতে সক্ষম যে, তাদের অনুরূপ মানুষ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করেন এবং তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন (পুনর্জীবনের জন্য) যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। (ছূরা বনি ইসরাঈলঃ আয়াত ৯৮-৯৯, পারা ১৫) (২৫) আর তারা বলে, আমরা যখন (মরবার পর) হাড় স্তুপ এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমাদিগকে নতুনভাবে পুনরায় সৃষ্টি ও জীবিত করা হবে? আপনি বলে দিন, তোমরা (মরার পর যদি) পাথর বা লোহাও হয়ে যাও অথবা অন্য এমন কোন সৃষ্ট পদার্থ হয়ে যাও যা তোমাদের ধারণায় সুদূর পরাহত, তখন তারা বলবে তিনি কে? যিনি আমাদিগকে পুনরায় জীবিত করবেন, আপনি বলে দিন তিনি সেই (আল্লহ তাআ'লা) যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তবুও তারা আপনার সামনে মাথা নেড়ে নেড়ে বলবে তা কখন হবে? আপনি বলে দিন আশ্চর্য নয় যে তা শীঘ্রই এসে পড়বে। (ছূরা বনি ইসরাঈলঃ আয়াত ৪৮-৫১, পারা১৫ (২৬) নিঃসন্দেহে যে আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না। (ছূরা মু'মিনঃ আয়াত ৫৭,পারা ২৪) (২৭) আর তাঁরা (আসহাবে কাহ্‌ফের জমাত) তাঁদের সেই গুহায় তিন শত বৎসর ছিলেন এবং আরও নয় বৎসর বেশী। (ছূরা কাহ্‌ফঃ আয়াত ২৫, পারা ১৫) (২৮) অথবা তোমাদের এইরূপ ঘটনা জানা আছে কি? যেমন এক ব্যক্তি (হযরত উ'যাইর (আঃ) এমন এক পল্লীর ভিতর দিয়ে যেতে ছিলেন যার ঘরগুলি স্বীয় ছাদের উপর পতিত হয়েছিল। তিনি বলতে লাগলেন, কিভাবে আল্লহ তাআ'লা এই পল্লীকে (জনপদকে) জীবিত করবেন উহার মৃত্যুর পর! সুতরাং আল্লহ তাআ'লা তাঁকে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন; অতঃপর (আল্লহ তাআ'লা) তাঁকে পুনরায় জীবিত করে উঠালেন। আল্লহ তাআ'লা জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কতকাল এই (মৃত) অবস্থায় ছিলেন? তিনি বললেন, হয়ত একদিন অথবা একদিনের চেয়ে কম সময় ছিলাম। আল্লহ তাআ'লা বললেন না বরং আপনি একশত বৎসর (মৃত অবস্থায়) ছিলেন। আপনি স্বীয় পানাহার বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তা পচে গলে যায় নি এবং আপনার গাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; এবং যেন আপনাকে (পরবর্তীকালের) মানুষের জন্য একটি নযীর করে দেই। আর হাড় গুলির প্রতি দৃষ্টি করুন, আমি সেগুলিকে কেমন করে সংযোজিত করি অনন্তর উহার উপর গোশ্‌ত স্থাপন করি। অনন্তর যখন এ সমস্ত অবস্থা তাঁর

নিকট প্রকাশিত হলো তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি বিশ্বাস করি, নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা যাবতীয় জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (ছূরা বাক্বারাঃ আয়াত ২৫৯, পারা ৩) (২৯) নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা অন্তর সমূহের কথা ভালরূপে জানেন। (ছূরা লোকমানঃ আয়াত ২৩ পারা ২১) (৩০) নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা সব শুনেন এবং সব দেখেন (ছূরা মুজাদালাহঃ আয়াত ১, পারা ২৮) (৩১) নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা তোমাদের (যাবতীয়) কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত আছেন। (ছূরা হাশরঃ আয়াত ১৮, পারা ২৮) (৩২) আচ্ছা, তবে বলতো দেখি তোমরা (নারীর গর্ভে) যে শুক্র বিন্দু পৌছিয়ে থাক; উহাকে তোমরাই মানুষ বানাও, নাকি আমিই সৃজনকারী? (এ স্পষ্ট যে, আমিই সৃজন করি)। (ছূরা ওয়াক্বিয়াহঃ আয়াত ৫৮-৫৯, পারা ২৭) (৩৩) আচ্ছা তবে বলতো দেখি তোমরা যা বপন করে থাক; তা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরণকারী? (ছূরা ওয়াক্বিয়াহঃ আয়াত ৬৩-৬৪, পারা ২৭) (৩৪) (ওহে মানবজাতি!) প্রতিটি বৃক্ষের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর, যখন উহারা ফলে এবং পাকে। নিশ্চয় এই সমূদয়ের মধ্যে প্রমাণ সমূহ রয়েছে ঐ সকল লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে, বিশ্বাস করে (অর্থাৎ প্রতিটি বৃক্ষের ফল কাঁচা অবস্থায় এবং পাকা অবস্থায় আল্লহ তাআ'লার অসীম কুদরতের (ক্ষমতার) পরিচয় দান করছে) (ছূরা আনআম ঃ আয়াত ৯৯, পারা ৭) (৩৫) আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন প্রাণী এমন নেই যে, তার রিয্‌ক আল্লহ তাআ'লার যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি (আল্লহ তাআ'লা) প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান (অর্থাৎ ভূ-মণ্ডলে, বায়ূমণ্ডলে এবং পানিতে, সমুদ্র গর্ভে প্রাণীসমূহের বাসস্থান) এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে (অর্থাৎ বাপের ঔরষে, মায়ের গর্ভে এবং ডিমের ভিতরে প্রাণী সমূহের বাসস্থান) জানেন; সমস্ত কিতাবে মুবীনে (লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ) রয়েছে। (ছূরা হুদঃ আয়াত ৬, পারা ১২) (৩৬) নিশ্চয় আল্লহ তাআ'লা তিনি নিজেই সকলের রিয্‌কদাতা (এবং তিনি) শক্তিশালী অত্যন্ত ক্ষমতাবান। (ছূরা যারিয়াতঃ আয়াত ৫৮, পারা ২৭) (৩৭) আর অনেক প্রাণী এমন রয়েছে, যারা আপন খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে রাখে না, আল্লহ তাআ'লাই তাদের জীবিকা পৌছে দিয়ে থাকেন এবং তোমাদিগকেও এবং তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কে যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যরত রেখেছেন? তখন তারা এই বলবে যে, তিনি আল্লহ সুতরাং তারা আবার বিপরীত কোন দিকে চলে যাচ্ছে? আল্লহ তাআ'লা তাঁর বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিয্‌ক স্বচ্ছল করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন; নিঃসন্দেহে আল্লহ তাআ'লা সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কে- যিনি আসমান

হতে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর উহা দ্বারা মৃত (শুষ্ক) যমীনকে পুনরায় সরস ও সতেজ করেন? তখন তারা এটাই বলবে যে, তিনি আল্লাহ তাআ'লাই, আপনি বলুন আলহামদুলিল্লাহ; বরং তাদের অধিকাংশ বুঝে না। (ছূরা আ'নকাবুতঃ আয়াত ৬০-৬৩, পারা ২১) (৩৮) যখনই (হযরত) যাকারিয়া (আঃ) উত্তম প্রকোষ্ঠে তাঁর নিকট আসতেন তখন তাঁর নিকট পানাহারের বস্তু সমূহ পেতেন; এরূপ বলতেন, হে মারইয়াম! এ খাদ্য গুলি তোমার জন্য কোথা থেকে এসেছে? উত্তরে হযরত মারইয়াম (আঃ) বললেন, এ (রিয্‌ক) আল্লহ তাআ'লার নিকট থেকে এসেছে। নিশ্চয়,আল্লহ তাআ'লা যাকে ইচ্ছা (বিগাইরি হিছাব) অধিকার বিহনে রিয্‌ক প্রদান করেন। (ছূরা আলে-ইমরানঃ আয়াত ৩৭, পারা ৩) (৩৯) আর জীবিকা উপযোগী যত বস্তু আছে তার ভাণ্ডার সমস্ত আমার নিকট রয়েছে, এবং আমি তা এক নির্ধারিত পরিমাণে নাযিল করে থাকি। (ছূরা হেজরঃ আয়াত ২১, পারা ১৪) (৪০) আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করায়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (ছূরা বনি ইসরাঈল আয়াত ৭০, পারা ১৫) (৪১) এবং সমগ্রজগতে যত বৃক্ষ রয়েছে যদি উহা সমস্তই কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র রয়েছে, এ ব্যতীত এরূপ আরও সাতটি সমুদ্র (কালির স্থল) হয়, তবুও আল্লহ তাআ'লার (অসীম ক্ষমতা ও গুণাবলীর) বাক্য সমূহ সমাপ্ত হবেনা, নিঃসন্দেহে আল্লহ তাআ'লা প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (ছূরা লোকমানঃ আয়াত ২৭, পারা ২১) (৪২) (হে রছূল!) আপনি বলে দিন, যদি আমার রবের বানী সমূহ লিখার জন্য সমুদ্র (এর পানি) কালি হয়, তবে আমার রবের বাণী সমূহ পরিসমাপ্তির পূর্বে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে, যদিও ঐ সমুদ্রের অনুরূপ আরও সমুদ্রকে (উহার) সাহায্যার্থে আনয়ন করি। (সকল সমুদ্রের পানি সম্মিলিতভাবে সসীম আর আল্লহ তাআ'লার কুদরত, ক্ষমতা, জ্ঞান ও মহিমা তথা যাবতীয় গুণাবলী হলো অনন্ত অসীম) (ছূরা কাহ্‌ফঃ আয়াত ১০৯, পারা ১৬) (৪৩) সাত আসমান ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সকলেই তাঁর (আল্লহ তাআ'লার) পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে; আর কোন বস্তু এমন নেই যা প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা না করে কিন্তু তোমরা উহাদের পবিত্রতা বর্ণনা করা বুঝতে পার না। তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, পরম ক্ষমাশীল। (ছূরা বনি ইছরাঈলঃ আয়াত ৪৪, পারা ১৫) (৪৪) আর আল্লহ তাআ'লা জানেন আর তোমরা জান না। (ছূরা বাকারাঃ আয়াত ২১৬, পারা ২)

দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ

(١) وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ (٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ (٣) اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ (٤) وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (٥) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ۝ (٦) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْۤ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰۤى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ۝ (٧) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝ (٨) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ۝ (٩) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (١٠) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۝ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝ (١١) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ (١٢) وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ (١٣) اَفَلَمْ

يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ (١٤) وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥) اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ (١٦) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١٧) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (١٨) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ (١٩) يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (٢٠) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (٢١) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (٢٢) وَيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ (٢٣) وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءُ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢٤) وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا

بِاللّٰهِ وَجَاهَدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ
وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ (٢٥) وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ
جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝(٢٦) قُلْ اِنْ كَانَ
اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ
وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ
تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهِ
فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْفٰسِقِيْنَ۝(٢٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ
انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ
بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى
الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا۝ وَّيَسْتَبْدِلْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۝
(٢٨) وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ج وَاللّٰهُ وَلِىُّ
الْمُتَّقِيْنَ۝(٢٩) مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ
كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ
الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۝(٣٠) وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ
الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ط كَذٰلِكَ زُيِّنَ
لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝(٣١) وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ۝(٣٢)
وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ (٣٣) وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ
اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ۝(٣٤) حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ لا قَالَتْ
نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ

وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۝(٣٥) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لا غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّآلِّيْنَ۝(٣٦) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ط ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط
وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا۝(٣٧) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ
فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۝(٣٨) اِنَّمَا
الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝(٣٩) اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ
مُّهْتَدُوْنَ۝(٤٠) وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا
عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝(٤١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى
السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِيْنٌ۝(٤٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا
تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۝(٤٣) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ
جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (٤٤) وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا
بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ صلے وَاَحْسِنُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ۝(٤٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط
وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝(٤٦) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝(٤٧)
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ
الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا

لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ٥(٤٨) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِّمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ٥(٤٩) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا٥(٥٠) وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (٥١) فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ (٥٢) لاَتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ٥اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ٥ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ٥(٥٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ-قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٤) وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ-قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَجْمَعُ اُمَّتِىْ عَلٰى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ - (٥٥) وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ-قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ، فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ - (٥٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ-قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّكُمْ فِىْ زَمَانٍ مَّنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَاۤ اُمِرَ بِهٖ هَلَكَ، ثُمَّ يَاْتِىْ زَمَانٌ مَّنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَاۤ اُمِرَ بِهٖ نَجَا - ترمذى (٥٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ-قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَعَاۤ اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَاۤ اِلٰى ضَلاَلَةٍ كَانَ

عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا - رواه مسلم - (٥٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰى : فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - (٥٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ (٦٠) لَنْ يُّصْلِحَ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلاَّ مَا اَصْلَحَ اَوَّلَهَا ٥

দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ-এর তরজমা

(১) আর যে সকল মুহাজির এবং আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী আল্লহ তা'আলা তাঁদের প্রতি রাজি হয়েছেন, আর তাঁরা সকলে আল্লহ তাআ'লার প্রতি রাজি হয়েছেন, আর আল্লহ তাঁদের জন্য এমন উদ্যান সমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তল দেশে নহর সমূহ প্রবাহিত থাকবে, যেখানে তাঁরা চিরকাল অবস্থান করবে; উহা হলো চরম সফলতা। (ছূরা তাওবাহঃ আয়াত ১০০, পারা ১১) (২) আর যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং আল্লহ তাআ'লার রাস্তায় মুজাহাদা (মেহনত) করেছে আর যারা নিজেদের নিকট আশ্রয় দান করেছে এবং তাঁদের সাহায্য করেছে এঁরাই হলো ঈমানের পূর্ণ হক আদায়কারী, তাঁদের জন্য রয়েছে, ক্ষমা ও অতি সম্মানজনক রিযক। (ছূরা আনফাল আয়াত ৭৪, পারা ১০) (৩) নিঃসন্দেহে সৎ-কার্যাবলী মুছে ফেলে মন্দ কার্য সমূহকে; এ হলো একটা ব্যাপক নছিহত -নছিহত মান্যকারীদের জন্য। আর ধৈর্য ধারণ করুন, কেননা আল্লাহ তাআ'লা নেককারদের পূণ্য ফলকে পণ্ড করেন না। (ছূরা হুদ ঃ আয়াত ১১৪-১১৫, পারা ১২) (৪) আর আমি রছূল প্রেরণ করা ছাড়া কোন জনপদকে কখনো শাস্তি প্রদান করি না। (ছূরা বনি ইছরাঈলঃ আয়াত ১৫, পারা ১৫) (৫) আর আপনার রব এমন

নহেন যে, জনপদসমূহকে কুফরের দরুন ধ্বংস করে দেন, অথচ উহার অধিবাসীরা (পরস্পর) সংশোধনের কাজে লিপ্ত থাকে। (ছূরা হুদঃ আয়াত ১১৭, পারা ১২) (৬) আর আপনার রব জনপদগুলোকে (প্রথমেই)ধ্বংস করেন না। যেই পর্যন্ত উহার কেন্দ্র স্থলগুলোতে কোন রছূল প্রেরণ না করেন, যিনি আমার আয়াতগুলোকে পড়ে শুনান, আমি ঐ জনপদগুলোকে ধ্বংস করি না, কিন্তু ঐ অবস্থায় যখন তথাকার অধিবাসীরা অনাচার করতে থাকে। (ছূরা ক্বাছাছঃ আয়াত ৫৯, পারা ২০) (৭) হাঁ, আল্লহ তাআ'লার মসজিদগুলো আ'বাদ করা তাঁদেরই কাজ, যাঁরা আল্লহ তাআ'লার প্রতি এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর আল্লহ তাআ'লা ব্যতীত কাউকে ভয় করে না। বস্তুতঃ এই সকল লোক সম্বন্ধে আশা করা যায় যে, তারাই হলো হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের দলভুক্ত। (ছূরা তাওবাহঃ আয়াত ১৮, পারা ১০) (৮) আর আমি (আসমানী) কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি, লওহে মাহ্ফুযে (লিখার) পরে, এই জমিনের মালিক আমার নেক বান্দাগণ হবে। (ছূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ১০৫, পারা ১৭) (৯) তোমাদের মধ্যকার যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কার্যসমূহ করবে, আল্লহ তাআ'লা তাদেরকে ওয়াদা দিতেছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্বদান করে ছিলেন। (ছূরা নূরঃ আয়াত ৫৫, পারা ১৮) (১০) তোমরা পূর্ণ ছওয়াব কখনও পাবে না, যে পর্যন্ত না নিজেদের প্রিয় বস্তু আল্লহ তাআ'লার জন্য ব্যয় করবে, এবং যা কিছুই তোমরা ব্যয় কর না কেন আল্লহ তাআ'লা তা খুব ভালভাবে জানেন। (ছূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ৯২, পারা ৪) (১১) অতঃপর আল্লহ তাআ'লা যাকে হিদায়াত করতে (পথে আনতে) চান তাঁর বক্ষকে (অন্তরকে ইছলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন (ছূরা আনআ'মঃ আয়াত ১২৫, পারা ৮) (১২) আর (আল্লহ তাআ'লা) তাদের অন্তর সমূহে একতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; যদি আপনি দুনিয়ার সম্পদসমূহ সমস্তই ব্যয় করতেন, তবুও তাদের অন্তর সমূহে একতা সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লহ্ তাআ'লাই তাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন; নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন মহান পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (ছূরা আনফালঃ আয়াত ৬৩, পারা ১০) (১৩) তবে কি এই সমস্ত লোক দেশ বিদেশ সফর (ভ্রমণ) করে নি? যে ভ্রমণের দ্বারা তাদের অন্তর এমন হতো যে, তদ্দারা তারা বুঝত, অথবা তাদের কর্ণ এমন হতো যে, যদ্দারা তারা শুনতো। আসল কথা হলো চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় না বরং অন্ধ হয়ে যায় সেই অন্তর সমূহ যা তাদের (নাফরমানদের) বক্ষের মধ্যে আছে। (ছূরা হজ্ব ঃ আয়াত ৪৬, পারা ১৭) (১৪) আর ঈমানদারদিগকে সাহায্য করা (জয়ী করা) আমার জিম্মায় রয়েছে। (ছূরা রূমঃ আয়াত ৪৭, পারা ২১) (১৫)

আমি আমার রছূলগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করে থাকি এবং সে দিবসেও যেই দিন সাক্ষ্যদাতাগণ দণ্ডায়মান হবে। (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আ'মাল নামা লিখক ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য দিবেন।) (ছূরা মু'মিন আয়াত ৫১, পারা ২৪) (১৬) যে সমস্ত ফেরেশতারা আরশ বহন করে আছেন, আর যারা উহার (আরশের)চতুর্দিকে রয়েছেন, তারা স্বীয় রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছেন, এবং রবের প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্যে ইছতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন, (যে,) হে আমাদের রব (পরোয়ারদিগার)! আপনার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপী অতএব, তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিন যাঁরা তওবা করেছে এবং আপনার পথে চলছে, আর তাঁদেরকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা করুন। হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আর তাঁদেরকে অনন্তকাল অবস্থানের বেহেশতে দাখিল করুন। যার প্রতিশ্রুতি আপনিও তাদেরকে দিয়ে রেখেছেন । আর তাঁদের পিতামাতা ও তাঁদের স্ত্রীগণ এবং তাঁদের সন্তান সন্ততির মধ্যে যাঁরা বেহেশতের উপযোগী তাঁদেরকে; নিঃসন্দেহে আপনি জবরদস্ত, প্রজ্ঞাময় (ছূরা মু'মিনঃ আয়াত ৭-৮, পারা ২৪) (১৭) আপনি আপনার রবের, প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করুন হিকমতের (কৌশলের) এবং জ্ঞান গর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশ সমূহের দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন; আপনার রব সেই ব্যক্তিকেও উত্তমরূপে জানেন যে, তাঁর পথ হতে বিপথে চলে গিয়েছে এবং তিনি সুপথগামীগণকে উত্তমরূপে জানেন (ছূরা নহলঃ আয়াত ১২৫, পারা ১৪) (১৮) যাকে ইচ্ছা হিকমত (কৌশল, জ্ঞানগর্ভ কথা, ধর্মের বিশেষ জ্ঞান) দান করেন। আর যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে অতি উত্তম কল্যাণের বস্তু দান করা হলো; বস্তুতঃ নছীহত তাঁরাই কবুল করে (তাঁরাই মেনে চেল) যারা বুদ্ধিমান। (ছূরা বাক্বারাঃ আয়াত ২৬৯, পারা ৩) (১৯) হে বৎস! নামায কায়েম করতে থাক এবং সৎ কাজের উপদেশ প্রদান করতে থাক এবং মন্দ কাজ হতে বারণ করবে এবং যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয়, তাতে ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয় ইহা সাহসিকতার কার্যের অন্তর্ভুক্ত (ছূরা লোকমানঃ আয়াত ১৭, পারা ২১) (২০) পূর্ণ মু'মিন তাঁরাই যাঁরা আল্লহ ও তাঁর রছূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর উহাতে সন্দেহ করেনি, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লহ তাআ'লার পথে (দ্বীনের জন্য) শ্রম স্বীকার করেছে; এরাই সত্যবাদী (ছূরা হুজুরাতঃ আয়াত ১৫, পারা ২৬) (২১) নিঃসন্দেহে আল্লহ তাআ'লা ঈমানদারদের নিকট হতে তাঁদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ সমূহকে বেহেশ্তের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। (আক্বাবার রাত্রিতে পঁচাত্তর জন লোক মদীনায় এসে হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লাম এর হাতে বাইয়াত' করেন। তারা বললেন 'আল্লহ তাআ'লার জন্য ও আপনার জন্য

যা প্রয়োজন শর্ত আরোপ করুন।' হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন, 'আল্লহ্ তাআ'লার ই'বাদত করবে এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। তোমরা যদ্দারা জান ও মাল হিফাজত করে থাক তদ্দারা আমারও জিফাজত করবে। তাঁরা আরজ করলেন এর বিনিময়ে (আমরা) কি পাব? হুযূর ছল্লাল্লহ আ'লাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন এর বিনিময় বেহেশ্‌ত। তাঁরা বললেন, 'আমরা ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছি, এ আমরা কখনও ত্যাগ করব না।' এ সম্বন্ধে আল্লহ তাআ'লা এই আয়াতটি নাযিল করেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদারগণের জন্য এই একই কথা প্রযোজ্য অর্থাৎ দ্বীনের জন্য, ইছলামের জন্য সকলের পুরো জান পুরো মাল প্রয়োজনবোধে অকাতরে ব্যয় করতে হবে যার বিনিময় হল জান্নাত বা বেহেশ্‌ত) (ছূরা তাওবাহ্ঃ আয়াত ১১১, পারা ১১) (২২) এবং প্রত্যেক অধিক আ'মালকারীকে অধিক সওয়াব দিবেন (ছূরা হুদঃ আয়াত ৩, পারা ১১) (২৩) আর যে ব্যক্তি আল্লহ তাআ'লার দিকে আহ্বানকারীর কথা মানবে না, তবে সে ভূ-পৃষ্ঠে কোথাও পলায়ন করে আল্লহ তাআ'লাকে পরাভূত করতে পারবে না, আর আল্লহ তাআ'লা ভিন্ন অপর কেহ তার সহায়কও হবে না। এরাই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে। (ছূরা আহক্বফঃ আয়াত ৩২, পারা ২৬) (২৪) আর যখনই ক্বুরআনের কোন অংশ এই বিষয়ে নাযিল করা হয় যে, তোমরা আল্লহ তাআ'লার উপর ঈমান আন এবং তাঁর রছূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা আপনার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদিগকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সঙ্গে থেকে যাই। (ছূরা তাওবাহঃ আয়াত ৮৬, পারা ১০) (২৫) আর হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লহ তাআ'লার নিকট তওবা কর যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। (ছূরা নূরঃ আয়াত ৩১, পারা ১৮) (২৬) আপনি বলে দিন যে, তোমাদের পিতৃবর্গ এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সেই সকল ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ এবং সেই ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ, আর সেই গৃহ সমূহ যা তোমরা পছন্দ করছ (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লহ এবং তাঁর রছূলের চেয়ে তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক ঐ পর্যন্ত যে, আল্লহ তাআ'লা নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন; (অর্থাৎ আযাবের); আর আল্লহ তাআ'লা আদেশ অমান্যকারীদিগকে, ফাছেকদেরকে) হিদায়াত দান করেন না। (ছূরা তাওবাহঃ আয়াত ২৪, পারা ১০) (২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো যখন তোমাদের বলা হয় যে, বের হও আল্লহর রাস্তায়, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অর্থাৎ অসলভাবে বসে থাক) তবে কি তোমরা আখিরতের (পরকালের) বিনিময়ে দুনিয়ার

জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরতের তুলনায় কিছুই নহে, অতি সামান্য। যদি তোমরা বের না হও,তবে আল্লহ তাআ'লা তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন (অর্থাৎ ধ্বংস করে দিবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর তোমরা আল্লহ তাআ'লার (দ্বীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এবং আল্লহ তাআ'লা হচ্ছেন সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান (ছূরা তাওবাহঃ ৩৮-৩৯, আয়াত পারা ১০) (২৮) আর যালিমরা (অনাচারীরা) একে অন্যের বন্ধু হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে আল্লহ্ তাআ'লা হচ্ছেন মুত্তাকীদের বন্ধু। (ছূরা জাসিয়াহঃ আয়াত ১৯, পারা ২৫) (২৯) যারা আল্লহ্ তাআ'লা ভিন্ন অন্যকে কার্য নির্বাহক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই মাকড়শার ন্যায়, যে একটি ঘর প্রস্তুত করেছে এবং নিঃসন্দেহে মাকড়শার ঘরই ঘর সমূহের মধ্যে অধিকতর দুর্বল। যদি তারা প্রকৃত অবস্থা জানত তবে এরূপ করত না। (ছূরা আ'নকাবুতঃ আয়াত ৪১, পারা ২০) (৩০) আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়েও বসেও এবং দাঁড়িয়েও, অতঃপর যখন আমি সেই কষ্ট তার থেকে দূর করে দেই, তখন সে নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করে ছিলো, উহা দূর করার জন্য সে যেন আমাকে কখনো ডেকেই ছিলো না (এমন ভাব দেখায়) এই সীমালংঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের নিকট এরূপই পছন্দনীয় মনে হয়। (ছূরা ইউনুছঃ আয়াত ১২, পারা ১১) (৩১) আর যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার (সোজা)পথসমূহ দেখাব; (যে পথে চলার দ্বারা তারা বেহেশ্‌তে পৌছিবে) এবং নিঃসন্দেহে আল্লহ্ তাআ'লা খাঁটি লোকদেরসঙ্গে রয়েছেন। (ছূরা আন'কাবুতঃ আয়াত ৬৯, পারা ২১) (৩২) আর তোমরা আল্লহ তাআ'লার কাজে খুব যত্মবান হও যেমন যত্মবান হওয়ার দরকার। (ছূরা হজ্বঃ আয়াত ৭৮, পারা ১৭) (৩৩) আর আমি তাঁকে (হযরত ইউনুছ আ'লাইহিছ ছালামকে) এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি রছূলরূপে পাঠিয়ে ছিলাম। (হযরত ইউনুছ আ'লাইহিছ ছালামের কওমের লোক সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজারঃ বয়ানুল কুরআন) (ছূরা ছফফাতঃ আয়াত ১৪৭, পারা ২৩) (৩৪) এমন কি যখন তাঁরা পিপীলিকাদের এক ময়দানে পৌছিলেন; তখন একটি পিপীলিকা বলে উঠল হে পিপীলিকাগণ! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান ও তাঁর সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে নিষ্পেষিত (পদদলিত) করে না ফেলেন। (ছূরা নমলঃ আয়াত ১৮, পারা ১৯) (৩৫) (হে আল্লহ!) আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। ঐ সকল লোকদের পথ যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন (অনুগ্রহ করেছেন, পুরস্কার দান করেছেন অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং

নেককার বান্দাগণের পথ) তাদের পথে নহে যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে, আর না তাদের পথে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। (ছূরা ফাতিহাঃ আয়াত ৫-৬, পারা ১) (৩৬) আর যে ব্যক্তি আল্লহ তাআ'লা ও তাঁর রছূলের অনুগত হয় তবে এইরূপ ব্যক্তিগণও সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন যাদের প্রতি আল্লহ তাআ'লা অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং নেককারগণ। আর এই মহাপুরুষগণ অতি উত্তম সহচর (বন্ধু, সাথী) (ছূরা নিছাঃ আয়াত ৬৯, পারা ৫) (৩৭) যাঁরা আল্লহ তাআ'লার প্রতি, ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এবং সৎ কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজের নিষেধ করে, আর নেক কাজে ধাবন করে। (যাবতীয় নেক কাজ নিজের জীবনে এবং অন্যের জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে তার জন্য এক স্থানে স্থির থাকে না, ধাবন করে, চলমান থাকে অর্থাৎ ঘরে-ঘরে, দারে-দারে, বারে-বারে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছে ঐ যাবতীয় নেক কাজের জন্য চেষ্টা পরিশ্রম ও মেহনত করে।) আর এরাই হলো সলিহীন অর্থাৎ নেককার লোকদের দলভুক্ত (ছূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১১৪, পারা ৪) (৩৮) নিশ্চয় মু'মিন বান্দাগণ তো সকলেই পরস্পর ভাই ভাই সুতরাং তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করিয়ে দাও, এবং আল্লহ তাআ'লাকে ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হয়। (ছূরা হুজুরাতঃ আয়াত ১০, পারা ২৬) (৩৯) (অবশ্যই) এমন লোকদের পথে চল (এমন লোকদের কথা মান) যাঁরা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চান না এবং তাঁরা হিদায়াত প্রাপ্ত লোক (সঠিক পথের উপর রয়েছেন) (ছূরা ইয়াছীনঃ আয়াত ২১, পারা ২২) (৪০) আর আমি তোমাদের নিকট এর কোন বিনিময় চাহি না, আমার বিনিময় তো সারা বিশ্ব প্রতিপালকের জিম্মায়। (ছূরা শোয়ারঃ ১৬৪, পারা ১৯) (৪১) হে মু'মিনগণ! তোমরা ইছলামে পূর্ণরূপে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল না। বাস্তবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (ছূরা বাকারাঃ আয়াত ২০৮, পারা ২) (৪২) হে মু'মিনগণ! আল্লহ তাআ'লাকে (এইরূপ) ভয় কর যেরূপ ভয় করা উচিত এবং ইছলাম ব্যতীত আর অন্য কোন অবস্থায় মর না (প্রাণ ত্যাগ কর না) (ছূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০২, পারা ৪) (৪৩) এবং তোমরা আল্লহ তাআ'লার রজ্জুকে (দ্বীনকে, দ্বীনের মূলনীতি ও শাখা প্রশাখাসহ) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এমন ভাবে যে, তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধও থাক এবং পরস্পর বিছিন্ন হও না। (ছূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১০৩, পারা ৪) (৪৪) আর তোমরা (জানের সাথে) মালও ব্যয় কর আল্লহর পথে এবং (এই উভয় কাজ ত্যাগ করে) নিজদিগকে নিজেরা ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ কর না। আর (প্রতিটি ভাল কাজ) উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। নিশ্চয় আল্লহ আলা'লা ভালবাসেন

উত্তমরূপে কার্য সম্পাদনকারীদিগকে (ছূরা বাকারাঃ আয়াত ১৯৫, পারা ২)। (৪৫) হে মু'মিনগণ! ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে যা আমি তোমাদিগকে দিয়েছি সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন না কোন ক্রয় বিক্রয় চলবে এবং না কোন বন্ধুত্ব হবে এবং না কোন সুপারিশ চলবে। (অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসে অর্থাৎ যার যার মৃত্যু আসার পূর্বে) (ছূরা বাকারাঃ আয়াত ২৫৪, পারা ২) (৪৬) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাঁরাই হলো জান্নাতের (বেহেশতের) অধিবাসী, তথায় তাঁরা অনন্তকাল থাকবে। (ছূরা বাকারাঃ আয়াত ৮২, পারা ১) (৪৭) কি আশ্চর্য! উপদেশ দাও অন্যকে সৎ কাজের, আর নিজেদের সম্বন্ধে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। আর সাহায্য লও ধৈর্য ও নামায দ্বারা এবং নিশ্চয়ই নামায কঠিন কাজ কিন্তু খুশুওয়ালাদের জন্য নহে অর্থাৎ যারা আল্লহ তাআ'লাকে ভয় করে তাদের জন্য নহে। (ছূরা বাকারাঃ আয়াত ৪৪, পারা ১) (৪৮) আর তোমরা অবগতই আছ ঐ সমস্ত লোকদের অবস্থা যারা তোমাদের মধ্যে হতে শনিবার সম্বন্ধীয় আদেশ অমান্য করেছিল; সুতরাং আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানরে পরিণত হয়ে যাও। সুতরাং আমি ইহাকে (এই ঘটনাকে) করলাম একটা শিক্ষনীয় বিষয় তৎকালীনদের জন্য ও পরবর্তীদের জন্যও আর উপদেশ স্বরূপ করলাম মুত্তাকীদের জন্য। (ছূরা বাকারাঃ আয়াত ৬৫-৬৬, পারা ১) (৪৯) আর আল্লহ তাআ'লা তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন বস্তুত মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে। (ছূরা নিছাঃ আয়াত ২৮, পারা ৫) (৫০) আর আমি (হযরত) মুছার সাথে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করলাম এবং ঐ ত্রিশ রাত্রির সাথে আরও দশ রাত্রি সংযোজন করলাম, অতএব, তাঁর প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় পূর্ণ চল্লিশ রাত্রি হলো। (তাওরাত কিতাব লাভ করার জন্য আল্লহ তাআ'লার আদেশে হযরত মুছা (আঃ) ত্রিশ দিন রোযা রাখেন পরেও আরও দশদিন বাড়িয়ে মোট চল্লিশ দিন রোযা রেখে চিল্লা পুরা করেন) (ছূরা আরাফঃ আয়াত ১৪২, পারা ৯) (৫১) সুতরাং (হে মুশরিকগণ! তোমরা এই ভূমণ্ডলে (বিশেষ করে মক্কা শরীফের ভূ-খণ্ডে) চার মাস বিচরণ করে লও। (ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়। যার মেয়াদ ছিল দশ বৎসর। সন্ধির সতর মাস পরে হঠাৎ এক রাত্রিতে মক্কায় মুশরিকরা ও কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বণকারী মক্কায় অবস্থানকারী খোযা আ গোত্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে নিজেরাই সন্ধি ভঙ্গ করে ফেলে। পরে মদিনায় খবর পৌঁছালে হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য রওনা হন। আল্লহ্ তাআ'লার সাহায্যে মক্কা বিজয়ের পর, মক্কা শরীফকে মুশরিক মুক্ত

করার জন্য আল্লহ তাআ'লা এই আয়াত নাযিল করেন। কাফির ও মুশরিকদিগকে জানিয়ে দেয়া হল যে, মাত্র চার মাসের মধ্যে অর্থাৎ একশ' বিশ দিনের মধ্যে, তিনি চিল্লা সময়ের মধ্যে মুশরিকদের তৃতীয় ও চতুর্থ দলের লোকেরা যেন হয় ইছলাম কবুল করে অথবা মক্কা শরীফ ছেড়ে যেখানে খুশী চলে যায়। চার মাস পর এই দুই দলের লোককে মক্কা শরীফের ভূমিতে পেলে কতল করে দেয়া হবে। এই সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়। আর প্রথম দল অর্থাৎ কোরায়েশদেরকে নয় মাস অবকাশ দেয়া হয়। মোট কথা যেন এক বৎসরের ভিতরেই পবিত্র মক্কা নগরী হতে কাফির ও মুশকিরদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বয়ানুল ক্বুরআন।) (ছূরা তাওবাহঃ আয়াত ২, পারা ১০) (৫২) হে রছূল! আপনি ক্বুরআনের ব্যাপারে স্বীয় জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না উহা আয়ত্ত করার জন্য। উহা একত্রিত করা এবং পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব, যখন আমি উহা নাযিল করতে থাকি তখন আপনি উহার অনুসরণ করতে থাকুন। (অর্থাৎ খেয়াল করে উহা শুনতে থাকুন) অতঃপর উহা বর্ণনা করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। (ছূরা ক্বিয়ামাহঃ আয়াত ১৬-১৯, পারা ২৯) (৫৩) হযরত আবু হুরয়রহ্ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ্ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেনঃ "প্রত্যেক মানব সন্তানই ফিত্‌রতের (ইছলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা (নিজেদের সংশ্রব দ্বারা) তাকে ইয়াহুদী বানায় অথবা নাছরা (খৃষ্টান) বানায় অথবা অগ্নি উপাসক বানায়।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি - বুখারী ও মুছল্লিম।) (৫৪) হযরত আব্দুল্লহ ইবনে ওমর রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেন! রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতকে আল্লহ তাআ'লা কখনো গোমরাহীর উপর (ভ্রান্ত পথ বা মতের উপর) একত্রিত করবেন না। আল্লাহ তা'লার হাত (রহমত ও সাহায্য) জামাআ'তের উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি (জামাআ'ত হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অবশেষে) দোজখে যাবে। (তিরমিযী শরীফ) (৫৫) হযরত আব্দুল্লহ বিন ওমর রাদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেনঃ বৃহত্তম দলের অনুসরণ করবে; কেননা, যে ব্যক্তি আলাদা হয়ে গেছে সে উহা হতে আলাদা হয়ে অবশেষে দোজখে যাবে। ব্যাখ্যা ঃ পৃথিবীতে মুছলমান নামধারী যত দল উপদল আছে তাদের মধ্যে আহ্‌লুছ ছুন্নাতি ওয়াল জামাআত হচ্ছে ছাওদায়ে আজম বা বৃহত্তম দল। মুহাদ্দীছীন ও উ'লামায়ে কিরাম এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আরও বলেন যে, যখন এই ছুন্নাতি ওয়াল জামাআতের মধ্য থেকে কোন বৃহত্তম দল উম্মতকে পুরা দ্বীনের উপর, ইছলামের উপর,

আহ্‌কামে শরীয়তের উপর উঠার জন্য, চলার জন্য তথা দুনিয়াতে পুরা দ্বীন ও দ্বীনের মেহনত জিন্দা করার জন্য সঙ্গবদ্ধ হয়ে দেশ কাল পাত্র ভেদে বিশেষ কোন নিয়ম, পদ্ধতিতে উম্মতকে চেষ্টা পরিশ্রম মেহনত করার জন্য আহ্বান করবেন তখনই তাঁদের ডাকে সাড়া দিতে হবে এবং সকল মুছলমানকে জান, মাল, সময়, দিল, দিমাগ, হিকমত, কৌশল নিয়ে সাথে সাথে খাড়া হয়ে যেতে হবে। (তিরমিযী শরীফ) (৫৬) হযরত আবু হুরয়রহ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা এমন এক জামানায় আছ, যে জামানায় তোমাদের কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও তরক করে (বাদ দেয়) তবে সে হালাক হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর এমন এক জামানা আসবে যখন কেউ তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ আ'মাল করবে সে নাজাত পেয়ে যাবে, মুক্তি পেয়ে যাবে। (তিরমিযী শরীফ) ব্যাখ্যাঃ 'নির্দেশিত বিষয়' অর্থে ইমামগণ ও মুহাদ্দীছীনে কিরম এখানে 'আমরে বিল মারূফ ও নাহি আ'নিল মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকেই বুঝিয়েছেন।' কারণ এই কাজের জন্য হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহিওয়া ছাল্লামের ও সাহাবায়ে কিরমের যুগের পরিবেশ অনুকূল ছিল এবং পরবর্তী যুগের পরিবেশ অনুকূল থাকবে না বলেই বুঝান হয়েছে। অন্যথায় ফরজ ওয়াজিবকে কম করার কোন অর্থই হতে পারে না। (৫৭) হযরত আবু হুরায়রহ্ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে ডাকে তাঁর জন্যও সেই পরিমাণ ছওয়াব (বা পূন্য) রয়েছে যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে অথচ তা তাদের ছওয়াবের কোন অংশকেই কমাবে না; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকেও গোমরাহীর দিকে ডাকে তার জন্যও সেই পরিমাণ গুনাহ রয়েছে যা তা অনুসারীদের জন্য রয়েছে অথচ তা তাদের গুনাহ্‌কে একটুও কমাবে না। (মুছলিম শরীফ) (৫৮) হযরত ওমর বিন্ খাত্তাব রদিইয়াল্লাহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ "নিয়তের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাইই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছে; সুতরাং যে হিজরত করে আল্লাহ্ ও তাঁর রছূলের দিকে, তাঁর হিজরত (পরিগণিত) হয় আল্লহ ও তাঁর রছূলের জন্য; আর যে হিজরত করে দুন্‌ইয়া লাভ করার জন্য অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার জন্য, তার হিজরত হয় ঐ নিয়তে যে নিয়তে সে হিজরত করেছে।" (মুত্তাফাকুন আ'লাইহিঃ বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ।) (৫৯) হযরত আবু হুরয়রহ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেন। রছূলুল্লহ্ ছল্লাল্লহ আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফিতনা ফাছাদের জামানায় (অর্থাৎ উম্মতের মধ্যে যখন ঈমান ও আমালের

কমি তথা নানাবিধ দুর্বলতা দেখা দিবে) আমার ছুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য একশত শহীদের ছওয়াব রয়েছে। (বায়হাকী-মেশকাত) (৬০) ইমাম মালেক রহমাতুল্লহ আলাইহির অভিমত। তিনি বলেছেনঃ "এই উম্মতের শেষ ভাগের ইছলাহ অর্থাৎ সংশোধন কখনও হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ভাগের ইছলাহ যে পন্থায়, যে নিয়মে, যে পদ্ধতিতে হয়েছিল সেই পন্থা, সেই নিয়ম, সেই পদ্ধতি পুনরায় অবলম্বন করা না হয়।"

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কতিপয় আয়াত

(١) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝ (٢) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (٣) وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ (٤) وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ (٥) اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (٦) قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ۚ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (٧) وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ (٨) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (٩) فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ (١٠) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ (١١) وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কতিপয় আয়াত-এর তরজমা

(১) আর আমি জ্বিন ও মানুষকে এই জন্য সৃষ্টি করেছি, যেন তারা (একমাত্র) আমারই ই'বাদাত করে। (ছূরা যারিয়াতঃ আয়াত ৫৬, পারা ২৭) (২) তোমরা হলে উত্তম সম্প্রদায় যে সম্প্রদায়কে বের করা হয়েছে (প্রকাশ করা হয়েছে,তৈরী করা হয়েছে) মানব মণ্ডলীর (মঙ্গলের) জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লহ তাআ'লার উপর ঈমান রাখ। (ছূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১১০, পারা ৪) (৩) আর আল্লহ তাআ'লা তোমাদিগকে স্থায়ী নিবাসের দিকে (চির শান্তির ঘরের দিকে অর্থাৎ বেহেশতের দিকে, জান্নাতের দিকে) আহ্বান করেন; এবং যাকে ইচ্ছা সোজা পথে চলার ক্ষমতা দান করেন। (ছূরা ইউনুছঃ আয়াত ২৫, পারা ১১) (৪) আর ইহা (-ও বলুন) যে, এই ধর্ম আমার পথ-যা সোজা, অতএব, এই পথের অনুসরণ কর এবং অন্য সব পথের অনুসরণ কর না। কেন না ঐ সকল পথ তোমাদিগকে আল্লহ্ তাআ'লার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে; এই সকল বিষয়ে তোমাদিগকে আল্লহ তাআ'লা বিশেষ গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দান করেছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও। (ছূরা আনআমঃ আয়াত ১৫৩, পারা ৮) (৫) আর যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাগণকে বললেন নিশ্চয় আমি বানাব যমীনে (ভূ-পৃষ্ঠে) একজন প্রতিনিধি (ছূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৩০, পারা ১) (৬) আপনি বলে দিন, ইহা হলো আমার রাস্তা আমি (মানুষকে) আল্লহ তাআ'লার দিকে এই ভাবে আহ্বান করি যে, (আমি) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আহ্বান করি, (এই প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মানুষেকে আল্লহ তাআ'লার দিকে,তাওহীদের দিকে তথা পুরা দ্বীন ইছলামের দিকে অর্থাৎ আল্লহ তাআ'লায় যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ পালনের দিকে আহবান করা ইহা আমার কাজ) আমি ইহা করি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তাদেরও এ কাজ; আর আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি। (ছূরা ইউছুফঃ আয়াত ১০৮, পারা ১৩) (৭) আর তোমরা হিম্মত হারা হওনা এবং চিন্তা কর না, প্রকৃত পক্ষে তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা পূর্ণ মু'মিন (পূর্ণ ঈমানদার) হও। (ছূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১৩৯, পারা ৪) (৮) যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, সে পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমি (আল্লহ তাআ'লা) তাকে হায়াতান তৈয়েবাহ (এক সুখময়, শান্তিময় জীবন) দান করব এবং তাঁদের ভাল কাজের বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব। (ছূরা নহলঃ আয়াত ৯৭; পারা ১৪) (৯) অএতব, তাদের ধন সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন আপনাকে

অবাক না করে, আল্লহ তাআ'লার ইচ্ছা কেবল এটাই যে, এই সকল বস্তুর কারণে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে আযাবের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ বায়ূ কুফরেরই অবস্থায় বের হয়। (অর্থাৎ ঈমানহারা অবস্থায় তথা কুফরীর অবস্থায় যার মৃত্যু হবে পরকালে সে চিরস্থায়ী আযাবে গ্রেফতার হবে পূর্ণ ঈমান ও ইছলামের উপর থাকা ছাড়া যখনই কারো ধন সম্পদ, সন্তানাদি অধিক হবে তখনই তা অর্জন করতে, রক্ষনা বেক্ষণ করতে, আসন্ন ক্ষতির চিন্তা মুক্ত থাকতে, সর্বোপরি, মৃত্যুর সময় সবকিছু দুনিয়াতেই ছেড়ে যাওয়া এসব মিলিতভাবে প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট আযাব।) (ছূরা তাওবাহঃ আয়াত ৫৫, পারা ১০ (১০) স্থল ভাগে ও জল ভাগে যে সমস্ত বালামুছীবত প্রকাশিত হয় (ছড়িয়ে পড়ে) তা শুধু স্বহস্তে কৃতকর্ম সমূহের দরুন, যেন আল্লহ তাআ'লা তাদেরকে তাদের (মন্দ) কাজের কিয়দংশের স্বাদের উপভোগ করান যাতে তারা (ঐ মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে আল্লহ তাআ'লার দিকে তথা তাঁর পূর্ণ আদেশ ও নিষেধ পালনের দিকে) ফিরে আসে। (ছূরা রূমঃ আয়াত ৪১, পারা ২১) (১১) আর আমি তাদেরকে নিকটবর্তী (ইহজগতের) শাস্তিও আস্বাদ করাব আখিরতের সেই মহা শাস্তির পূর্বে যেন তারা (ইহজীবনের আযাব ও বিপদে পতিত হয়ে) ফিরে আসে। (আমার দিকে অর্থাৎ যাবতীয় ভাল কাজের দিকে) (ছূরা ছিজদাঃ আয়াত ২১, পারা ২১)

ইবলীছ শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ

(١) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (٢) قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝ قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ (٣) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ

لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (٤) اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا (٥) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (٧) وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٨) فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى (٩) وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَاوٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (١٠) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ

حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١١) وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۗ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ۗ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۗ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٢) وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ইবলীছ শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ-এর তরজমা

(১) আর আমি যখন হুকুম দিলাম ফেরেশতাদিগকে ছিজদায় পতিত হও আদমের সামনে তখন সকলেই ছিদজায় পতিত হলো ইব্‌লীছ ব্যতীত; সে অমান্য করল এবং অহংকার করল এবং কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেল। (ছূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ৩৪, পারা ১) (২) আল্লহ তাআ'লা বললেন, (হে ইবলীছ!) কোন জিনিস তোমাকে নিষেধ করল (বাধা দিল) ছিজদা করতে, যখন আমি তোমাকে আদেশ করলাম? ইব্‌লিছ সে বলতে লাগল, আমি তাঁর চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে (আদমকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লহ তাআ'লা বললেন তুমি আসমান হতে নেমে যাও। তোমার অহংকার করার কোনই অধিকার নেই আসমানে থেকে; অতএব বের হয়ে যাও; নিশ্চয়ই তুমি অপমানের পাত্রদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছ। সে বলতে লাগল যে, আমাকে অবকাশ দিন ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত। আল্লহ তাআ'লা বললেন তোমাকে দেয়া হলো। সে বলতে লাগল, যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করেছেন। আমি কসম খেয়ে বলছি যে, আমি তাদের জন্য আপনার (ছিরতল মুস্তাকিম) সোজা পথে বসব। তারপর তাদের উপর আক্রমণ চালাব তাদের সন্মুখ দিক হতেও এবং পিছনের দিক হতেও, আর তাদের ডান দিক হতেও আর তাদের বাম দিক হতেও আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরূপে পাবেন না। (ছূরা আল

আরাফঃ আয়াত ১২-১৭, পারা ৮) (৩) ইবলীছ বলল, হে আমার প্রভু যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমি শপথ করে বলছি যে, আমি ইহকালে তাদের চক্ষে পাপ কার্য সমূহকে লোভনীয় করে দেখাব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব। আপনার সেই বান্দাগণ ব্যতীত তাদের মধ্যে হতে খাঁটি। (আল্লহ তাআ'লা) বললেন হাঁ, ইহা একটি সোজা পথ যা আমা পর্যন্ত পৌছিয়েছে। বাস্তবিক আমার সেই বান্দাদের উপর তোর সামান্য মাত্রও ক্ষমতা চলবে না, হাঁ, তবে বিপথগামী ব্যক্তির মধ্যে যারা তোর পথে চলতে আরম্ভ করে। (ছূরা হেজরঃ আয়াত ৩৯-৪২, পারা ১৪) (৪) নিশ্চয় শয়তান মানুষের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের খোলাখুলি শত্রু। (ছূরা বনি ইসরাইলঃ আয়াত ৫৩, পারা ১৫) (৫) শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয় দেখায় এবং তোমাদিগকে অসৎ কাজের (কৃপণতার) পরামর্শ দেয়। আর আল্লহ তাআ'লা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা করার ও অধিক দেয়ার। আল্লহ তাআ'লা প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী (ছূরা বাকারাঃ আয়াত ২৬৮, পারা ৩) (৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল না! আর যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে তবে সে (শয়তান)তো সর্বদা নির্লজ্জ এবং অসঙ্গত কাজ করার জন্যই আদেশ করবে। (ছূরা নূরঃ আয়াত ২১, পারা ১৮) (৭) আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না; নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (ছূরা আনআ'মঃ আয়াত ১৪২, পারা ৮) (৮) অতঃপর শয়তান তাঁকে প্ররোচণা দিল, বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে চিরস্থায়ী থাকার বৃক্ষ দেখিয়ে দিব, আর এমন রাজত্ব যাতে কখনও দুর্বলতা আসবে না? (ছূরা ত্ব-হাঃ আয়াত ১২০, পারা ১৬) (৯) আর আমি আদেশ করলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে বাস কর, অতঃপর যে স্থান হতে ইচ্ছা উভয়ে ভক্ষণ কর, আর এই বৃক্ষটির নিকট যেও না এরূপ না হয় যে, তোমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়, যারা অসঙ্গত কাজ করে। অতঃপর শয়তান তাদের উভয়ের অন্তরে প্ররোচণার সঞ্চার করল যেন তাদের দেহের আবৃতাঙ্গগুলো যা পরস্পর হতে গোপন ছিল উভয়ের সমক্ষে প্রকাশ করে দেয়; আর বলতে লাগল, তোমাদের রব (প্রতিপালক) তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষটি হতে (ফল খেতে) অন্য কোন কারণে নিষেধ করেন নি, কিন্তু এই জন্য (নিষেধ করেছেন) যে, তোমরা (এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে) ফেরেশতা হয়ে যাবে, অথবা অনন্ত অসীম জীবন ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ কোন দিন মৃত্যু বরণ করবে না।) আর সে (শয়তান) তাঁদের উভয়ের সন্মুখে (কছম

খেয়ে) শপথ করে বলল যে, বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের উভয়ের মঙ্গলকামী। অনন্ত তাঁদের উভয়কে ধোকা দিয়ে নীচে নিয়ে আসল, তৎপর যেমনি উভয়ে বৃক্ষটির আস্বাদ গ্রহণ করলো (তৎক্ষণাৎ) উভয়ের আবৃতাঙ্গ পরস্পরের সন্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল। এবং উভয়ে বেহেশতের পাতাগুলো নিজেদের উপর সংযুক্ত করতে লাগলো; এবং তাঁদের রব তাঁদেরকে আহ্বান করে বললেন আমি তোমদের উভয়কে এই বৃক্ষ ভক্ষণ হতে নিষেধ করে ছিলাম না এবং এ কি বলে ছিলাম না যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন? উভয়ে বলতে লাগলেন, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করেছি, আর যদি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে পড়ব। (ছূরা আরাফঃ আয়াত ১৯-২৩, পারা ৮) (১০) হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত না করে, যেমন সে তোমাদের দাদা দাদীকে বেহেশ্ত হতে বহিষ্কার করেছিল, এমন অবস্থায় যে, তাঁদের পোশাকও তাদের দেহচ্যুত করিয়ে ছিল যেন উভয়কেই উভয়ের আবৃতাঙ্গ দৃষ্টি গোচর হয়; সে (শয়তান) এবং তার দলবল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে ঐ সকল লোকের সহচর হতে দেই যারা ঈমান আনে না। (ছূরা আরাফঃ আয়াত ২৭, পারা ৮) (১১) আর যখন সমস্ত মোকাদ্দমা মীমাংসা হয়ে যাবে (অর্থাৎ বিচার দিবসে যখন সকলের জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাবে) তখন শয়তান জাহান্নামীদেরকে বলবে, আল্লহ তাআ'লা তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন এবং আমিও কিছু ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা খিলাফ করেছিলাম; আর তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্যও ছিল না। বলপূর্বক তোমাদেরকে দিয়ে (দুনিয়াতে) আমি কোন পাপের কাজ করাইনি শুধু এতুটুকু যে, আমি তোমাদিগকে গুনাহের কাজের দিকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, ডেকে ছিলাম,তখন তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। (আমার কথা মেনে নিয়ে ছিলে, গুনাহের কাজ নিজেরা নিজের হাতেই করেছিলে।) অতএব তোমরা (আজ) আমাকে তিরস্কার কর না, মালামত কর না, নিজেদেরকে তিরস্কার কর, মালামত কর। আমার উপর সমস্ত দোষ চাপিও না, বরং দোষ নিজেদের উপরই চাপাও; আমি তোমাদের না সাহায্যকারী হতে পারি না তোমরা আমার কোন সহায় হতে পার। আমি নিজেও এই কাজে অসন্তুষ্ট ছিলাম যে, তোমরা ইতিপূর্বে আমাকে (আল্লহ তাআ'লার) অংশী সাব্যস্ত করতে (ই'বাদত আল্লহ্ তাআ'লার প্রাপ্য অথচ তোমরা মূর্তি পূজা করে আমার

সাহায্য করতে যা আমি আসলে পছন্দ করতাম না।) নিশ্চয় জালিমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে। (ছূরা ইব্রাহীমঃ আয়াত ২২, পারা ১৩) (১২) হযরত আনাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে। (মুত্তাফাক্বুন আ'লাইহিঃ বুখারী ও মুছলিম।) ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে সে অতি সহজে কু-প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

নবী করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর শানে

কতিপয় আয়াত ও হাদীছ

(١) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى (٢) وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ (٣) قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ (٤) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (٥) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٦) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٧) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (٨) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۝ (٩) اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (١٠) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۝ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ (١١) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝ (١٢) يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

(١٣) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ (١٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى، قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى ؟ قَالَ : مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ - (١٦) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ مُّرْسَلًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهٖ ٥

নবী করীম ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর শানে কতিপয় আয়াত ও হাদীছ-এর তরজমা (রিছালাত)

(১) আর তিনি (রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহিওয়া ছাল্লাম) নিজের থেকে (অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে) কোন কথা বলেন না। তাঁর কথা ওহী ছাড়া আর কিছু নহে যা তাঁর প্রতি ওহী রূপে প্রেরণ করা হয়। এক জন ফেরেশ্‌তা তাঁকে শিখিয়ে থাকেন যিনি বড় শক্তিশালী (অর্থাৎ হযরত জীবরাঈল (আঃ) (ছূরা নাজ্‌মঃ আয়াত ৩-৫, পারা ২৭) (২) আর রছূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা তোমরা শক্ত করে ধর; আর যা কিছু তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা তোমরা পরিত্যাগ কর। আর আল্লহ তাআ'লাকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লহ তাআ'লা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। (ছূরা হাশরঃ আয়াত ৭, পারা ২৮) (৩) (হে রছূল) আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লহ তাআ'লাকেও মান এবং রছূলকেও মান অর্থাৎ তোমরা আল্লহ তাআ'লার আদেশ নিষেধ পালন কর এবং রছূলের আদেশ নিষেধও পালন কর। (ছূরা নুরঃ আয়াত ৫৪, পারা ১৮) (৪) আর যে ব্যক্তি আল্লহ তাআ'লার ও তাঁর রছূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ও অনুকরণ

অবলম্বন করল সেই প্রকৃত অতি মহান কামিয়াবী ও চরম সাফল্যের অধিকারী হয়ে গেলো। (ছূরা আহ্‌যাবঃ আয়াত ৭১, পারা ২২) (৫) হে নবী আপনি আমার পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা শুনিয়ে দিন যে, হে আমার উম্মতেরা! যদি তোমরা আল্লহ তাআ'লাকে ভালবাসার দাবী করতে চাও, আল্লহ তাআ'লাকে রাজি খুশী সন্তুষ্ট করতে চাও, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করে চল, তাহলে (তোমরা আশাতীত সাফল্য অর্জন করতে পারবে) স্বয়ং আল্লহ তাআ'লা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহ্‌ সমূহকে মাফ করে দিবেন। আর আল্লহ্‌ তাআ'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (ছূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ৩১, পারা ৩) (৬) হে মানবজাতি! রছূলুল্লহর জীবনের মধ্যে, তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যে তোমাদের জন্য সুন্দর নমুনা ও আদর্শ নিহিত রয়েছে। (ছূরা আহ্‌যাব ঃ আয়াত ২১, পারা ২১) (৭) হে রছূল! আমি আপনাকে সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য একমাত্র শান্তি বাহকরূপে প্রেরণ করেছি। আপনার অনুকরণ ও অনুসরণে জগদ্বাসী প্রকৃত শান্তি, সুখ, সফলতা লাভ করতে পারবে। (ছূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ১০৭, পারা ১৭) (৮) আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র বেহেশ্‌তের সুসংবাদদাতা ও দোযখের ভয় প্রদর্শনকারী রছূলরূপে প্রেরণ করেছি। অর্থাৎ যারা আল্লহ তাআ'লার কথা এবং তাঁর রছূলের কথা বিশ্বাস করবে এবং মেনে চলবে তাদের দুনিয়া ও আখিরতের জীবনের জন্য তিনি সুসংবাদদাতা, আর যারা তা বিশ্বাস করবে না, অমান্যকারী তাদের দুনিয়া ও আখিরতের জীবনের জন্য তিনি ভয় প্রদর্শনকারী (ছূরা ছাবাঃ আয়াত ২৮, পারা ২২) (৯) নবীর হক ঈমানদারগণের উপর তাঁদের জানের চেয়েও বেশী। (অর্থাৎ একচ্ছত্ররূপে নবীর অনুকরণ ও অনুসরণ করা এবং পূর্ণমাত্রায় নবীকে সম্মান করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য এমনকি নিজের জানের চেয়েও মূল্যবান মনে করাঃ (বয়ানুল কুরআন) (ছূরা আহ্‌যাব ঃ আয়াত ৬, পারা ২১) (১০) হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশীল রূপে প্রেরণ করেছি যে,আপনি সাক্ষী হবেন আর আপনি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লহ তাআ'লার দিকে আহবানকারী তাঁরই (আল্লহ তাআ'লারই) আদেশে এবং (আপনি) একটি দীপ্তমান প্রদীপ। আর মু'মিনদিগকে শুভসংবাদ প্রদান করুন যে, তাঁদের জন্য আল্লহ তাআ'লার তরফ হতে রয়েছে এক বড় অনুগ্রহ এবং আপনি কাফিরদের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না এবং তাদের যন্ত্রণাদানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, আর আল্লহর উপর ভরসা রাখুন এবং আল্লহই যথেষ্ট কার্যনির্বাহক রূপে। (ছূরা আহযাবঃ আয়াত ৪৫-৪৮, পারা ২২) (১১)

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লহ তাআ'লার রছূল এবং সকল নবীগণের শেষ আর আল্লহ তাআ'লা সকল বিষয়েই খুব অবগত আছেন। (ছূরা আহযাব ঃ আয়াত ৪০, পারা ২২) (১২) হে বস্ত্রাবৃত্ত (রছূল) উঠুন অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং নিজের রব্বের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন। আর স্বীয় বস্ত্রসমূহ পাক রাখুন। (ছূরা মুদ্দাছছিরঃ আয়াত ১-৪, পারা ২৯) (১৩) হুযূরে পাক ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং জগতের সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।" (হাদীছ ঃ মুত্তাফাকুন আ'লাইহি ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)। (১৪) হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম আরও বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তার মনের ইচ্ছা আমি (রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম) যা কিছু নিয়ে এসেছি তার অনুগামী না হয়।"(হাদীছ– মিশকাত) (১৫) হযরত আবু হুরয়রহ্ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছল্লাম বলেছেনঃ "আমার সকল উম্মতই জান্নাতে (বেহেশতে) প্রবেশ করবে, যে জান্নাতে প্রবেশ করতে অসম্মত সে ব্যতীত।" জিজ্ঞাসা করা হলোঃ (হুযূর)কে অসম্মত? (হুযূর ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম) বললেনঃ "যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে বেহেশতে যেতে অসম্মত।" (বুখারী শরীফ) (১৬) হযরত (ইমাম) মালেক বিন আনাছ রদিইয়াল্লহু তাআ'লা আ'নহু বলেনঃ রছূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে তোমরা কখনো গোমরাহ্ হবে না (পথ ভ্রষ্ট হবে না)ঃ আল্লহ তাআ'লার কিতাব ও তাঁর রছূলের ছুন্নাহ্। (ইমাম মালেক এ হাদীছটি তাঁর 'মুআত্তা'য় মুরছাল হিসেবে রিওয়াত করেছেন।)

সমাপ্ত